উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮২,০৫৫.১১ (+১৫৮.৩২)

নিফটি : ২৫,০৪৪.৩৫ (+৭২.৪৫)

বিদেশিনীকে ধর্ষণ

রাজস্থানের উদয়পুরে এক ফরাসি মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ। এক ক্যাফে পার্টিতে পরিচয়ের পর অভিযুক্ত তাঁকে 'শহর ঘুরিয়ে দেখানোর' নাম করে একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে।

›› ৭

আজ মহাকাশে পাড়ি শুভাংশুর

সাতবার উড়ানের তারিখ পিছিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে নাসা ঘোষণা করেছে, ভারতীয় গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা বুধবার মহাকাশে পাড়ি দিতে পারেন তাঁর তিন সঙ্গী নভশ্চরকে নিয়ে।

›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	২৬°	৩৪°	২৬°	৩৪°	২৭°	৩৪°	২৫°

ডাকেটের ব্যাটে দুরন্ত ইংল্যান্ড

›› ১২

১০ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 25 June 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 38

বছরে একটি ডাকাতিই লক্ষ্য

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : ঠিক যেন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ। ঠিকমতো কোনও সংস্থা চালাতে দেশের তাবড় প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজমেন্টের দারুণ সমস্ত কোর্স করানো হয়। শিলিগুড়ির ডাকাতির ঘটনাতেও যেন এমনই কোর্সের ছোঁয়া। এই ডাকাতিতে ধরা পড়া দুই দুষ্কৃতী, সাফিক খান ও মহম্মদ সামশাদকে জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, দলটি বছরে একটি মাত্র 'সফল অপারেশন'-এ বিশ্বাসী। আর তাতেই দলের সদস্যদের এক-একজনের প্রতি বছরে গড়ে ১০ লক্ষ টাকা আরামে 'রোজগার' হয়ে যায়। টাকাটা মাসের হিসেবে ভাগ করলে আজকালকার চাকরির

বাজারে 'যথেষ্টই ঈর্ষণীয়'। তদন্তে চমকে দেওয়া এমন আরও তথ্যই জানা যাচ্ছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের কথায়, 'যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পেতে আমরা গোটা ঘটনার পুনর্নির্মাণ করছি। বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে তদন্তে মেলা সমস্ত তথ্য যাচাই করে দেখা হচ্ছে। তদন্তে এই ডাকাতির ঘটনায় দেশের চারটি জায়গার যুক্ত থাকার বিষয়ে জানা গিয়েছে। আমাদের তদন্তকারী টিম সেই সমস্ত জায়গায় গিয়ে দুষ্কৃতীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।'

এরপর দশের পাতায়

যুদ্ধবিরতি নাটক

ইরানি মিসাইলে বহুতল যেন ধ্বংসস্তূপ। দেহের খোঁজে নেমেছে ইজরায়েলি সেনা। বীরশেবায় মঙ্গলবার।

কৃতিত্বে চোনা, খেপে লাল ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ২৪ জুন : যুদ্ধবিরতি কিন্তু যুদ্ধবিরতি নয়। এ যেন সুকুমার রায়ের কবিতার 'হাঁসজারু।' প্রবল পরাক্রম ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে থেকে গেল। না মানল ইজরায়েল, না মানল ইরান। মঙ্গলবার ভোররাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘটা করে ইজরায়েল-ইরানের সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। যেমন করেছিলেন ভারত-পাকিস্তানের ক্ষেত্রে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ঘোষণা করে ট্রাম্প ঘুমোতে গিয়েছিলেন। তিনি ঘুমিয়ে থাকার সময়ই দক্ষিণ ইজরায়েলে আছড়ে পড়ল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র। পালটা

তেহরানে একটি রাডারকেন্দ্র গুঁড়িয়ে দিল ইহুদি সেনাবাহিনী। ঘুম ভেঙে রাগে-ক্ষোভে, হতাশায় প্রায় চুল ছেঁড়ার দশা মার্কিন প্রেসিডেন্টের। তাঁর কথায়, 'দু'পক্ষই সংঘর্ষ বিরতির শর্ত ভেঙেছে। ইজরায়েলের পদক্ষেপ আমার ভালো লাগেনি। ইরানের ভূমিকাতেও খুশি নই।'

যদিও ভাঙলেও মচকান না

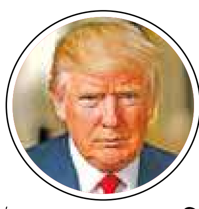

> ইজরায়েল, বোমাগুলি ফেলে দিও না। যদি করো (যুদ্ধ), তাহলে এটা বড় ধরনের উল্লঙ্ঘন হবে। এখনই তোমার পাইলটদের ফিরিয়ে নিয়ে এসো!
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

তিনি। তাঁর নাম ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিত নই যে ওরা ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করেছে। দেখছি, এসব বন্ধ করতে পারি কি না। তবে সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর রয়েছে।'

পরে ট্রুথ সোশ্যালে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর উদ্দেশে তিনি বার্তা দেন, 'ইজরায়েল, বোমাগুলি ফেলে দিও না। যদি করো (যুদ্ধ), তাহলে এটা বড় ধরনের উলঙ্ঘন হবে। এখনই তোমার পাইলটদের ফিরিয়ে নিয়ে এসো!'

কিছুক্ষণ বাদে আরও একটি পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, 'ইরানে হামলা চালাবে না ইজরায়েল। সব বিমান বাড়ি ফিরে যাবে।' ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে অবশ্য প্রথমে সায় দিয়েছিল তেল আভিভ। ইজরায়েল বিবৃতি দিয়ে জানায়, 'ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাব মেনে ইজরায়েল যুদ্ধবিরতিতে রাজি হচ্ছে।' প্রাথমিকভাবে ইরান অবশ্য যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

তবে পরে তেহরান জানিয়ে দেয়, ইজরায়েল আর হামলা না চালালে ইরান আর আক্রমণ করবে না। বিবৃতিতে তেহরান বলে, 'ইহুদি ভাবনার শত্রু ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' নেতানিয়াহু নাকি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সাফাই দেন,

এরপর দশের পাতায়

বিধানসভায় প্রতিবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

রাজস্থানে বাঙালি হেনস্তা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রণবীর দেব অধিকারী

রাজস্থানে আটক ইটাহারের শ্রমিকরা।

কলকাতা ও ইটাহার, ২৪ জুন : মহারাষ্ট্রের পর রাজস্থানে বাঙালিদের হেনস্তা। শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে হয়রানির শিকার একদল বাঙালি। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পশ্চিমবঙ্গের কিছু বাসিন্দাকে পাকড়াও করে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। বিএসএফ তাঁদের বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল জোর করে। মঙ্গলবার রাজস্থানেও কয়েক ঘণ্টা বিভীষিকা হয়ে থাকল প্রায় ২৫০ জন বাঙালির জীবনে।

ওই বাঙালিরা কেউ বাংলাদেশি নন। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের বাসিন্দা। বাংলাদেশি সন্দেহে কর্মস্থল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটি হলঘরে কয়েক ঘণ্টা আটকে রেখে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে রাজস্থান পুলিশ। ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের কাছে ওই খবর পেয়ে মঙ্গলবার ক্রুদ্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি তখন বিধানসভায়। পরে তিনি নিজেই বিধানসভায় বিষয়টি তোলেন। ভাষণের সময় তিনি বলেন, 'বাঙালিরা এদের শত্রু। তাই বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাঁদের বাংলাদেশি বলে দেওয়া হচ্ছে। বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ?' অধিবেশনের শেষে সাংবাদিকদের মমতা বলেন, 'তাহলে বাংলা ভাষা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক। বলে দেওয়া হোক, বাংলা ভাষায় কথা বলা অপরাধ। রাজস্থানে যাঁরা আটক হয়ে রয়েছেন, তাঁরা কেউ বাংলাদেশি নন।

আতঙ্কের একদিন

- হেনস্তা করা হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের প্রায় ২৫০ শ্রমিককে
- তাঁরা রাজস্থানের আলওয়ারা বাইপাস জেলার ফুলবাগে কর্মরত
- কর্মস্থল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাজস্থান পুলিশ তাঁদের আটকে রাখে দীর্ঘক্ষণ
- জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, পরিচয়পত্র দেখা হয়
- দুই রাজ্যের মুখ্যসচিব পর্যায়ে কথার পর রেহাই পান বাংলার বাসিন্দারা

তাঁরা ইটাহারের বাসিন্দা। ইটাহার কি ভারতের বাইরে? তাঁরা কি ভারতের নাগরিক নন?'

ইটাহার থানার মারনাই অঞ্চলের খিসাহার ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের ওই বাসিন্দারা রাজস্থানের আলওয়ার বাইপাস জেলার ফুলবাগ থানা এলাকায় কাজ করেন। মোজাহার শেখ নামে খিসাহার গ্রামের এক শ্রমিক ফোনে জানান, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার ভোর ৫টা নাগাদ তাঁরা ফুলবাগের একটি সোসাইটিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে পুরুষরা কেউ ড্রাইভিং, কেউ গাড়ি সাফাইয়ের কাজ করেন। মহিলারা রান্না বা পরিচারিকার কাজ করেন। সকাল ৬টা নাগাদ হঠাৎ একদল পুলিশ এসে তাঁদের গাড়িতে তুলে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে চড়া রোদে একটি মাঠে আটকে রাখে।

পরে একটি হলঘরে তাঁদের ঢুকিয়ে আটকে রাখা হয়।

এরপর দশের পাতায়

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উল্লাসে ফাটছে শতাধিক মানুষ

মোরগ লড়াইয়ে উড়ছে কোটি টাকা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৪ জুন : কেউ লালের পক্ষে, তো কেউ কালোকেই চাইছেন। চলছে ভাও দেওয়া। উড়ছে কোটি কোটি টাকা। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা ময়দান। সাদা চুন দিয়ে সেখানে গোল করে দাগ দেওয়া। মাঝে বর্ডার। দেখতে অনেকটা ফুটবলের সেন্টারের মতো। সেখানে প্রাণ বাঁচাতে একে অপরের প্রাণ নেওয়ার লড়াইয়ে মত্ত দুই মোরগ।

চারপাশে তোড়া তোড়া পাঁচশো টাকার বান্ডিল হাতে উল্লাসে ব্যস্ত শতাধিক মানুষ। কেউ সাইড বাজি লাগাচ্ছেন, আবার কারও নজর কাইদগারের দিকে। সে কীভাবে মোরগের পায়ে লোহার ফলা বাঁধছে। তা দেখেই অনেকে আন্দাজ করছেন

লড়াইয়ের আগে মোরগ প্রস্তুত করছে মালিকরা।

কোন মোরগ জিতবে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে।

১৯৬০ সালের পশুপাখির ওপর নৃশংসতা বিরোধী আইন বলছে, এই মারণ খেলা চূড়ান্ত বেআইনি। তাতে অবশ্য কাঁচা টাকা হাতে ময়দানে হাজির শতাধিক লোকের কিস্যু যায় আসে না। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য বাজি জেতা। এভাবে একেকটা ম্যাচে পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকায় জেতা-হারার বাজি চলছে। পরাজিত মোরগের বুক বা গলা থেকে ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্ত তাদের জয়ের উল্লাস বাড়িয়ে দিচ্ছে বহুগুণ।

লেনদেন মিটলেই শুরু হচ্ছে পরের খেলা। এভাবে ফি সপ্তাহে রবি ও বুধবার চলছে মোরগ লড়াই। ধূপগুড়ি ও বানারহাট থানা এলাকার একেবারে সীমান্তে সাঁকোয়াঝোরা-১

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের খড়িয়াবস্তি ও আম্বাড়িপার মাঝে পথের পাশেই সপ্তাহে দু'বার প্রকাশ্য দিবালোকে বসছে মোরগ লড়াইয়ের আসর। বুধবার আয়োজন কিছুটা কম থাকলেও রবিবার জমে উঠছে আসর। দুপুর পেরিয়ে বিকেল হওয়ার আগেই ময়দানের আশপাশে জড়ো হতে শুরু করেন দোকানিরা। মূলত চাট ও মদের দোকানই বসে ময়দানে। অনেকটা ওপেন বার কাম রেস্তোরাঁ হিসেবেই কারবারিরা পসরা সাজিয়ে বসছে। দেশি-বিদেশি ব্র্যান্ডের মদ থেকে চিলড বিয়ার সবই থাকছে সেখানে। থাকছে হরেক রকম চাট, এমনকি হাঁড়িয়ার দোকান। বুধবার স্থানীয়রাই এই আসর জমায়। তবে রবিবার শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, কালিম্পং, বারবিশা এমনকি নিম্ন অসম থেকে জুয়াড়িরা আসে। রীতিমতো বস্তা বোঝাই করে আনা হয় নোট, যা ওড়ে মোরগ লড়াইয়ের বাজি হিসেবে। ছুটে আসে পেশাদার মোরগ পালন ও ট্রেনাররা। নানা জায়গা থেকে আসে পেশাদার কাইদগার, যাদের দায়িত্ব মোরগদের পায়ে সুনিপুণভাবে ছুরি বাঁধা।

এরপর দশের পাতায়

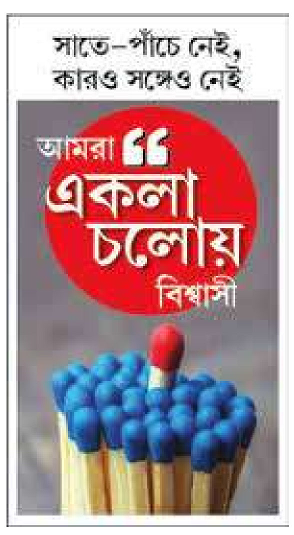

এডিশন স্পেশাল

বন্যা নিয়ে মমতার নিশানায় কেন্দ্র

›› *পাঁচের পাতায়*

ভোগান্তি কয়েক হাজারের

রামশাইয়ের পথে সারাদিনে একটাই বাস

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৪ জুন : রামশাই বাজার থেকে ময়নাগুড়ি হয়ে শিলিগুড়ি একটি বাস চলে সারাদিনে। রামশাই বাজার থেকে সকাল ৭টায় ছেড়ে আসে বাসটি। তারপর রামশাই থেকে ময়নাগুড়িগামী সরকারি-বেসরকারি কোনও বাস পরিষেবা নেই। রামশাই থেকে পানবাড়ি আমগুড়ি হয়ে ময়নাগুড়ি শহরে যাতায়াতের ভরসা একমাত্র টোটো। চরম ভোগান্তির শিকার প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ। রামশাই থেকে ময়নাগুড়ি বাসের ভাড়া ২০ টাকা। সেক্ষেত্রে টোটো ভাড়া দিতে হয় জনপ্রতি ৫০ টাকা।

রামশাই পর্যটনকেন্দ্র। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের একাংশ রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্ভুক্ত। রাইনো রিসর্ট, কালীপুর ইকো ভিলেজ, মেদলা নজরমিনার এবং চুকচুকিয়া লেকে নৌকাবিহার সবটাই রামশাইয়ের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। রয়েছে আদিবাসী নাচনি আখড়াও। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বহু পর্যটক ময়নাগুড়ি হয়ে রামশাই বেড়াতে যান। ময়নাগুড়ি শহর থেকে আমগুড়ি ও পানবাড়ি হয়ে রামশাই পর্যন্ত রাস্তাও বেশ চওড়া করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা যোগাযোগ ব্যবস্থা। স্থানীয় বাসিন্দা বিনয় ঝা দুঃখ করে বলেন, 'রামশাই কেবলমাত্র পর্যটনকেন্দ্রই নয়। ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে যথেষ্ট। ব্রিটিশরা প্রথম এখানেই ঘাঁটি গেড়ে চা বাগান গড়ে তোলে বলেই আমরা জানি। যাদবপুর চা বাগানে এক ইংরেজ সাহেবের বাংলোও রয়েছে। যদিও এখন তা দেখে চেনার উপায় নেই।'

কয়েক বছর আগেও তিনটি যাত্রীবাহী বড় বাস সহ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের দুটি বাস এবং অসংখ্য ছোট বাস চলাচল করত। পরিবহণ নিগমের একটি বাস সারাদিনে তিনবার যাতায়াত করত। কেন বন্ধ হল সেই পরিষেবা? মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ময়নাগুড়ির টাইমকিপার উজ্জ্বল ভট্টাচার্য বলেন, 'রেলগেটে আন্ডারপাস নির্মাণের পর থেকেই বড় বাস চলাচল বন্ধ করে দিতে হয়েছে। এখন একটি বড়

পরিষেবা তলানিতে

- রামশাই থেকে ময়নাগুড়িগামী সরকারি, বেসরকারি কোনও বাস পরিষেবা নেই
- রামশাই থেকে পানবাড়ি আমগুড়ি হয়ে ময়নাগুড়ি শহরে যাতায়াতের ভরসা একমাত্র টোটো
- রামশাই থেকে ময়নাগুড়ি বাসের ভাড়া ২০ টাকা, সেক্ষেত্রে টোটোভাড়া দিতে হয় জনপ্রতি ৫০ টাকা
- যাত্রী পরিষেবা তলানিতে, ৩০ হাজার মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছেন

বাসের উপরের ক্যারিয়ার খুলে দিয়ে যাতায়াত করে।' স্থানীয় বাসিন্দা ভোলানাথ সরকারের কথায়, 'স্কুল, কলেজ, অফিস আদালত সবটাই তো শহরে। কুড়ি কিলোমিটার দূরত্ব সহজ নয়। টোটোয় দ্বিগুণেরও বেশি ভাড়া গুনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। অপচয় হচ্ছে সময়।' টোটোচালক সুরজ গোয়ালা বলেন, 'বাস নেই বললেই চলে।

এরপর দশের পাতায়

কালীগঞ্জের মৃত্যুতে নীরব মমতা

অরূপ দত্ত ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৪ জুন : কালীগঞ্জে তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় নাবালিকার মৃত্যুর পর সমাজমাধ্যমে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু ওই ঘটনার ২৪ ঘণ্টার পর বিধানসভার অধিবেশনে ভাষণ দিলেও ওই প্রসঙ্গে রা কাড়লেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কড়া পদক্ষেপ করার জন্য তাঁর সোমবারের নির্দেশের জেরে ইতিমধ্যে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কিন্তু বিধানসভার অধিবেশনে ওই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করেছে বিজেপি। যদিও আইনশৃঙ্খলার এত বড় বিষয় হাতে পেয়েও বিজেপি কাজে লাগাতে পারল না বলে কটাক্ষ করেছে সিপিএম। মঙ্গলবার কালীগঞ্জে ফিরেছে ১৩ বছরের তামান্না খাতুনের প্লাস্টিকে মোড়া দেহ। তার মৃত্যুর জন্য পুলিশ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করলেও পুলিশ নয়, সিবিআই তদন্ত দাবি করছেন তামান্নার মা-বাবা।

ওড়িশা থেকে ফিরে এদিন নাবালিকার বাবা হোসেন শেখ বলেন, 'পুলিশের প্রতি আমার ভরসা নেই। আমি দোষীদের শাস্তি চাই। প্রয়োজনে সবকিছু বিসর্জন দিতে আমি রাজি।' নাবালিকার মা সাবিনার দাবি, 'আমার মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। তৃণমূলকে ভোট দিই না বলে বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।'

আদর শেখ, মানোয়ার শেখ, কালু শেখ ও আনোয়ার শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চার বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করায় মঙ্গলবার বিধানসভার অধিবেশন বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিজেপি। সেই কারণে বিধানসভায় এলেও মঙ্গলবার অধিবেশনে যোগ দেয়নি বিজেপি। বিধানসভায় আসেননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

ফলে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে হাতের নাগালে পেয়েও কালীগঞ্জ ও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে সোচ্চার হতে পারল না বিজেপি।

৪ জন গ্রেপ্তার, সিবিআই তদন্ত দাবি পরিবারের

কান্নায় ভেঙে পড়েছে তামান্নার পরিবার।

বিধানসভায় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ সাফাই দেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সোমবার বিধানসভায় আসার দিন। আমরা তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আজ যে আমরা বিধানসভার বাইরে থাকব, সেটা জেনে বিরোধীশূন্য বিধানসভায় ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর থেকেই প্রমাণ হয়, বিরোধী দলনেতার মুখোমুখি হতে ভয় পান মুখ্যমন্ত্রী।'

তাঁর কথায়, 'নিজের পাপের মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখাতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী। মায়ের আর্তনাদ তাঁর কানে পৌঁছোয়নি।' যদিও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপি সব সময় বলে, বিরোধীদের বলতে দেওয়া হয় না। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় [illegible] দিন না। উনি মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় এলে তাঁরা বিধানসভায় এসেও অধিবেশনে যোগ না দিয়ে বসে থাকেন।'

অন্যদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের অভিযোগ, 'পুলিশ একটি নির্দিষ্ট দলের ইচ্ছায় পরিচালিত হচ্ছে।' সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দলের ছাত্র-যুব সংগঠন সোমবার রাতেই কালীগঞ্জে থানা ঘেরাও করে। মঙ্গলবার সিপিএম নেতা মহম্মদ সাদির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল পুলিশ সুপারের কাছে এই ঘটনার দ্রুত তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি দাবি করে স্মারকলিপি দিয়েছে।

বিজেপির জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাসও দ্রুত তদন্ত দাবি করেছেন। ঘটনার পর গ্রামে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। পুলিশ সুপারের কাছে চিঠি পাঠিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস জানিয়েছেন, দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

জাতীয় মহিলা কমিশনও ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট তলব করেছে পুলিশের কাছে। বিজয় মিছিলের সময় যথেষ্ট পুলিশি নিরাপত্তা ও পুলিশের গোয়েন্দা শাখার কাছে অশান্তির আগাম খবর ছিল কি না, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে।

Ganesh: Page 10(A... Siliguri for 25-06-2025

Wanted Teacher & Staffs

1. Math Teacher:- Qualification- B.SC B.ED should fluency in English & Hindi is a must.

Apply with C.V Along with copies of Testimonials and passport size photograph within 7 days. to:-

The Principal, Hindi Balika Vidyapith

S.P Mukherjee Road, Khalpara, Siliguri- 734005

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

পিএম শ্রী স্কুল

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়,

বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ (VI) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য বিনামূল্যে ফর্ম ফিলাপ শুরু হয়েছে।

আবেদনের শেষ তারিখ - ২৯শে জুলাই ২০২৫

JNVST প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ - ১৩ই ডিসেম্বর ২০২৫

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সরকারি/সরকার স্বীকৃত/সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠরত এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীরা JNVST প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে।

আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি/সরকার স্বীকৃত/সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে পড়াশোনা করতে হবে।

ছাত্র/ছাত্রীর বয়সসীমা হতে হবে - ১লা মে ২০১৪ থেকে ৩১শে জুলাই ২০১৬

ভর্তির ক্ষেত্রে SC, ST ও দিব্যাঙ্গজন (PWD) ছাত্র-ছাত্রীরা প্রযোজ্য সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।

OBC র ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তালিকাভুক্ত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করুন নীচের দেওয়া লিংকে -

https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/Index/Registration

হেল্পডেস্ক নম্বর - 9002152916 / 9126824411

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

পি এম শ্রী স্কুল

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়

বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে নবম (IX) ও একাদশ (XI) শ্রেণীর (বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগ) খালি সীটের ভর্তির জন্য বিনামূল্যে ফর্ম ফিলাপ শুরু হয়েছে।

আবেদনের শেষ তারিখ- ১১ই জুলাই ২০২৫ (দুপুর ২টো পর্যন্ত)

LEST প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ -১২ই জুলাই ২০২৫ (সকাল ৯টায় বিদ্যালয়ে reporting)

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সরকারি/ সরকার স্বীকৃত/ সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে নবম/ একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীরা LEST প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে।

বয়স হতে হবে : নবম শ্রেণীর জন্য - ০১.০৫.২০১০ থেকে ৩১.০৭.২০১২
একাদশ শ্রেণীর জন্য - ০১.০৬.২০০৮ থেকে ৩১.০৭.২০১০

ভর্তির ক্ষেত্রে SC, ST ও দিব্যাঙ্গজন (PWD) ছাত্রছাত্রীরা প্রযোজ্য সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।

OBC-র ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তালিকাভুক্ত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা সংরক্ষণের সুবিধা পাবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অফলাইনে ভর্তির ফর্ম ফিলাপের জন্য কার্যদিবসে সকাল ১০টা হতে বিকেল ০৫টা অবধি বিদ্যালয় অফিসে যোগাযোগ করুন।

হেল্পডেস্ক নম্বর - 9002152916/9126824411

বাবার হাতে ছেলে খুন

বরুণকুমার মজুমদার

আহত দয়ালকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে।

ডালখোলা, ২৪ জুন : বাবার হাতে ছেলেকে খুন হতে হল। করণদিঘি বিধানসভার ডালখোলা থানার বেগুয়ার টেনাগাছিতে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম দয়াল সিংহ (৪৫)। দয়ালের বাবা ঝাপটিয়া সিংহকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

দয়াল নেপালে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। পরিবারে স্ত্রী ছাড়া ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। মেয়ে দ্বাদশ ও ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া। স্ত্রী বাড়ির কাজ সামলান। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দয়াল মঙ্গলবার সকালে নেপাল থেকে বেগুয়ার বাড়িতে ফেরেন। তারপরে স্ত্রী সারথিকে নিয়ে মাঠে কাজ করতে যান। মাঠেই খবর পান তাঁর ছেলেকে ভাই রাজকিশোর মারধর করেছে। বাড়িতে ফিরে রাজকিশোরের সঙ্গে সারথির বচসা বাঁধে। দয়ালের বাবা ঝাপটিয়াও ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন। কেন তাঁর ছেলেকে মারধর করা হয়েছে বলে সারথি রাজকিশোর ও ঝাপটিয়ার কাছে জানতে চান। দু'পক্ষের মধ্যে বচসা চরমে ওঠে। রাজকিশোর আচমকাই ধারালো অস্ত্র নিয়ে সারথিকে এলোপাতাড়িভাবে কোপাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। স্ত্রীকে বাঁচাতে দয়াল ছুটে আসেন। তিনি বাবার দিকেও তেড়ে যান।

তখনই কাছে থাকা কোদাল দিয়ে ঝাপটিয়া ছেলেকে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। দয়াল সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত দয়াল ও সারথিকে করণদিঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। এরপর দুজনকেই রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রায়গঞ্জ যাওয়ার পথেই দয়ালের মৃত্যু হয়। সারথি বর্তমানে বিপন্মুক্ত বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে। সামান্য বিবাদ থেকে যে এমন একটা ঘটনা ঘটে যেতে পারে তা কেউ ভাবতেই পারছেন না। বাজারগাঁও ১ তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি নুরুল ইসলাম বললেন, 'খবর পেয়ে আমরা ওই বাড়িতে যাই। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দেখছে।'

আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রে হরিণ। ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

চাঁদা তুলে রাস্তা মেরামত

করণদিঘি, ২৪ জুন : তৃণমূলের হেরে যাওয়া বুথে পঞ্চায়েতের তরফে কাজ না করার অভিযোগ উঠল করণদিঘি ব্লকের গোপলা গ্রামে। স্থানীয়দের দাবি, গ্রামের রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল, বহুবার পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার নিজেরাই চাঁদা তুলে রাস্তা সংস্কারের কাজে নেমে পড়েন এলাকার মানুষ।

সোমবার দুপুর থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত রাস্তার কাজ হয়। বর্তমানে সেখানে ইটের রাবিশ ও মাটি বিছিয়ে সমান করার কাজ চলছে। স্থানীয় বাসিন্দা মহসিন আজম, মহম্মদ শাহাবুদ্দিনরা জানিয়েছেন, গ্রামের সকলের থেকে অর্থ তুলে রাস্তার কাজ হচ্ছে। গ্রামের পুরুষদের পাশাপাশি ওই কাজে হাত লাগিয়েছেন বিবি আলেক জান, আদব বানুর মতো মহিলারাও।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য কংগ্রেসের মুজিবুর রহমান বলেন, 'তৃণমূল এখানে জিততে পারেনি। সেই রাগে পরিষেবা দিচ্ছে না বাসিন্দাদের। রাস্তা সংস্কার করছে না। এই ঘটনা থেকে ওদের শিক্ষা হওয়া উচিত।'

যদিও রসাখোয়া-১ পঞ্চায়েতের প্রধান সোনা মুর্মু অবশ্য অভিযোগের কিছুই মানতে চাননি।

আলিপুরদুয়ারে এবার বিদেশি পড়ুয়া

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুন : আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার সুযোগ পাবেন বিদেশি পড়ুয়ারাও। তাঁদের ভর্তি নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল সেল। এই সেল এখন বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির বিষয়টি দেখছে। এতে উপকৃত হবেন আলিপুরদুয়ার সংলগ্ন ভুটান, নেপাল সহ বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সরিৎকুমার চৌধুরী বলেন, 'বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির জন্য ইউজিসির একটি নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। আমরা ওই গাইডলাইন মেনে একটি ইন্টারন্যাশনাল সেল খুলেছি। সেই সেল এখন বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির বিষয়টি দেখছে। আমরা আশাবাদী, স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি এবার বিদেশি পড়ুয়ারাও এখানে পড়তে আসবেন।'

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির ক্ষেত্রে ইউজিসির কিছু গাইডলাইন রয়েছে। তাতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনলাইনে ভর্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' পোর্টালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম থাকতে হবে। বিদেশিরা এই পোর্টাল দেখেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করবেন। বর্তমানে রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য অভিন্ন পোর্টাল চালু হয়েছে। কিন্তু সেখানে 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' পোর্টালের উল্লেখ নেই। তাই বিদেশি পড়ুয়ারা ভর্তি হতে চাইলেও তা করতে পারছেন না।

নয়া পদক্ষেপ

- ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ইন্টারন্যাশনাল সেল তৈরি হয়েছে
- সেলটি পড়ুয়াদের ভর্তি সংক্রান্ত দিকগুলো দেখছে
- এই পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন জানাতে পারবেন বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা

এই জায়গায় দাঁড়িয়েই উদ্যোগী হয়েছে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল সেল খোলা হয়েছে। এই সেলটি 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' পোর্টাল নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এই পোর্টালের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দের একাধিক কোর্স বা প্রতিষ্ঠানে আবেদন জানাতে পারবেন বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা। একটি পোর্টালে ঢুকেই রেজিস্ট্রেশন, ভিসা অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে কোর্স বাছাই এবং প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রস্তাবপত্র পাবেন তাঁরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন উদ্যোগে খুশি জেলার বিভিন্ন কলেজের প্রধানরাও।

আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, 'এবছরই বাংলাদেশের এক ছাত্রী ভর্তির জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু ইউজিসি গাইডলাইন অনুযায়ী আমাদের যে মান থাকা দরকার, তা নেই। তাই ওই ছাত্রীকে ভর্তি নেওয়া সম্ভব হয়নি।'

হরিণচওড়ায় তৈরি হচ্ছে মহরমের তাজিয়া

দেবদর্শন চন্দ

মায়ের সঙ্গে তাজিয়া বানাতে ব্যস্ত শিল্পী। ছবি : জয়দেব দাস

কোচবিহার, ২৪ জুন : রাজ আমলের রীতি মেনে হরিণচওড়ায় তৈরি হচ্ছে মহরমের তাজিয়া। প্রতিবারের মতো এবারও ইদের দিন থেকে নিরামিষ খেয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের তাজিয়া তৈরি করছেন হরিণচওড়ার বাসিন্দা এসরাব আলি। বংশপরম্পরায় এই তাজিয়া তৈরি করে আসছেন তিনি। রাজ আমল থেকে এই তাজিয়া নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করে আসছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড।

এসরাবের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তিনি বাবা আকবর আলি এবং ঠাকুরদার থেকে তাজিয়া নির্মাণের কাজ শিখেছিলেন। এরপর ১৭ বছর ধরে তিনিই মহরমের এই তাজিয়া তৈরি করছেন। এক মাস নিরামিষ খেয়ে মা এবং স্ত্রীর সহযোগিতায় এই তাজিয়া তৈরি করছেন। এসরাব বলেন, 'এই তাজিয়া নির্মাণের জন্য দেবত্রর তরফে মাত্র ১২ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। ভাতা বাড়ানোর বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার কর্তৃপক্ষ এবং জেলা শাসককে জানিয়েও লাভ হয়নি। তবে নিয়ম মেনে বংশপরম্পরায় আমি এই কাজ এখনও করে আসছি।' বিষয়টি নিয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সচিব পবিত্রা লামাকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

সংহতি এবং সম্প্রীতির অনন্য নির্দশন মহরমের এই তাজিয়া। কোচবিহারের হরিণচওড়ার মহরম মাঠ সংলগ্ন ঘরে বসে এদিন বাঁশের কাজ করতে দেখা গেল এসরাবকে। এরপর বাঁশের কাঠামোয় কাগজ লাগিয়ে তাজিয়া নির্মাণ করা হবে বলে জানালেন তিনি।

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সোনার সংসার, দুপুর ১.০০ ছোটবউ, বিকেল ৪.০০ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.০০ দাদাঠাকুর, রাত ১০.০০ খোকা ৪২০, ১.০০ সুপারস্টার-আ লভ স্টোরি

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ পাগলু, বিকেল ৪.০০ রকি, সন্ধে ৬.৫০ সকাল সন্ধ্যা, রাত ১০.৩০ টাইগার

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ আসল নকল, দুপুর ২.০০ মহাজন, বিকেল ৫.০০ এক চিলতে সিঁদুর, রাত ১০.৩০ পরিণাম, ১.৩০ বিজয়া

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ তপস্যা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সখী তুমি কার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ফুল আর পাথর

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.০০ কাবিল, ২.৩০ ভবেশ যোশী সুপারহিরো, বিকেল ৫.০০ আই, মি অওর ম্যায়, সন্ধে ৬.৪৫ হম দো হমারে দো, রাত ১১.১৫ পুলিশ ভূত

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৩ শাদি মে জরুর আনা, দুপুর ২.২৮ ভীমা, বিকেল ৫.১৮ স্পাইডার, রাত ৮.০০ সিংহম এগেইন, ১০.৫০ মায়োঁ

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৫৬ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৩.০৭ এন্টারটেইনমেন্ট, ৫.৩৬ মক্ষী, রাত ৮.০০ ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, ১১.৫০ জিগরওয়ালা নাম্বার ওয়ান

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১১ গো গোয়া গন, দুপুর ১২.৫৫ উঁচাই, বিকেল ৩.৪৮ তলাশ : দ্য আনসার লাইজ উইদিন, সন্ধে ৬.৪৬ হমারি অধুরি কহানি, রাত ৯.০০ বস্তর : দ্য নক্সাল স্টোরি, ১১.০২ ইংলিশ ভিংলিশ

রেস অফ লাইফ সন্ধে ৬.৫৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সকাল সন্ধ্যা
সন্ধে ৬.৫০ জলসা মুভিজ

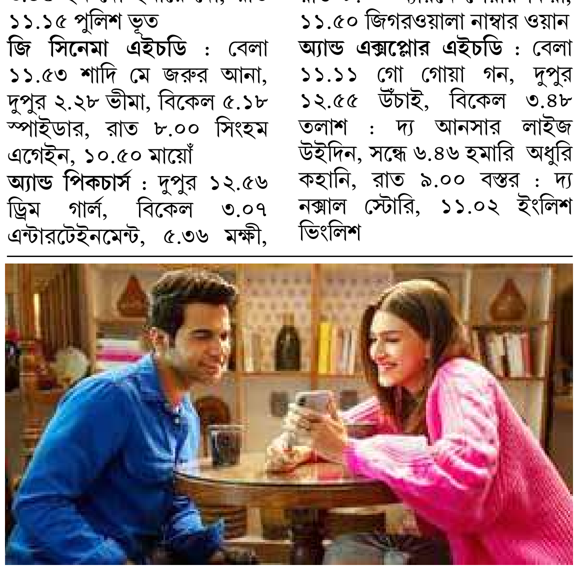
হম দো হমারে দো সন্ধে ৬.৪৫ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

ত্যাজ্য কন্যা

আমি সোমা দে সরকার EM কোর্টে Affidavit বলে আমার মেয়ে জ্যোতি দে সরকার-কে অদ্য থেকে 'ত্যাজ্য কন্যা' করিলাম। (C-117007)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর জন্য O+ কিডনি দাতা প্রয়োজন। যোগাযোগ নম্বর ঃ- 89723-77039.

ফার্মাসিস্ট চাই

আলিপুরদুয়ারে ঔষধের দোকানের জন্য একজন ফার্মাসিস্ট চাই। অতিসত্বর যোগাযোগ করুন- 8391091816. (C-117005)

অ্যাফিডেভিট

Smt. Josephine Tirkey, W/o. Anil Kumar Minj and Josfin Minj, W/o. Anil Kumar Minj are same and one identical person vide affidavit dated 24/06/2025 at EM Court Siliguri. (C/113526)

●

On 24.06.2025 infront of Public Notary Mathabhanga, I, Debattam Bhattacharjee declared that my name is mentioned as Debatam Bhattacharjee in my driving license bearing no. WB 8520170014346. Both Debattam Bhattacharjee and Debatam Bhattacharjee are same and one person. (C/117000)

●

আধার কার্ড অনুযায়ী আমার নাম Utsab Datta, পিতা Uttam Datta, ভুলবশত আমার D/L-এ Utsab Dutta আছে, গত 23.6.25 আলিপুরদুয়ার J.M. কোর্টের Affidavit অনুযায়ী Utsab Datta এবং Utsab Dutta অভিন্ন ব্যক্তি। (P/S)

●

গত 16.6.25 তাং Cob. E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Subhash Chandra Roy ও Subhash Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

বিক্রয়

ইসলামপুরের নেতাজিপল্লিতে আমার ৭.৭৫ শতক একটি খালি জমি আছে। ওই জমিটি আমি বিক্রি করতে চাই। জমিটি ক্রয় করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সরাসরি যোগাযোগ করুন। - সান্তনা রায় (M) 9641365556/ 8972012020. (S/N)

ভর্তি

২০২৫-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে B.Ed ও D.El.Ed-এ ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। যোগাযোগ- Manoranjan Saha Memorial B.Ed College - 9932209369. President. (S/C)

সভা/সমিতি

কোচবিহার পলিটেকনিকের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের আগামী ২৮শে জুন '২৫ শনিবার বেলা ২টায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আয়োজিত সাধারণ সভায় সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন কোচবিহার পলিটেকনিক। M-৯৪৭৫৫০৭৩৪৪ (C/115980)

সিগন্যালিং পদ্ধতিতে নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২১ তারিখঃ ২০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলে মেরামতির দ্বারা সিগন্যালিং পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ, ইটিটি ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের প্রতিস্থাপন এবং পুনরুদ্ধার। টেন্ডার রাশিঃ ৩,৩৪,১৪,৯৭২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৩২,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবেঃ ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএন্ডটি)/কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/১৪, ১৫ ও ১৬, তারিখঃ ২১-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র.নং. ১। ই-টেন্ডার নংঃ এপি-এসটি-১৪-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের লেভেল ক্রসিং গেটে সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবস্থা এবং তার নেটওয়ার্কিং। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ১,০০,১৯,৩২৮.২০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,০০,১০০.০০ টাকা। ক্র.নং. ২। ই-টেন্ডার নংঃ এপি-এসটি-১৫-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ এসএসই/টেলি/আইসি/ ফকিরাগ্রাম জং.এর অধীনে আলিপুরদুয়ার সেকশনে নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড টেলিকম কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৫৮,৪৭,৬৯৮.২৫ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,১৭,০০০.০০ টাকা। ক্র.নং. ৩। ই-টেন্ডার নংঃ এপি-এসটি-১৬-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিগন্যালিং স্থাপনাগুলিতে আর্থিং সিস্টেম শক্তিশালীকরণ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৩,২২,২৬,১০৬.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,১১,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৬-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ১৬-০৭-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)

Online and offline tenders are being invited from reputed agencies for supplying (a) Equipment (b) Laboratory Chemical, Glass-Plastic Ware, Filter Paper, consumable etc. on annual rate contract and (c) Expression of Interest (EOI) for swiping cleaning and maintenance of boys' & girls' hostel. For details please visit www.wbtenders.gov.in and www.ubkv.ac.in

Registrar (Actg.)

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্ট অফিস ঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন খ্যাতনামা সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৭২, তারিখ ঃ ২০.০৬.২০২৫। কাজের নাম ঃ তিন বছর সময়কালের জন্য মালদা ডিভিসনে মালদা টাউন, সাহিবগঞ্জ, ভাগলপুর ও জামালপুর-এর রানিং রুমের প্যাকেজ টাইপ, ভিআরএফ টাইপ এসি মেশিন সমূহের সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্যমানঃ ৬৩,২৪,৩৭০.৫০ টাকা। বায়নামূল্যঃ ১,২৬,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ থেকে ১৪.০৭.২০২৫-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশবোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে অফিস/মালদা। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MLD-92/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

যোগাযোগের ব্যাকবোনের জন্য ৪×৪৮ ফাইবার ওএফসি-এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২০, তারিখঃ ২০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নামঃ অনুমোদিত কবচ অঞ্চলের অন্তর্গত এইচডব্লিউএনও সেকশনের অন্তর্গত কাটিহার ডিভিশনের আলুয়াবাড়ি রোড (এইউবি)-শিলিগুড়ি জংশন (এসজিইউজে) (৭৭ আরকেএম) সেকশনে যোগাযোগের ব্যাকবোনের জন্য ৪×৪৮ ফাইবার ওএফসি-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৬,১৪,০৩,০৪৩.৯৮ টাকা, বায়নার ধনঃ ৪,৫৭,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ১৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রাধুনি এবং বেয়ারার আউটসোর্সিং

টেন্ডার নং. সি-এনএফআর-এইচকিউ-এসপিএলসিএটিজি-২-২০২৫ তারিখঃ ২০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ০১ (এক) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিশেষ ক্যাটারিং সেবার ব্যবস্থা করার হেতু এসিও/এইচকিউ/ মালিগাওঁএর অধীনে ০৪ (চার) জন রাধুনি এবং ১২ (বারো) জন বেয়ারার জন্যে আউটসোর্সিং। টেন্ডার রাশিঃ ৪৩,৭৭,০২৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮৭,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মুখ্য বাণিজ্যিক প্রবন্ধক/পিএম এণ্ড পিএস, মালিগাওঁ

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

E-tenders are invited for :
1) 1 (One) no. vehicle hired on monthly rate contract basis for the District Program Management U (DPMU), Office of the Member Secretary, DH&FWS, & The CMOH, Kalimpong (1st Call) (Last Date : 01.07.2025) within 03:30 PM.
2) Temporary and Contractual Engagement of 06 (Six) Security Guards (1st call) (Last date : 09-07-2025) within 05:00 PM.

For details visit : www.wbtenders.gov.in
The CMOH Office, Kalimpong
Email : cmohkalimpong1@gmail.com

Sd/-
CMOH & member Secretary,
DH & FW Samity, Kalimpong

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। পাওনা আদায়ে স্বস্তি লাভ। **বৃষ :** পরিবারের কোনও এক সদস্যের কূট চালে দাম্পত্যে অশান্তি। কাউকে পরামর্শ দিয়ে অপমানিত হতে পারেন। **মিথুন :** জমির মামলায় পারিবারিক সমস্যার সমাধান হবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। **কর্কট :** ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্থিক উন্নতির যোগ। পুরোনো সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ হতে পারে। **সিংহ :** চাকরিসূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। শৌখিন ব্যবসার সঙ্গে যুক্তদের প্রচুর সাফল্য মিলবে। **কন্যা :** আপনার কঠোর মানসিকতার জন্য শত্রুরা পরাস্ত হবে। কর্মপ্রার্থীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। **তুলা :** নতুন চাকরির সূত্রে বাইরে যেতে হতে পারে। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ সুগম হবে। **বৃশ্চিক :** কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। প্রয়োজনীয় কোনও কাজ সেরে রাখলে চাপ কমবে। **ধনু :** রাস্তার কোনও খাবার ভুল করেও ছোঁবেন না। দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। **মকর :** টাকাপয়সা আদায় নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বাড়বে। **কুম্ভ :** পরিবারে কোনও বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। পারিবারিক বিবাদ মেটার সম্ভাবনা। **মীন :** সংসারে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। নতুন ব্যবসায় আগ্রহ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৪ আষাঢ়, ২৫ জুন ২০২৫, ১০ আহার, সংবৎ ১৫ আষাঢ় বদি, ২৮ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২৪। বুধবার, অমাবস্যা অপরাহ্ণ ৪।২৬। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ১১।২৫। গণ্ডযোগ দিবা ৭।১৮ পরে বৃদ্ধিযোগ শেষরাত্রি ৪।৩৬। চতুষ্পাদকরণ প্রাতঃ ৫।২৬ গতে নাগকরণ অপরাহ্ণ ৪।২৬ গতে কিন্তুঘ্নকরণ রাত্রি ৩।৩৩ গতে ববকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।২৫ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, অপরাহ্ণ ৪।২৬ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি- ৮।১৮ গতে ৯।৫৯ মধ্যে ও ১১।৪০ গতে ১।২১ মধ্যে। কালরাত্রি - ২।১৮ গতে ৩।২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ - দিবা ৭।৪২ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৫৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৫ মধ্যে ১২।৩ গতে ১।২৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এটিএম লুটের গ্যাস কাটার উদ্ধার

অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২৪ জুন : কিছুদিন আগের ঘটনা। দুষ্কৃতীরা ময়নাগুড়িতে বৌলবাড়ির রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম লুট করে। দুইটি গ্যাস কাটার মেশিন দিয়ে বক্স কেটে টাকা নিয়ে চম্পট দেয় তারা। এতদিনে ওই ঘটনায় যুক্ত কয়েকজনকে ধরা হলেও ওই অপারেশনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র উদ্ধার করা যাচ্ছিল না। তবে ১১ দিন পর মঙ্গলবার একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার, গ্যাস কাটার ও এটিএমের টাকার ট্রে-র সন্ধান পেল ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের উলটো দিকের নয়ানজুলি থেকে ওই সামগ্রীগুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর অভিযুক্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ সমর্থ হলেও একজন এখনও পলাতক। ওই চারজনকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে লুটের ঘটনায় ব্যবহৃত সামগ্রীগুলির খোঁজ মিলেছে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষের কথায়, 'সমস্ত কিছুই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনায় যুক্ত বাকি এক অপরাধী সল্লু খানের তল্লাশি চলছে।

গত ১৩ জুন রাতে ওই এটিএম কাউন্টার কেটে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। ঘটনার পর দুষ্কৃতীরা বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। তদন্তে নেমে চারজনকে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। ধৃতরা হরিয়ানা, বিহার ও রাজস্থানের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে ১৫ লক্ষ টাকার উপরে পুলিশ উদ্ধার করতে পারলেও বাকি টাকা ও এক অপরাধী এখনও ফেরার।

ধৃত চারজনকে পুলিশ নিজেদের রিমান্ডে নিয়েছিল। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই ৫ কেজি ওজনের গ্যাস সিলিন্ডার, একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার, গ্যাস পাইপ সহ আরও কিছু জিনিস উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ তদন্তের পর জানায় যে, দুষ্কৃতীরা ঘটনার পর ময়নাগুড়ির দিকে আসছিল। পথে দোমোহানি মোড় দিয়ে দমকলকেন্দ্রের উলটো দিকে তাদের ব্যবহৃত সমস্ত সামগ্রী ফেলে দেয়। ধৃতদের ব্যবহৃত গাড়িটি পুলিশ বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের পাশ থেকে উদ্ধার করেছিল পুলিশ। নয়ানজুলির কাছে ওই স্থানেই সেই গাড়িটিরও নম্বর প্লেট বদলানো হয় বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশ অনুমান করছে।

তৎপরতা

ঘটনার ১১ দিন পর একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার, গ্যাসকাটার ও এটিএমের টাকার ট্রের হদিস

বৌলবাড়ি থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের উলটো দিকের নয়ানজুলিতে ছিল ওইসব সামগ্রী

দুষ্কৃতীরা ময়নাগুড়ির দিকে আসার সময় সামগ্রী সেখানে ছুড়ে ফেলে দেয় বলে জানিয়েছে পুলিশ

এটিএম লুটের ঘটনায় ব্যবহৃত সামগ্রী উদ্ধার পুলিশের।

আচমকা পরিদর্শনে সদর মহকুমা শাসক

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন : জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের ডাঙ্গা লাইনে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। মঙ্গলবার আচমকাই সেখানে পরিদর্শনে যান মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী।

সেখানে গিয়ে প্রাথমিক স্কুলের পাশাপাশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের মিড-ডে মিলের খাবার সহ পঠনপাঠনের বিষয়টি খতিয়ে দেখেন তিনি। রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়ার সঙ্গে সময়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলার পরামর্শ দেন। পড়ুয়াদের থেকে কবিতা শোনেন মহকুমা শাসক।

অন্যদিকে, ডেঙ্গুয়াঝাড় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবাও খতিয়ে দেখেন। ডেঙ্গি নিয়ে সচেতন করার পরামর্শও দেন। তমোজিৎ বলেন, 'এই ধরনের পরিদর্শন সবসময় হয়ে থাকে। সেভাবে কোনও সমস্যা চোখে পড়েনি।'

গেট মিটিং

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন : চা শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে মঙ্গলবার ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে চা শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরাম একটি গেট মিটিং করে।

প্রফুল্ল লাকড়া, রোহিত ওরাওঁ, সিরিল ওরাওঁ সহ জয়েন্ট ফোরামের নেতারা সেখানে বক্তব্য রাখেন। দ্রুত ন্যূনতম মজুরি চালু, দীর্ঘদিন ধরে বাগানে বসবাসকারীদের জমির পাট্টা প্রদান, চা শ্রমিকদের পিএফ, গ্র্যাচুইটি সহ একাধিক দাবি সেখানে উঠে আসে।

চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ায় রাজ্য সংস্থার সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। দ্রুত জ্বালানি প্রদান, বাগানের জঙ্গল পরিষ্কার, আবাস সংস্কার সহ বাগানের স্থানীয় সমস্যা নিয়ে বাগান ম্যানেজারকে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়।

বাবাকে নিগ্রহ

ময়নাগুড়ি, ২৪ জুন : ছেলের হাতে অত্যাচারিত বাবা! ঘটনাটি ময়নাগুড়ি ব্লকের ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্যাঁচাহাটি এলাকার। বাবা গোপাল রায়ের অভিযোগ, তাঁর ছেলে তাপস রায় বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুর করেন এবং বাড়ির আসবাবপত্র বাইরে বিক্রি করেন।

ঘটনা চরম আকার নেয় সোমবার। ওইদিন ওঁর ছেলে তাপস ওঁকে মারধর করার হুমকি দেয়। যদিও ছেলে সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

বৃদ্ধ তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সচেতনতা কর্মসূচি

চালসা, ২৪ জুন : নেশামুক্ত ভারত অভিযানে মঙ্গলবার বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি করা হল। এদিন মালবাজার ৪৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের এসএসবি-র উদ্যোগে চালসা গোলাই এলাকায় ওই বিশেষ কর্মসূচি হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মেটেলি থানার ট্রাফিক পুলিশকর্মী সহ এলাকার বাসিন্দারা। নেশামুক্ত ভারত অভিযানের অধীনে ওই কর্মসূচি চলতে থাকবে বলে জানা যায়।

টিফিনে বৃষ্টির জমা জলে শৈশব।। *একতিয়াশাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।*

চারা রোপণ করে বিক্ষোভ

ধাপগঞ্জ এলাকায় রাস্তা সংস্কারের দাবি এলাকাবাসীর

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন : কোথাও পিচের প্রলেপ উঠে গিয়েছে, কোথাও আবার পিচের প্রলেপ আজও পড়েনি। বৃষ্টিতে যাতায়াত করা দুর্বিষহ হয়ে উঠছে গড়ালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধাপগঞ্জ এলাকার রাস্তা দিয়ে। বারবার পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে প্রধানকে বিষয়টি জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার ধাপগঞ্জ মোড় থেকে গাঠিয়াপাড়া যাওয়ার রাস্তায় ধানের চারা রোপণ করে প্রতিবাদে শামিল হন এলাকাবাসী। এলাকাবাসী অমল রায়ের কথায়, 'রাস্তাটি আজও কাঁচা রয়েছে। বর্ষায় রাস্তাটিতে বেডমিশালি দিলেও চলাচলা করা যেত। আরও বৃষ্টি হলে এই রাস্তা যাতায়াত করার উপযোগী থাকে না। এত বছর ধরে কত পঞ্চায়েত গেল, আসল কিন্তু রাস্তার কোনও সুরাহা হল না। বাধ্য হয়ে বিক্ষোভ দেখালাম।'

যদিও এ ব্যাপারে গড়ালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাম্পি পারভিনকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমি বিষয়টি নিশ্চই ব্লকে জানাব। এছাড়া আলোচনা করে দেখা হবে কীভাবে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান করা যায়।' তবে শুধু ওই রাস্তা নয়, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ধাপগঞ্জ এলাকার আরও কয়েকটি রাস্তার বেহাল দশা।

ধাপগঞ্জ মোড় থেকে গাঠিয়াপাড়া যাওয়ার রাস্তায় গ্রামবাসী।

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ধাপগঞ্জ মোড় থেকে গাঠিয়াপাড়া পর্যন্ত, গোবিন্দ মোড় থেকে ধাপগঞ্জ কলোনি এবং পূর্ব বড়ুয়াপাড়া থেকে পরেশ মোড় পর্যন্ত সবমিলিয়ে প্রায় ৭-৮ কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা বেহাল। জলকাদা দিয়ে যাতায়াতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল রায়ের কথায়, 'আমাদের এলাকার এই রাস্তা ছাড়া বাকি দুটোতে কাজ হলেও ১ বছরেই বেহাল দশা। বাইক-সাইকেল নিয়ে চলাচলে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। অ্যাম্বুল্যান্সে রোগী নিয়ে যাওয়ার সময় প্রায় ৪-৫ কিমি বেশি ঘুরতে হয় বেহাল রাস্তার জন্য। এভাবে আর কতদিন চলবে?'

অন্যদিকে, ধাপগঞ্জ কলোনি যাওয়ার রাস্তা সহ পূর্ব বড়ুয়াপাড়া থেকে পরেশ মোড় যাওয়ার রাস্তায় বেরিয়ে আছে বোল্ডার। জায়গায় জায়গায় গর্ত। বৃষ্টির জল জমে আছে। টোটো ছাড়া সহজে কোনও গাড়ি ঢুকতে চায় না। স্থানীয় বাসিন্দা মালতি রায় বলেন, 'অনেক সময় চলতে গিয়ে গর্তে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। একাধিকবার ওই রাস্তাগুলোর সমস্যার কথা জানিয়ে শুধু আশ্বাস মিলেছে। বাস্তবে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করতে দেখা যায় না কাউকে।'

> রাস্তাটি আজও কাঁচা রয়েছে। বর্ষায় রাস্তাটিতে বেডমিশালি দিলেও চলাচল করা যেত। আরও বৃষ্টি হলে এই রাস্তা যাতায়াত করার উপযোগী থাকে না। এত বছর ধরে কত পঞ্চায়েত গেল আসল কিন্তু রাস্তার কোনও সুরাহা হল না।
>
> **অমল রায়**

চা শিল্পের উন্নয়নের নকশা তৈরিতে টি বোর্ডের সঙ্গে বৈঠক।

আমাতিপুজোয় মেতে গ্রামের কচিকাঁচারা

রাজগঞ্জ, ২৪ জুন : অম্বুবাচি মানেই যেন উৎসবের মেজাজ গ্রামে। বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় গেলেই চোখে পড়বে কচিকাঁচাদের উৎসাহ। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ও আমাতিপুজো করে। অম্বুবাচির কয়েকটা দিন গ্রামের কচিকাঁচারা রাস্তার ধারে মাটি দিয়ে ঠাকুর বানিয়ে আবির, ফুল, ফল, বেলপাতা, কচু গাছ এবং পাট গাছ দিয়ে পুজো করে।

মঙ্গলবার কোয়ালিগজ, পেলকুগছ, সন্তোষপাড়া, গিরানগছ, পাগলারহাট এলাকায় দেখা যায়, রাস্তার পাশে ছেলেমেয়েরা আমাতি ঠাকুর বানিয়েছে। এলাকার হাট বা বাজার থেকে ফেরার পথে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লটকা, খেজুর, জাম, লংকা, চকোলেট, বিস্কুট দিয়ে থাকেন। সন্ন্যাসীকাটা হাইস্কুলের ইতিহাসের প্রাক্তন শিক্ষক জ্যোতিষচন্দ্র রায় বলেন, 'আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আরও বেশি জাঁকজমকপূর্ণভাবে এই পুজো করা হত। বর্তমানে আধুনিকতায় গা ভাসিয়ে অনেকেই পুজো করছে না। এটা উত্তরবঙ্গ তথা রাজবংশী সমাজের একটি ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি। এটাকে ধরে রাখার দায়িত্ব সকলের।'

সেতুর জন্য বৈঠক

গয়েরকাটা, ২৪ জুন : ডায়না-জলঢাকা সেতু নির্মাণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছে ডুয়ার্সের বেশ কয়েকটি অরাজনৈতিক সংগঠন। সেতু নির্মাণের প্রকল্প রিপোর্ট (ডিপিআর) দ্রুত জমা করার দাবিতে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলা শাসকের সঙ্গে ওই সংগঠনগুলির একটি বৈঠক হয়। এই সেতু নির্মাণ হলে ডুয়ার্স ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে শিলিগুড়ির দূরত্ব প্রায় ৪০ কিলোমিটার কমবে।

চায়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৪ জুন : উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের উন্নয়নে আগামী ৫ বছরের নীল নকশা তৈরি করতে বৈঠক করল টি বোর্ড। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে আয়োজিত ওই বৈঠকে প্রথমে বড় বাগানগুলির কাছ থেকে তাদের মতামত আহ্বান করা হয়। পরে আলাদা করে বৈঠক হয় ক্ষুদ্র চা চাষিদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে।

টি বোর্ড জানিয়েছে, ষষ্ঠদশ অর্থ কমিশনের আওতায় টি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোমোশন স্কিমের মাধ্যমে চা শিল্পের জন্য কী ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন তা সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশীদারের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্যই এদিনের বৈঠক।

বড় চা বাগানগুলির বিভিন্ন বণিকসভার তরফে এদিন পুরোনো চা গাছ উপড়ে ফেলে নতুন গাছ রোপণ সহ ফ্যাক্টরির আধুনিকীকরণের জন্য বকেয়া থাকা ভরতুকি মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিপা)-এর চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসল বলেন, 'রপ্তানিতে উৎসাহ জোগাতে অর্থডক্স ক্যাটিগোরির চায়ের ক্ষেত্রে বাগানগুলিকে কিলো প্রতি ২৫ টাকা ও দার্জিলিংয়ের চায়ের ক্ষেত্রে সেখানকার বাগানগুলির জন্য কিলো প্রতি ৫০ টাকা ভরতুকি প্রদানের কথাও জোরালোভাবে জানানো হয়েছে।' সেচের ক্ষেত্রেও বড় বাগানগুলিকে ভরতুকি প্রদান এখন যে সময়ের চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটাও যাতে টি বোর্ড তাদের আগামী ৫ বছরের কাজের পরিকল্পনায় যুক্ত করে সেকথাও আলোচনায় উঠে আসে। বৈঠকে উত্তরবঙ্গের সবক'টি ক্ষুদ্র চা চাষিদের সংগঠনের যৌথ মঞ্চ ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফেও একাধিক দাবিদাওয়ার কথা জানানো হয়। মঞ্চের সভাপতি রজত রায় কার্জি বলেন, 'কাঁচা পাতার দাম যাতে বাড়ে এই বিষয়ে টি বোর্ডের যথোপযুক্ত পদক্ষেপ ছিল আমাদের অন্যতম মূল দাবি। এজন্য দ্রুত কাঁচা পাতার ন্যূনতম দাম বা মিনিমাম সাসটেনেবল প্রাইস ঠিক করে দেওয়ার পদ্ধতি তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়।'

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বর্তমানে ক্ষুদ্র চা চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা সমবায়গুলিকে হেক্টর প্রতি ১০ হাজার টাকা ভরতুকি প্রদানের যে নিয়ম চালু আছে পরবর্তী পরিকল্পনায় তা ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত ক্ষুদ্র চা চাষিকে যাতে দেওয়া হয় এমন নীতি তৈরির দাবি জানানো হয়েছে।

বৈঠকে ছিলেন টি বোর্ডের কলকাতার সদর কার্যালয়ের উপনির্দেশক রাকেশ কুমার, শিলিগুড়ি কার্যালয়ের উপনির্দেশক কমলচন্দ্র বৈশ্য, চা বণিকসভা আইটিপিএ-র কর্তা শুভঙ্কর মিত্তাল, টাই-এর উত্তরবঙ্গ শাখার সচিব সুমিত ঘোষ, চা শিল্পপতি দীপক বারেলিয়া, সতীশ মিক্রকা, টি বোর্ডের সদস্য সুরজিৎ পুরবক্সী, সুশীল বারেলিয়া, অশোক গোয়েল, চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের চিফ অ্যাডভাইজারি অফিসার ডঃ শ্যাম ভার্গিস প্রমুখ।

> রপ্তানিতে উৎসাহ জোগাতে অর্থডক্স ক্যাটিগোরির চায়ের ক্ষেত্রে বাগানগুলিকে কিলো প্রতি ২৫ টাকা ও দার্জিলিংয়ের চায়ের ক্ষেত্রে সেখানকার বাগানগুলির জন্য কিলো প্রতি ৫০ টাকা ভরতুকি প্রদানের কথাও জোরালোভাবে জানানো হয়েছে।
>
> **মহেন্দ্র বনসল,** চেয়ারম্যান
> টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন

জিলা স্কুলে ধুন্ধুমার, শিক্ষকদের হাতাহাতি

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন : স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন ঘিরে তুলকালাম হল জলপাইগুড়ির জিলা স্কুলে। সোমবার দুজন প্রতিনিধির নাম মনোনয়নকে ঘিরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী তৈরি হয়। তাঁদের মধ্যে বচসা বাধে। কথা কাটাকাটির মধ্যে স্কুলেরই এক শিক্ষিকা মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেন। তখন আচমকাই এক শিক্ষকের হাত তাঁর চোখে এসে লাগে। জখম হয়েছেন তিনি।

ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাড়ুই। তিনি বলেন, '২ জন শিক্ষকের নাম প্রস্তাবকে ঘিরে কীভাবে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হল তা বুঝতে পারছি না। একজন শিক্ষিকাও আহত হয়েছেন। তিনি চিকিৎসককে দেখিয়ে সেই মেডিকেল রিপোর্ট আমাকে জমা দিয়েছেন। বিষয়টি সিসিটিভি ফুটেজ দেখলে আরও স্পষ্ট হবে। তবে, ঘটনাটি সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। আমি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।' পাশাপাশি মেল করে ঘটনার কথা জেলা শাসককেও জানাবেন তিনি। আর জখম সেই শিক্ষিকা অর্পিতা ঘোষ জানিয়েছেন, তিনিও কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাবেন। বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসক শামা পারভিনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।

ওইদিন ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসেবে দুজন শিক্ষকের নাম প্রস্তাব করেছিলেন বেশ কয়েকজন শিক্ষক। আর সেই নামের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন আরও কয়েকজন শিক্ষক। এই ঘিরে একে অপরের দিকে বাক্যবাণ ছুড়ে দিতেই বচসা থেকে হাতাহাতি বেধে যায়। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রধান শিক্ষক বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক হিসেবে আমার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার কথা। কিন্তু কীভাবে শিক্ষিক-শিক্ষিকারা এধরনের আচরণ করল তা সত্যি বোধগম্য হচ্ছে না।'

জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল।

সার্ধশতবর্ষ পার করা জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে। এমন একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে একটি মিটিংকে ঘিরে স্কুল চত্বরেই ধুন্ধুমার কাণ্ডে ইতিমধ্যেই সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু করেছে। প্রাক্তনীদের অনেকেই সমালোচনা করেছেন।

কিলকোটে নতুন কমিটি চাইছেন তৃণমূল সমর্থিত শ্রমিকরা

চালসা, ২৪ জুন : মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানে এবার তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এল। ওই বাগানের বর্তমান তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নকে মানতে চাইছেন না বাগানের অন্য তৃণমূলের শ্রমিকরা। মঙ্গলবার সকালে বাগানের ফুটবল ময়দানে কিছু শ্রমিক এক সভার পর সে কথা প্রকাশ্যে জানান। তাঁদের অভিযোগ, বাগানের তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বর্তমান সভাপতি ও সম্পাদক কোনও কাজই করছেন না।

অবিলম্বে ওই কমিটি ভেঙে যাতে নতুন কমিটি করা হয় সেই দাবিও তোলা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বাগানের বিভিন্ন শ্রমিক মহল্লায় সভাও করা হবে বলে এদিন শ্রমিকরা জানান।

২০২৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কিলকোট চা বাগানে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের শাখা কমিটির তালিকা বাগান কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়। তারপর থেকেই বাগানের যাবতীয় কাজকর্ম করছে ওই কমিটি।

এদিন সভার পর বাগানের তৃণমূলের সমর্থক শ্রমিক সীতারাম ওরাওঁ বলেন, 'কিলকোট চা বাগানে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক ও সভাপতি দীর্ঘদিন ধরেই কোনও কাজ করছেন না। আমরা এই কমিটিকে চাই না।' একই মত দীনেশ মির্ধা সহ অন্য শ্রমিকদেরও।

কিলকোট চা বাগানের তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বর্তমান সভাপতি জিতেন ওরাওঁ বলেন, 'আমি যেদিন থেকে বাগানে কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছি, সকলকে নিয়েই কাজ করছি। এদিনও বাগানের শ্রমিকদের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে বাগানে গেট মিটিং করা হয়েছে।

বাগানের কিছু শ্রমিক কেন এই অভিযোগ করছে তা বুঝতে পারছি না।' পাশপাশি তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জোশেফ মুন্ডাও বিষয়টি শুনেছেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'বাগানের শ্রমিকরা যদি নতুন কমিটি চায় তা অবশ্যই করা হবে। এবিষয়ে বাগান শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলা হবে।'

ধোন্দাসিমলায় চালু ৬টি সৌর সেচপ্রকল্প

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৪ জুন : বছরে তিন ফসলি চাষ নিশ্চিত করতে মঙ্গলবার আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ধোন্দাসিমলায় একসঙ্গে ছয়টি সৌর সেচ প্রকল্প চালু করা হয়। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর সেগুলির উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, 'এই প্রকল্পের ফলে কৃষকরা গোটা বছর ধরে জল পাবেন। তাঁদের টাকারও সাশ্রয় হবে।' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জল সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরের আদমি প্রকল্পের মাধ্যমে কাজটি হয়েছে। গত ১৪ জুন পশ্চিম খয়েরকাটা ও ধূমপাড়াতে তিনটি সৌর সেচ প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে সেখানে মোট ১৯টি সৌর সেচ প্রকল্প হবে। বাকি ১০টি প্রকল্পের কাজ চলছে।

জল সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরের আদমি প্রকল্পের ডিস্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ সাত্যকি সেনগুপ্ত জানান, আংরাভাসা-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত সহ সম্পূর্ণ নাগরাকাটা ব্লকজুড়ে এখনও পর্যন্ত এধরনের ৩৭টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। একটি সৌর সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৫ বিঘা জমিতে জল দেওয়া সম্ভব। প্রত্যেকটি সৌর সেচ প্রকল্পের জন্য প্রায় ৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থানুকূল্যে আদমি প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পূর্ণ জেলাজুড়ে এই কাজ চলছে।

আংরাভাসা-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ডুয়ার্সের শস্য বলয় হিসেবে পরিচিত। কিন্তু জলের অভাবের জন্য তিন ফসলির জায়গায় এতদিন এক ফসলি চাষ হত। এখন সেচের বন্দোবস্ত হওয়ায় শাকসবজি সহ কৃষকরা অন্যান্য ফসলের চাষ করতে পারবেন। ফলে কৃষিনির্ভর ওই এলাকার অর্থনীতিতে বড়সড়ো বদল আসবে বলে অনেকে আশা করছেন। আগামী পাঁচ বছর সরকারের পক্ষ থেকে এই সৌর সেচ প্রকল্পগুলির রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বহন করা হবে। এর জন্য মঙ্গলবার দক্ষিণ ধোন্দাসিমলাতে ৬০ জন কৃষককে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এরপর থেকে ওই কমিটি দেখাশোনার কাজ করবে। এজন্য কৃষকরা নির্ধারিত হারে মাসিক চাঁদা দিয়ে কমিটির তহবিল গড়ে তুলবেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফুলেশ্বরী রায়, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মনসুর আলি, আংরাভাসা-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শান্তি ছেত্রী, সমাজসেবী প্রেম ছেত্রী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পের উদ্বোধন ও চাষিদের নিয়ে কমিটি গঠনের কাজ দক্ষিণ ধোন্দাসিমলায়।

> এই প্রকল্পের ফলে কৃষকরা গোটা বছর ধরে জল পাবেন। তাঁদের টাকারও সাশ্রয় হবে।
>
> **সঞ্জয় কুজুর**
> *সভাপতি, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতি*

টুকরো খবর

সংবর্ধনা

ময়নাগুড়ি, ২৪ জুন : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে সমিতি অফিসে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ব্রহ্মপুর এলাকায় বন্ধুকে খুন করে মাটির নীচে পুঁতে রাখার ঘটনায় ২ অভিযুক্তকে অসম থেকে গ্রেপ্তার করা এবং বৌলবাড়ি এটিএম লুটের ঘটনায় পুলিশের সাফল্যের কারণেই এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ময়নাগুড়ি গ্রাম থেকে শহরে বেআইনি মদ বিক্রি এবং জুয়ার আসর বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ করেছে ময়নাগুড়ি থানা। ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, 'আমরা এই কারণেই ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষকে মঙ্গলবার সমিতির অফিসে সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করি।'

পথসভা

ময়নাগুড়ি, ২৪ জুন : আগামী ৯ জুলাই কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের তরফে ডাকা সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ময়নাগুড়ি শহরের ট্রাফিক মোড়ে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রম কোড বাতিল, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারিকরণ বন্ধ করা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, সকলের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা এবং কৃষি ঋণ মকুব করার দাবিতে আগামী ৯ জুলাই সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই বনধ সমর্থনের জন্য এই পথসভার আয়োজন করা হয়।

বিদায় অনুষ্ঠান

ক্রান্তি, ২৪ জুন : মঙ্গলবার কৈলাসপুর চা বাগানের দুই প্রবীণ চা শ্রমিক শুক্রু টোপ্পো এবং ধর্ম মুন্ডাকে অবসরগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিদায় জানানো হয়। সমগ্র চা বাগানের শ্রমিকরা একত্র হয়ে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে এই বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। চা বাগান প্রাঙ্গণে ঢোল-নাগাড়ার আওয়াজ, ফুলের মালা, সিঁদুর টিকা ও আবির-রঙে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। নাচগানের মাধ্যমে তাঁরা প্রিয় সহকর্মীকে বিদায় জানান।

স্মারকলিপি

ময়নাগুড়ি, ২৪ জুন : মঙ্গলবার দুপুরে কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টির পক্ষ থেকে ময়নাগুড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিককে ৭ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। জমির ওপর দিয়ে গ্যাসলাইনের পাইপ নিয়ে যাওয়ার ফলে ক্ষতিপূরণ প্রদান, দালালদের খপ্পরে পড়ে মানুষের হয়রানি বন্ধ করা সহ একাধিক দাবি এদিন স্মারকলিপিতে পেশ করা হয়।

তৃণমূলের সভা

মানিকগঞ্জ, ২৪ জুন : খারিজা বেরুবাড়ি-১ অঞ্চল তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে ঘুঘুডাঙ্গা বাজারে মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২১ জুলাই কলকাতার ধর্মতলার সমাবেশ সফল করতে ও কালীগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে জয়লাভের জন্য ওই মিছিল ও পথসভার আয়োজন করা হয়েছে।

কর্মসূচি

মৌলানি, ২৪ জুন : মঙ্গলবার ক্রান্তি ব্লকের মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মাটিয়ালিতে তৃণমূল কংগ্রেসের 'তোমার ঠিকানা উন্নয়নের নিশানা' কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দলের ক্রান্তি ব্লক সভাপতি মহাদেব রায় বলেন, 'বাড়ি বাড়ি গিয়ে দলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলো সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। ব্লকজুড়েই চলছে এই কর্মসূচি।'

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে।। *গজলডোবায় ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির অরিজিৎ ভট্টাচার্য।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ডামডিম কাণ্ডের মূল পান্ডা গ্রেপ্তার

মালবাজার, ২৪ জুন : নির্জন জায়গা থেকে বন্দুক, গুলি, নগদ সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার জেলা আদালত দুজনকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়। ধৃত দুজন ডামডিম কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এদের মধ্যে একজন এই ঘটনার মূল পান্ডা। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'ডামডিম কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্তকে আমরা ধরতে পেরেছি। দেশি বন্দুক, টাকা নিয়ে ওরা কোথায় যাচ্ছিল, তা দেখা হচ্ছে।'

গত বছর ডিসেম্বরের শেষে ডামডিম নীচু বাজারে মাদকচক্রের খবর পায় পুলিশ। খবর পেয়ে মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিকের নেতৃত্বে এক বিশাল পুলিশবাহিনী নীচু বাজারের মহম্মদ রহিমের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়। সেই সময় ওই বাড়ি থেকে নেশা জাতীয় জিনিসপত্র সহ বন্দুক উদ্ধার হয়। বাড়ির কর্তা মহম্মদ রহিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু পুলিশ ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পারে, এই ঘটনার মূল পান্ডা বাড়ির ছেলে মহম্মদ রহিত। ঘটনার পর রোহিত গা-ঢাকা দিয়েছিল। রহিতকে খুঁজতে অনেকদিন ধরেই চেষ্টা চালানো হচ্ছিল। সেইমতো সোমবার রাতে পুলিশি টহল চলাকালীন গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে মাল থানা এলাকার নির্জন স্থান থেকে মোটর সাইকেল সমেত মহম্মদ রহিত ও তার সহচর ওদলাবাড়ির বাসিন্দা বিশ্বজিৎ রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর তাদের কাছ থেকে একটি বন্দুক, একটি গুলি ও একটি ধারালো অস্ত্র সহ ৮০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়।

সোমবার মধ্যরাতে গ্রেপ্তারের পর দুজনকে মঙ্গলবার সকালে সিজেএম আদালতে তোলা হয়। এদেরকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। গত ডিসেম্বরে এই ঘটনায় ধৃত মহম্মদ রহিম এখনও ছাড়া পায়নি। তাকেও জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এর আগে গত মাসে ওদলাবাড়ি এলাকা থেকে একটি দেশীয় বন্দুক উদ্ধার হয়েছিল। এভাবে বন্দুক উদ্ধারের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। আগে এইসব এলাকায় মাদক দ্রব্য পাওয়া যেত। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হওয়ায় স্বভাবতই মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

চলছে তদন্ত

- ডামডিম কাণ্ডে মূল পান্ডা মহম্মদ রহিত গ্রেপ্তার
- রহিতের সহচর বিশ্বজিৎ রায়ও গ্রেপ্তার
- এদের দুজনেরই ১৪ দিনের জেল হেপাজত হয়েছে
- বন্দুক, গুলি, ধারালো অস্ত্র, নগদ উদ্ধার

অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার দুই দুষ্কৃতী। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

এক রাতের বৃষ্টিতে জলমগ্ন স্কুল

পড়াশোনা শিকেয় বাসুসুবা হাবিবউদ্দিন স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৪ জুন : বৃষ্টি হলেই ডুবে থাকে ক্রান্তি ব্লকের উত্তর বাসুসুবা হাবিবউদ্দিন স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সোমবার রাতের বৃষ্টিতেও জল ঢুকল ওই স্কুলে। ফলে শিকেয় উঠল পড়াশোনা। স্কুলে এসেও স্কুল চত্বরে জল জমে থাকায় বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন করাতে পারলেন না শিক্ষকরা। প্রতি বছর বর্ষা এলেই একই ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে ওই স্কুলের অভিভাবকদের মধ্যে। প্রশাসন স্কুলের এই অবস্থা জানার পরও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলেও অভিযোগ। যদিও মাল দক্ষিণ মণ্ডলের বিদ্যালয় পরিদর্শক সঞ্জীবকুমার সেনের মুখে অন্য সুর। তাঁর বক্তব্য, 'বিষয়টি নিয়ে লিখিত অভিযোগ এলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

গত কয়েক বছর ধরে বর্ষার শুরুতেই একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ওই স্কুলটিতে। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্কুলে মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ৬৬। বিদ্যালয়ে মোট চারজন শিক্ষক রয়েছেন। পাশাপাশি গত কয়েক বছর ধরে বর্ষায় তিস্তায় জল বাড়লেও বিদ্যালয় চত্বর জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সোমবার রাত থেকে পাহাড়েও ভারী বৃষ্টি হয়েছে। ফলে জল বেড়েছে তিস্তায়। আর সেই জলও উপচে পড়ছে এই বিদ্যালয় চত্বরে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তীর্থপ্রতিম দেবের কথায়, 'প্রতিদিনের মতো এদিনও বিদ্যালয়ে হাজির হয় পড়ুয়ারা। সময় মতন স্কুল চত্বরে শিক্ষকরাও হাজির হন। কিন্তু স্কুল চত্বরে হাঁটুসমান জলে আর কেউ বিদ্যালয়ের ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি।'

স্কুলে গিয়ে দেখা গেল, কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ওই জলের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। জল থইথই করছে পুরো স্কুলে। ক্লাসরুম থেকে টিচার্স রুম বাদ পড়েনি কিছুই। মিড-ডে মিলের ঘরও জলে ডুবে। ফলে মিড-ডে মিলও এদিন বন্ধ ছিল বলে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী পড়ুয়া জিনিয়া আরফিন আখতার, চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী রিমি রাশিদা বানুরা জানায়, স্কুলে জল থাকায় অনেক সময় সাপ বিদ্যালয়ের ভিতরে ঢুকে যায়। বছরের অন্য সময় স্কুলে এলেও, বর্ষায় তাদের স্কুলে আসতে ইচ্ছে করে না।

অভিভাবক জিয়ারুল হক, ফজলুল হকরা জানিয়েছেন, গত কয়েক বছর ধরে বর্ষায় একই পরিস্থিতি। শিক্ষক-পড়ুয়ারা বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন করতে চাইলেও জল থাকায়, স্কুল বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্থানীয়দের দাবি, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রশাসনের বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তীর্থপ্রতিম বলেন, 'বিষয়টি বিদ্যালয় পরিদর্শককে জানানো হয়েছে।'

আগামীতে বিদ্যালয়ের এই সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে নামা হবে বলে জানিয়েছেন অভিভাবকরা। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নন্দিতা রায় মল্লিকের কথায়, 'বিদ্যালয় ভবনটি যখন তৈরি হয়েছিল তখন তার ভিত অনেকটাই নীচু করা হয়েছিল। এখন মাটি ফেলে বিদ্যালয় উঁচু করার চেষ্টা করা হলেও ভিত নীচু থাকায় তা সম্ভব নয়। কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়, সেই চেষ্টা চলছে বলে জানান নন্দিতা রায় মল্লিক।

জলমগ্ন স্কুল চত্বর, বন্ধ পঠনপাঠন। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

যা সমস্যা

- সোমবার রাতের বৃষ্টিতে জল ঢুকল স্কুলে
- ফলে শিকেয় উঠল পড়াশোনা
- বর্ষায় তিস্তায় জল বাড়লেই স্কুল চত্বর জলমগ্ন হয়ে পড়ে
- স্কুলে জল থাকায় অনেক সময় সাপ স্কুলে ঢুকে যায়

বর্ষায় জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে দুর্ভোগ

মৃত্যুফাঁদ দুই রাস্তায়, বাড়ছে আতঙ্ক

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ২৪ জুন : ক্রান্তি ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ দুই রাস্তা ক্রান্তি মোড়-ক্রান্তি রাজ্য সড়ক এবং ক্রান্তি-গজলডোবা ক্যানাল রোড দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। ফলে বাসিন্দাদের ভোগান্তি বাড়ছে। বর্ষা শুরু হতে না হতেই দুটো রাস্তার কঙ্কালসার দশা বেরিয়ে পড়েছে। দুই রাস্তাতেই অতিরিক্ত পরিমাণে ভারী যানবাহন চলাচলই রাস্তার এই দশা বলে মনে করছেন বাসিন্দারা। দুটো রাস্তায় বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে পথচারী থেকে বাইক আরোহীদের ক্রমাগত দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হচ্ছে। মাত্র ৪ বছর আগে তৈরি হওয়া দুটো রাস্তার এই অবস্থায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মাঝেমধ্যে তাপ্পি দিয়ে সড়ক দুটো সংস্কারের ব্যবস্থা করা হলেও নতুন করে তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। রাস্তা দুটোর সংস্কারের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়। ক্রান্তি ব্লকের বিডিও রিমিল সোরেন অবশ্য বলেন, 'বিষয়টি পূর্ত দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে।'

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মাত্র ৪ বছর আগে দুটো রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অথচ দুটো রাস্তারই বর্তমানে বেহাল দশা। ওই রাস্তা দিয়েই সারাদিন ছোট-বড় অসংখ্য যানবাহন যাতায়াত করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কার্যত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। ক্রান্তির বাসিন্দা কিশোর বিশ্বাসের অভিযোগ, 'রাজ্য সড়ক এখন মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। গোটা রাস্তায় পিচের চাদর উঠে গিয়ে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে হামেশাই দুর্ঘটনা ঘটছে রাস্তায়।'

রাজ্য সড়কটি নির্মাণের দুই বছরের মধ্যেই কার্যত পিচ উঠতে শুরু করেছিল। মাঝে তাপ্পি দিয়ে কিছুটা সংস্কারের চেষ্টা করা হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটাও সম্ভব নয়। নতুন করে সংস্কার করা ছাড়া গতি নেই। রাজাডাঙ্গার বাসিন্দা অনিল রায়ের কথায়, 'ক্যানাল রোড দিয়ে এখন আর যাতায়াত করার মতো পরিস্থিতি নেই। অতিরিক্ত যানবাহন বিশেষ করে ভারী গাড়ি চলাচলের ফলে এই অবস্থা।'

রাস্তা দিয়ে স্কুল থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অফিস, গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র সবকিছুতেই যেতে হয় বাসিন্দাদের। রাস্তা দুটোর বেহাল দশায় দুর্ভোগ বাড়ছে গ্রামবাসীদের মধ্যে।

খানাখন্দে ভরা ক্রান্তি মোড়-ক্রান্তি রাজ্য সড়ক। -সংবাদচিত্র

বাড়ছে উদ্বেগ

- বর্ষার শুরুতেই দুটো রাস্তার কঙ্কালসার দশা বেরিয়ে পড়েছে
- দুটো রাস্তায় বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে
- মাঝে তাপ্পি দিয়ে কিছুটা সংস্কারের চেষ্টা করা হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটাও সম্ভব নয়
- ৪ বছর আগে তৈরি দুটো রাস্তার এই অবস্থায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

জমা জলে ভোগান্তিতে কাঞ্চন বস্তি

মালবাজার, ২৪ জুন : বর্ষায় নদী ও ঝোরাতে জলের স্তর বাড়ছে। সেই সঙ্গে বর্ষার জল জমে সমস্যায় পড়েছেন বিভিন্ন এলাকার মানুষ। জমা জলে দুর্ভোগে বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওয়াশাবাড়ি চা বাগানের কাঞ্চন বস্তির মানুষ।

ওয়াশাবাড়ি চা বাগানের উত্তরপ্রান্তে কালিম্পং জেলার পাহাড়ি এলাকা লাগোয়া কাঞ্চন বস্তির বাসিন্দারা সমস্যায়। পাহাড়ে বৃষ্টি হলে ছোট ছোট ঝোরা দিয়ে নীচে জল নেমে আসে। যেহেতু ঝোরার জলধারণ ক্ষমতা কম, সেজন্য সেই জল বস্তির মধ্যে প্রবেশ করে যায় সহজেই। নিকাশি ব্যবস্থা ভালো না হওয়ায় বর্ষায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে রাস্তা, খেলার মাঠ। এমনকি ঘরের মধ্যে পর্যন্ত জল ঢুকে যায়। এতে সাধারণ মানুষ থেকে স্কুল পড়ুয়াদের সমস্যা হয়।

এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা শিবাশর্মা রোশন থাপা বলেন, 'আমাদের এই সমস্যা বহু পুরানো। বহু মহলে আবেদন করেও ফল হয়নি। ফলে বর্ষায় মারাত্মক সমস্যায় পড়তে হয় আমাদের। অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধান করা উচিত।'

এনিয়ে বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পুনম লোহার বলেন, 'কাঞ্চন বস্তির সমস্যা পুরানো। পঞ্চায়েত থেকে ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে সমস্যা মেটাতে উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

১২ দফা দাবি

বেলাকোবা, ২৪ জুন : রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলে রেগুলেটেড মার্কেট অথরিটির হাটের উন্নয়নের স্বার্থে জলপাইগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটের সম্পাদকের কাছে ১২ দফা দাবি জানাল বেলাকোবা বটতলা মার্কেট হাট কমিটি। কমিটির সভাপতি নকুল গুহ জানালেন, দীর্ঘদিন ধরে একাধিক সমস্যায় রয়েছেন হাট ব্যবসায়ীরা তাই এদিন ১২ দফা দাবি জানানো হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে- যারা লাইসেন্স ছাড়াই হাট করছে তাদের ১০ দিনের মধ্যে লাইসেন্স করতে হবে, হাটের শেডের নির্মাণ, বাইরের বিক্রেতারা যাতে না আসে, হাটে অবাধে গোরুর বিচরণ বন্ধ ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটের সেক্রেটারি দেবাঞ্জন পালিত বলেন, 'বেলাকোবা বটতলা মার্কেট হাট কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন পেয়েছি। আমরা তাঁদের দাবিগুলি নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেব।'

ভারী বৃষ্টিতে ভোগান্তি ক্রান্তিতে।

জলমগ্ন ক্রান্তি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ২৪ জুন : সোমবার রাত থেকে পাহাড়ে ভারী বৃষ্টি ও তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ায় ফের জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি ও চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ১০০ পরিবার জলমগ্ন। প্রশাসনের তরফে জলমগ্ন পরিবারগুলোকে এখনও কোনও ত্রাণ দেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে

> যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন তৈরি রয়েছে।
>
> **নন্দিতা রায় মল্লিক**
> *প্রধান, চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত*

পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

এদিন পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির জেরে মঙ্গলবার সকাল থেকে জল বাড়তে থাকে। তিস্তা নদী সংলগ্ন ক্রান্তি ব্লকের সাহেববাড়ি, দোলাইগাঁও, রায়পাড়া, মাস্টারপাড়া, বাসুসুবা এলাকার বহু বাড়িতে এদিন জল ঢুকে যায়। ফলে তাঁরা বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়েছেন। বাসুসুবা এলাকার বাসিন্দা জগদীশ রায়, সত্যজিৎ সেনরা জানিয়েছেন, পাহাড়ে একটু ভারী বৃষ্টি হলেই গোটা গ্রাম জলের নীচে চলে যায়। চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নন্দিতা রায় মল্লিক বলেন, 'যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন তৈরি রয়েছে।'

তবে সন্ধ্যার পর থেকে জল কমতে শুরু করেছে তিস্তা নদীতে। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, পাহাড়ে মঙ্গলবারও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পাহাড়ে ভারী বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি কোনদিকে গড়ায় তা নিয়েই এখন চিন্তা প্রশাসনের। এলাকায় যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে বলে ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে।

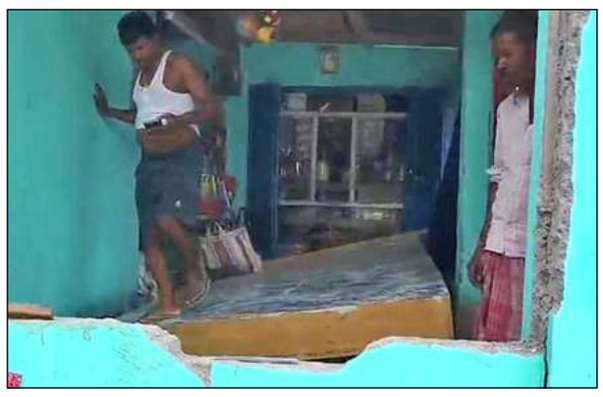

হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

দাঁতালের তাণ্ডবে ভাঙল দোকান

নাগরাকাটা, ২৪ জুন : দাঁতালের তাণ্ডবে দোকান-বাড়ি গুঁড়িয়ে গেল। হাতিটি সোমবার গভীর রাতে নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব চালায়। তিনটি দোকান ও একটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সোমবার রাত ১২টা নাগাদ গরুমারার জঙ্গল থেকে একটি হাতি বামনডাঙ্গার বিচ লাইনে ঢুকে পড়ে। সেটি এডওয়ার্ড এক্কা নামে এক শ্রমিকের বাড়িতে প্রথমে হামলা চালায়। রান্নাঘরে মজুত রাখা চাল, ডাল, সবজি খেয়ে ফেলে।

এরপর সেটি একে একে মহাবীর সাউ, বীরেন সাউ ও চমচম ওরাওঁ নামে তিনজনের দোকানে হানা দেয়। দোকানের দেওয়াল, শোকেস থেকে শুরু করে সবকিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সম্প্রতি হাতির হানায় এলাকার ব্যবসায়ীদের ঘুম উড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী বীরেন সাউ বলেন, 'চকোলেট, পানমশলা, আচার কোনওকিছুই হাতিটি বাদ দেয়নি।

বামনডাঙ্গা বাগান

প্রচুর জিনিসপত্রর ক্ষতি হয়েছে। নতুন করে মালপত্র কেনার পুঁজি আমার নেই।'

হাতির গতিবিধির ওপর সর্বদা নজর রাখা হচ্ছে বলে বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজল দে জানিয়েছেন।

শাস্তি দাবি

মালবাজার, ২৪ জুন : ডুয়ার্সের মাল মহকুমায় দেখা দিয়েছে প্রতারণার নতুন স্কিম। প্রলোভনে পড়ে ঋণের জালে জর্জরিত বিভিন্ন চা বাগানের কয়েকশো আদিবাসী মহিলা। প্রতারকের কঠোর শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার থানার দ্বারস্থ হয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। এদিন নেওড়া চা বাগানের ৫৪ জন মহিলা মাল থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

নাগেশ্বরী চা বাগানের জয় চিকবড়াইকের সংস্থা বাগানের মহিলাদের নানা ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে, মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানিগুলোর থেকে ঋণ তুলেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় অংশের অর্থ আত্মসাৎও করা হয়েছে। ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে সেই সংস্থার মালিক জয় চিকবড়াইক সহ নানা কর্মী।

ছোট্ট তারা

জুনায়েদ আলি মেটেলি ব্লকের বগিলাধুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া। পড়াশোনার পাশাপাশি সে আঁকা ও আবৃত্তিতে পারদর্শী।

কালভার্ট সংস্কারের জোরালো দাবি

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন : করলা ভ্যালি চা বাগান সংলগ্ন অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বড়লাইন থেকে চড়কডাঙ্গি সংযোগকারী কালভার্টটি দুই বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রশাসনের আশ্বাস সত্ত্বেও কালভার্ট সংস্কারের কাজ একচুলও এগোয়নি বলে অভিযোগ। এর ফলে এলাকার ৪০ থেকে ৫০টি পরিবার খুবই সমস্যায় পড়েছে। সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে।

যে বিলের ওপর কালভার্টটি রয়েছে, সেই বিলের জলের ধাক্কায় কালভার্টের অ্যাপ্রোচ রাস্তাটি ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের উদ্যোগে এই রাস্তায় বালির বস্তা এবং মাটি দিয়ে চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টিতে এবং বিলে জলস্তর বাড়ায় রাস্তাটা একটু একটু করে ধসে যাচ্ছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে বহুবার কালভার্ট সংস্কারের দাবি জানানো হলেও কোনও কাজের কাজ হয়নি। এই রাস্তায় কোনও পথবাতি নেই। একটি বাতি লাগানো হলেও সেটি পাঁচ মাস ধরে খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। ভাঙা কালভার্ট ও পথবাতিহীন পথে প্রতিদিন মানুষজনদের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হচ্ছে।

সংস্কার হয়নি বড়লাইন থেকে চড়কডাঙ্গি সংযোগকারী এই কালভার্টটি।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা রুবিনা মুন্ডা বলেন, 'আমরা প্রধান, বিডিও এবং জেলা শাসককে কালভার্টটি সংস্কারের জন্য জানিয়েছিলাম। আলোর অভাবে রাতে চলাচলের অসুবিধার কথাও জানিয়েছি। প্রধান জানিয়েছেন টেন্ডার হয়েছে। এরপর তিন মাস পেরিয়ে গিয়েছে। এখনও কালভার্ট সংস্কার হয়নি বা আলো লাগানো হয়নি।' অন্যদিকে, আলো না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডল বলেন, 'পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় আলো লাগানোর কাজ চলছে। ওই এলাকাতেও দ্রুতই আলো বসবে।' খুব তাড়াতাড়ি কালভার্টটি সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলে জলপাইগুড়ি সদর বিডিও মিহির কর্মকার জানিয়েছেন।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে কেনাকাটা। মঙ্গলবার সিউড়িতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

হিন্দু ভোটে তথ্যে গরমিল

বুথ ও ভোটপ্রাপ্তি নিয়ে বিভ্রান্তি বিজেপির অন্দরে

কলকাতা, ২৪ জুন : কালীগঞ্জে হিন্দু প্রধান বুথের হিসেব নিয়েই গরমিল বিজেপিতে। ফল বেরোনোর পর কালীগঞ্জের হিন্দু ভোটের ৭৩ শতাংশ পেয়েছে বলে দাবি করেছে বিজেপি।

সেই অঙ্কে মোট হিন্দু প্রধান বুথের সংখ্যা উল্লেখ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, ১০৯টি হিন্দু প্রধান বুথের মধ্যে ১০৮টিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি। শুভেন্দুর সেই দাবির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মঙ্গলবার বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য দাবি করলেন কালীগঞ্জে ১০৫টি হিন্দু প্রধান বুথের মধ্যে ১০২টিতে জয়ী বিজেপি। হিন্দু বুথ ও ভোটপ্রাপ্তির নিয়ে বিজেপির নিজের দেওয়া তথ্যে এই গরমিলের জন্যই বিজেপির দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তৃণমূল।

সোমবার সন্ধ্যায় নিজাম প্যালেসে কালীগঞ্জের ভোটের ফলের অন্তর্তদন্তে নেমে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হিন্দু প্রধান বুথের সংখ্যা নিয়ে দাবির সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতা তথা দলের আইটি সেলের কর্ণধার অমিত মালব্যর এদিনের এক্স হ্যান্ডেলের পোস্ট মিলছে না। এদিন অমিত মালব্য দাবি করেছেন, ৭০ শতাংশের বেশি হিন্দু জনসংখ্যা রয়েছে এমন ১০৫টি বুথের মধ্যে ১০২টিতে বিজেপি জয়ী। ৫০ শতাংশের বেশি হিন্দু ভোটার সম্পন্ন বুথে দলের শক্তি আগের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫০

> ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে ৫৪ শতাংশ হিন্দু ভোট এক হয়েছে। ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোট এক করতে পারলে রাজ্যে বিজেপির সরকার নিশ্চিত।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

শতাংশের বেশি মুসলিম ভোটার সমৃদ্ধ বুথের একটিতেও বিজেপি জিততে পারেনি। ২০২১ ও ২০২৪-এর তুলনায় হিন্দু ভোট একজোট হওয়া লক্ষ্যে আরও এগিয়েছে বিজেপি। সর্বশেষ কালীগঞ্জ নির্বাচনে ৭৪ শতাংশ হিন্দু ভোট একজোট করা গিয়েছে।

তবে কালীগঞ্জের হিন্দু বুথ ও হিন্দু ভোট নিয়ে যে বিভ্রান্তি থাকুক না কেন, এই নির্বাচনের ফল থেকে এটা স্পষ্ট যে, ২০১৯ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে হিন্দু ভোট একজোট করার লক্ষ্যে এর আগেও এত বড় সাফল্য পাওয়া যায়নি। ২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে পরিবর্তন করতে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ বিজেপির লক্ষ্য। সেই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেছেন, '২০২৪-এর লোকসভা ভোটে ৫৪ শতাংশ হিন্দু ভোট এক হয়েছে। ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোট এক করতে পারলে রাজ্যে বিজেপির সরকার নিশ্চিত।' কালীগঞ্জের ভোটে এর আগে বিজেপির সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্তি ছিল ৪২ শতাংশ। এবার সেখানে বিজেপি পেয়েছে ৭৩ শতাংশ হিন্দু ভোট।

মালব্যর দাবি

- ১০৫টি বুথের মধ্যে ১০২টিতে বিজেপি জয়ী
- ৫০ শতাংশের বেশি হিন্দু ভোটার সম্পন্ন বুথে দলের শক্তি আগের থেকে বেড়েছে
- ২০২১ ও ২০২৪ সালের তুলনায় হিন্দু ভোট একজোট হওয়ার লক্ষ্যে আরও এগিয়েছে বিজেপি
- কালীগঞ্জ নির্বাচনে ৭৪ শতাংশ হিন্দু ভোট একজোট করা গিয়েছে

এই পরিসংখ্যানকে হাতিয়ার করেই '২৬-এর ভোটে সুদিন ফেরার আশায় বিজেপি। তবে বিজেপির এই হিন্দু ভোটের তত্ত্ব খারিজ করে তৃণমূলের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'আমরা তো আগেই বলেছিলাম, বিজেপির হিন্দু ভোটের এই তত্ত্ব ভিত্তিহীন। রাজনৈতিক স্বার্থেই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এই প্রচার করছে বিজেপি। কালীগঞ্জের মতো একটি বিধানসভাতেই যদি হিন্দু বুথের সংখ্যা নিয়ে দলে নানামুনি নানা মত হয় তাহলে প্রকৃত ঘটনা বুঝতে বাকি থাকে না। আসল কথা কালীগঞ্জে বিজেপি শুধু হারেনি। ওদের শক্তি ক্ষয়ও হয়েছে। সেই সত্য ধামাচাপা দিতেই হিন্দু বুথে জয়ের দাবিকে সামনে এনে মেরুকণের রাজনীতিকে উসকে দিতে চাইছে বিজেপি।'

জয়েন্টের ফলপ্রকাশে 'ওবিসি জট'

কলকাতা, ২৪ জুন : ওবিসি জটে আটকে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলপ্রকাশ। এমনটাই মনে করছে রাজ্যের শিক্ষা মহল। কিন্তু দুশ্চিন্তা কাটছে না পরীক্ষার্থীদের। চলতি বছরের ২৭ এপ্রিল পরীক্ষা হলেও এখনও ফলপ্রকাশের কোনও খবর নেই বোর্ডের তরফে। তবে পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড সূত্রে খবর, ফলপ্রকাশের তারিখ জানানো হবে শীঘ্রই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক পার্থপ্রতিম রায় জানিয়েছেন, ওবিসি মামলায় হাইকোর্ট অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়ায় এখনও পর্যন্ত সিট ম্যাট্রিক্স প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষা মহলের একাংশের মত, ওবিসি জট থাকা সত্ত্বেও যেভাবে রাজ্যের স্নাতক কলেজে ইতিমধ্যেই ভর্তি শুরু হয়েছে, সেভাবেই রাজ্য জয়েন্টের ফলপ্রকাশ করা যেতে পারে।

কল্যাণের জামিন

কলকাতা, ২৪ জুন : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি'র মামলায় জামিন পেলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন।

জনগণনার কাজে বেকাররা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ জুন : কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে সরকারি চাকরির সুযোগ দিন-দিন কমছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের প্রস্তাবিত জনগণনার কাজে অস্থায়ীভাবে ৫০ হাজারের কাছাকাছি কর্মহীনের কাজের সুযোগ আসতে চলেছে। খুব শীঘ্রই দেশে জনগণনার কাজ শুরু হবে। অন্যান্য বারের চেয়ে এবার এই গণনার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। কারণ, এবার জনগণনার পাশাপাশি চলবে জাতগণনাও। জাতগণনাকে কেন্দ্র

প্রাধান্য দিলেও ইতিমধ্যেই দেশের বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে এই নিয়ে নানান অভিযোগ তোলা হয়েছে।

কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশে জনগণনার কাজে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হবে। যাঁরা অস্থায়ীভাবে এই কাজ করবেন, মাসে তাঁদের আয় হবে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। মঙ্গলবার দিল্লি সূত্রের খবর, এই নিয়োগের ব্যাপারে সব রাজ্যে প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে। সূত্রের খবর, যাঁদের এই কাজে নিয়োগ করা হবে তাঁদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমতুল হতে হবে। যেহেতু এবার জনগণনার কাজ হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে, সেই কারণে প্রার্থীদের মোবাইল ও ডিজিটাল কাজে সড়গড় হতেই হবে। কলকাতায় 'সেনসাস' অফিস সূত্রের খবর, এই কাজে যাঁরা সুযোগ পাবেন তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। জনগণনার কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদনকারী অতিরিক্ত সুবিধা পাবেন এব্যাপারে।

এমনিতে প্রতি দশ বছর অন্তর দেশে জনগণনা হওয়ার কথা। সেদিক থেকে ২০২১ সালেই দেশে গণনার এই কাজ বকেয়া হয়ে যায়। কিন্তু দেশে ওই সময় কোভিড পরিস্থিতির কারণে জনগণনার কাজ শুরু হতে পারেনি। তারপরও কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর চলতি বছরে কেন্দ্র দেশে জনগণনা ও জাতগণনার কাজ একসঙ্গে করার সিদ্ধান্ত নেয়। দেশজুড়ে অনলাইন সমীক্ষার ওপর ভরসা করেই কেন্দ্র এবার এই কাজে এগোতে চাইছে। সেই জন্যই অস্থায়ী 'পার্ট টাইম' এই কাজে নিযুক্তদের ডিজিটাল ও মোবাইল ব্যবহারে বিশেষ দক্ষতা থাকার কথা বলা হচ্ছে।

মমতার সাক্ষাৎ

কলকাতা, ২৪ জুন : সোমবার বিধানসভায় বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের হাতাহাতি বেধে গিয়েছিল। তখন মহিলা নিরাপত্তারক্ষী সহ ১৪ জন জখম হয়েছিলেন। মঙ্গলবার বিধানসভায় গিয়ে ওই কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বন্যা নিয়ে মমতার নিশানায় কেন্দ্র

কলকাতা, ২৪ জুন : কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির জন্যই উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যাপ্লাবিত হচ্ছে। একই কারণে দক্ষিণবঙ্গেও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে মঙ্গলবার বিধানসভায় এই অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, 'ভুটান থেকে জল ছাড়া হলে আমরা জানতে পারি না। সিকিমের জলের খবরও আমাদের কাছে আসে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার বলা সত্ত্বেও এই নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।' কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মানছে না, এই অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বুলডোজ করছে কেন্দ্র। ডিভিসি আমাদের না জানিয়েই জল ছেড়ে দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে এক পয়সাও দেয়নি। অথচ অসম সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয়। ডিভিসিকে বারবার অনুরোধ করলেও তারা আমাদের না জানিয়েই জল ছাড়ে। সেই পরিস্থিতি সামলাতে রাজ্য সরকারকে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়। এইভাবে চলতে পারে না।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেন, 'ডিভিসি যদি ঠিকঠাক ড্রেজিং করত, তবে আরও ৪ লক্ষ কিউসেক জল ধারণ করার ক্ষমতা থাকত। কিন্তু ডিভিসি কোনও ড্রেজিং করে না। তার ফলেই বাংলার ওপর চাপ পড়ছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য দেড় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তারা এক টাকাও দেয়নি। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান খুব বড় প্রকল্প। সেই জন্যই এর কাজ শেষ করতে একটু সময় লাগবে।' পরে তাঁর ঘরে সাংবাদিকদের বলেন, 'দু-বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ আমরা শেষ করব।'

উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভারত-ভুটান নদী কমিশন করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানানোর চেষ্টা করেছি। সেখানে বিরোধী দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিরোধী দল এই দাবি জানাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশই করছে না। ভুটান থেকে ছাড়া নদীর জলে প্রতি বছর উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা ভেসে যায়। নদী কমিশন আমরা করতে পারি না। কারণ এটা আন্তর্জাতিক বিষয়। কিন্তু এই রাজ্যের বিরোধী দল কোনও সদর্থক কাজে এগিয়ে আসে না। এটাই দুর্ভাগ্যের।' ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করতে দ্রুত প্রতিনিধিদল পাঠাতে এদিনই সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে নির্দেশ দেন মমতা। মানসবাবু বলেন, 'দু-বছর আগে বিধানসভায় ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিরোধী বিজেপি তাদের কোনও প্রতিনিধির নাম আমাদের দেয়নি। আমরা এবার নিজেরাই প্রতিনিধিদল তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করব।'

যুদ্ধবিমানের চাকায় রথ

কলকাতা, ২৪ জুন : কলকাতায় ইসকনের রথযাত্রার সূচি ঘোষণা করা হল। ২৭ জুন শুক্রবার দুপুর ১২টায় হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট থেকে যাত্রা শুরু হবে। এবার বাড়িতে বসেই রথযাত্রার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন দর্শনার্থীরা। ইসকনের ওয়েবসাইটে রথযাত্রার প্রতি মুহূর্তের তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন কলকাতা ইসকনের সহসভাপতি রাধারমণ দাস। ২৮ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অবস্থান করবে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা। সেখানেই হবে মহামেলা। ৩ জুলাই উৎসবে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবারের কলকাতায় ইসকনের রথ চলবে যুদ্ধবিমান সুখোই-৩০-এর চাকায়। রথের সামনে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হবে। দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করবেন। ২৮ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ হবে। সন্ধ্যায় ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় সহ পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের অনুষ্ঠানেরও আয়োজন রয়েছে।

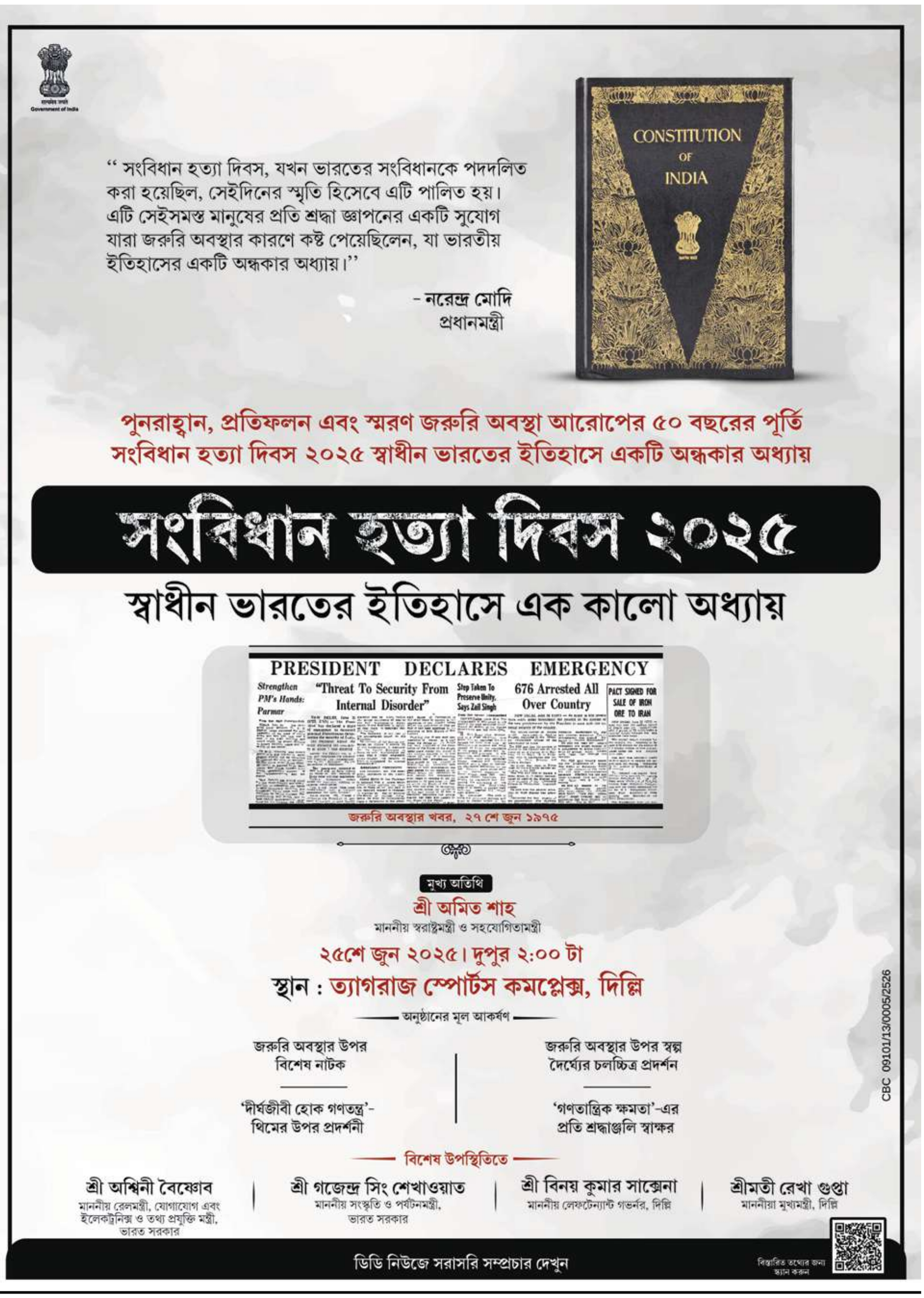

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৮ সংখ্যা, বুধবার, ১০ আষাঢ় ১৪৩২

বাংলার বাস্তব

হিন্দু দেবীর ছোঁয়া কালীগঞ্জের নামে। কিন্তু হিন্দুত্বের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করল কালীগঞ্জ। বাস্তব হল, দেবী কালী যে বিধানসভা কেন্দ্রের নামের সঙ্গে জড়িয়ে, সেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অহিন্দুর বসবাস। সেই অহিন্দুরা মূলত ইসলাম ধর্মাবলম্বী। কথায় কথায় যে সম্প্রদায়ের মানুষকে জেহাদি, মৌলবাদী, জঙ্গি ইত্যাদি বলে দেগে দেওয়া হয়। কখনও পরোক্ষে, কখনও সরাসরি এই ধর্মসম্প্রদায় বিজেপির কটাক্ষের মুখে পড়ে। খোদ প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত লুঙ্গি পোশাক নিয়ে কটাক্ষ করেন।

ভোটের রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গে মেরুকরণ আগে কখনও ছিল না, তা নয়। সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক তৈরি করে রেখেছিল কংগ্রেস। এখনও মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘুদের একাংশ 'হাত' প্রতীকে আস্থা রাখে। বাম জমানায় আবার কিছু এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক তৈরি করে রেখেছিল সিপিএম। তৃণমূল ওই দুই দলের সংখ্যালঘু সমর্থনকে অনেকটা তছনছ করে নিজের ভোটব্যাংককে শক্তপোক্ত করে ফেলেছে।

মেরুকরণের চেষ্টা করে বিজেপি প্রকৃতপক্ষে আরও বেশি করে মুসলিম ভোটকে ঘাসফুলের আশ্রয়ে ঠেলে দিয়েছে গত কয়েক বছর ধরে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা দখলের মরিয়া চেষ্টায় মেরুকরণকে যত বেশি আঁকড়ে ধরছে বিজেপি, তত তৃণমূলের সংখ্যালঘু সমর্থন মজবুত করছে। বাংলার মাটিতে একবল্গা মেরুকরণ যে পদ্মের চাষ বাড়াবে না, তা আরও স্পষ্ট করে দিল কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল।

উপনির্বাচন সাধারণত শাসকদলের অনুকূলে যায়, এরকম একটা ধারণা আছে বটে। কিন্তু সবসময়ই যে তা সঠিক নয়, দেশের বেশ কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রের সদ্য উপনির্বাচনে তা স্পষ্ট হয়ে গেল। গুজরাটে আপ জয়ী হয়েছে। কেরলে শাসক সিপিএমকে হারিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস। ২০২৪-এর পর বাংলায় যে ১১টি উপনির্বাচন হয়েছে, তার প্রত্যেকটি অবশ্য তৃণমূলের দখলেই গিয়েছে। সেটা শুধু শাসকদল হওয়ার সুবাদে বলাটা অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে।

বিজেপি প্রচার করে থাকে, হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করা গেলে বাংলার মসনদ দখল শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। সেই প্রচারটাকেও ধাক্কা দিয়ে গেল কালীগঞ্জ। মোথাবাড়ি, সামশেরগঞ্জ বা মহেশতলা পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই প্রচারটাকে তুঙ্গে তুলেছিল বিজেপি। বিশেষ করে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলতে শুরু করেছিলেন, আর ৪-৫ শতাংশ হিন্দু ভোট পেলে বিজেপির জয় অবধারিত। কালীগঞ্জ সেই ধারণাটির মূলে কুঠারাঘাত করেছে। বরং অতি মেরুকরণের ধাক্কায় কালীগঞ্জে পদ্মের ভোট কমে গিয়েছে প্রায় ৩ শতাংশ।

মেরুকরণের ধাক্কায় উলটে তৃণমূলের ভোটপ্রাপ্তির হার বেড়েছে। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে কালীগঞ্জে তৃণমূলের ঝুলিতে ছিল ৪৬.৮৪ শতাংশ। সদ্য উপনির্বাচনে সেই হার বেড়ে হয়েছে ৫৫.১৫। অর্থাৎ মাত্র এক বছরে বৃদ্ধি হয়েছে ৮.৩১ শতাংশ। বাম-কংগ্রেস সামান্য ভোট বাড়িয়েছে বটে। কিন্তু তৃণমূলের জয়যাত্রায় কাঁটা বিছাতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভাবনা ও ভোট-রাজনীতির চরিত্র বুঝতে না পারার জন্যই বিজেপির এই হাল সন্দেহ নেই।

মুসলিম ভোটকে এড়িয়ে যাওয়া এক জিনিস। কিন্তু ভোটে মুসলিম বিদ্বেষকে উসকে দেওয়া আরেক জিনিস। শুধু মুসলিমদের বাদ দিয়ে রাজনীতি করলে তৃণমূলের ভোটব্যাংক এত শক্ত হত না। বিভাজনের রাজনীতি একদিকে মুসলিম ভোটকে পুরোপুরি বিজেপির শত্রু করে তুলছে। অন্যদিকে, গোটা হিন্দু ভোটকে এক ঝুলিতে ভরতে পারছে না। বরং হিন্দু ভোটের একাংশকেও বিক্ষুব্ধ করে তুলছে।

হিন্দু ভোট ধরে রাখতে তৃণমূলও মেরুকরণ করছে। দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ ও বিভিন্ন পুজো, ধর্মীয় মেলায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সেই মেরুকরণের অঙ্গ। সেই প্রয়াস ততটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ডেকে আনছে না তৃণমূল মুসলিমদের সম্পর্কে সহনশীল বলে। সেই সহনশীলতা বাম ও কংগ্রেসেরও আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তৃণমূলকেই আঁকড়ে ধরছেন সংখ্যালঘুরা। উলটোদিকে হিন্দু ভোট বিজেপির পতাকা তলে এককাট্টা হচ্ছে না। কালীগঞ্জ সেটা আবার বুঝিয়ে দিল।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

আলোচিত

ইজরায়েল যেভাবে সকালের দিকে ইরানকে আক্রমণ করেছে, সেটা আমি পছন্দ করি না। ইরানও চুক্তি ভেঙে আক্রমণ করেছে। তবে ইজরায়েল আর আক্রমণে যাবে না। ইরানে 'ফ্রেন্ডলি প্লেন ওয়েভ' দেখিয়ে আবার ফিরে যাবে নিজের দেশে। সিজফায়ার চালু হয়ে গিয়েছে।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে হাতির দল। একটি বাচ্চা হাতি ফলের গাড়ি দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। গাড়ির কাছে গিয়ে শুঁড় বাড়িয়ে দেয়। একজন ক্রেতা এক টুকরো আখ দিতেই শুঁড়ে নিয়ে দলের দিকে হাঁটা লাগায় ছোট্ট হাতি। দু'পক্ষই যেন বন্ধু হয়ে গিয়েছে।

আজ

১৯২২

'ছন্দের জাদুকর' সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রয়াত হন আজকের দিনে।

২০০৯

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় মাইকেল জ্যাকসনের।

সোজা-সাপটা

বিমলা গ্রহণ করার পর প্রসাদ রূপান্তরিত হবে 'মহাপ্রসাদে'। এই মহাপ্রসাদে আচণ্ডালের অধিকার। চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণ একসঙ্গে এই প্রসাদ গ্রহণ করলেও স্পর্শদোষে উচ্ছিষ্ট অপবিত্র হবে না। শেষতম কণিকাটিও সমানভাবে পবিত্র থাকবে।

লক্ষ্মী রাঁধেন, দেবতারা নেন জগন্নাথের প্রসাদ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

প্রভুর পূজা হবে কোন মন্ত্রে? 'রাজভোগ' অপ্রকাশিত একটি পুঁথি। সেখানে আছে পূজাবিধি। তিনজন পুরোহিত তিন দেবতার পূজায় বসবেন। বাসুদেব মন্ত্রে বলভদ্রের পূজা, ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে সুভদ্রার আর মন্ত্ররাজ নৃসিংহ মন্ত্রে জগন্নাথ দেবের। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আদেশ পেয়েছিলেন, প্রভুকে নৃসিংহ মন্ত্রে পূজা করবে। নরসিংহের পরিচিত মূর্তি হল, একটি মস্তক ও দুটি হাত।

জগন্নাথ দেবের প্রসাদ রূপান্তরিত হবে মহাপ্রসাদে। কীভাবে? আবার পুরাণ। দেবী বিমলা প্রভু জগন্নাথকে তাঁর মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন একটি শর্তে। জগন্নাথ দেবকে নিবেদিত অন্নভোগ পরিচিত হবে 'প্রসাদ' নামে। এইবার সেই প্রসাদ নিবেদিত হবে বিমলার কাছে। বিমলা গ্রহণ করার পর প্রসাদ রূপান্তরিত হবে 'মহাপ্রসাদে'। এই মহাপ্রসাদে আচণ্ডালের অধিকার। চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণ একসঙ্গে এই প্রসাদ গ্রহণ করলেও স্পর্শদোষে উচ্ছিষ্ট অপবিত্র হবে না। শেষতম কণিকাটিও সমানভাবে পবিত্র থাকবে। জগন্নাথ দেব শর্ত মেনে মন্দিরে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

এই মহাপ্রসাদ প্রকৃতই মহা-প্রসাদ। স্বয়ং ব্রহ্ম। সারা ভারতের মানুষের কাছে একটি মহাবস্তু। তাঁরা বিশ্বাস করেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী রন্ধন করেন আর রত্নবেদিতে দাঁড়িয়ে দেবতারা গ্রহণ করেন।

প্রভু কোন মাসে কী বেশ ধারণ করেন? বেশের রূপান্তর। বৈশাখে চন্দন বেশ। প্রভু মদনমোহন। জ্যৈষ্ঠে হস্তীবেশ। প্রভু তখন গণেশ। আষাঢ়ে গুণ্ডিচা থেকে ফিরে আসার পর স্বর্ণবেশ। শ্রাবণে পরপর দুটি বেশ, চিতালাগি বেশ আর রাহুরেখালাগি বেশ। ভাদ্র মাসে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ লীলা। প্রথম বনভোজন বেশ, তারপর কালীয় দমন বেশ, প্রলম্ববধ বেশ, অবশেষে বামন বেশ। আশ্বিনে রাজবেশ। কার্তিকে তাঁর অনেক রূপধারণ। লীলা জমজমাট। শ্রীরাধাদামোদর, ত্রিবিক্রম, বামন, নৃসিংহ, পরশুরাম, সবশেষে রাজাধিরাজ। অঘ্রানে শীতবস্ত্র অঙ্গে, যার নাম ওড়ন। মাঘে পদ্মবেশ। মাঘী পূর্ণিমায় গজোদ্ধারণ বেশ। বসন্ত পঞ্চমীর দিন চাঁচেরি বেশ। ফাল্গুনে কুণ্ডলবেশ, দোল পূর্ণিমায় রাজবেশ। চৈত্রে প্রভু রামরাজা বেশে শ্রীরামচন্দ্র।

এভাবেই জগন্নাথ দেব রূপে-রূপান্তরে, পুরুষোত্তম হয়ে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অনন্ত লীলায় মেতে আছেন।

ওড়িশা জগন্নাথ ক্ষেত্র। শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের পটমণ্ডল। রাজ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি শাসন তাঁকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। ধর্মানুসরণে, কি জৈন, কি বৌদ্ধ, কোনও সম্প্রদায়ই তা পারেননি। জগন্নাথের ছায়া থেকে কে বেরোবে! অরণ্য গভীর। স্বয়ং মহীরুহ। মহী-শব্দের আশ্রয়ে এই পৃথিবী। মহীতল-ভূতল, মহীধ্র-পর্বত, মহীনাথ-নৃপতি। অরণ্যেই উদ্গীত আরণ্যক বেদান্তের বেদ-অন্ত, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

একটি শঙ্খ যেন সমুদ্রোত্থিত। মস্তকে পশ্চিমসীমা, সেখানে বসে আছেন নীলকণ্ঠ শিব। শঙ্খের উদর সমুদ্রের জলে। শ্বেতশুভ্র শঙ্খটি মাথা তুলে এক ক্রোশ মাত্র এগিয়েছে। 'শঙ্খাগ্রে নীলকণ্ঠ স্যাদেৎক্রোশঃ সুদুর্লভঃ।' এই ক্রোশমাত্র ক্ষেত্র অতি সুদুর্লভ। সাক্ষাৎ নারায়ণের এই ক্ষেত্রটি পরম ধন। 'সুবর্ণবালুকাকীর্ণং নীলপর্বতশোভিতম্।' উৎকল খণ্ডে ঋষি জৈমিনি এই কথাই বলছেন। এই ক্ষেত্রের বিস্তার পাঁচ ক্রোশ। এর মধ্যে তীর্থরাজ সমুদ্র তটবর্তী দু-ক্রোশ অতি পবিত্র।

শ্রীভগবান উবাচ, 'সমুদ্রের উত্তর তীরে মহানদীর দক্ষিণ প্রদেশটি পৃথিবীর মধ্যে সকল তীর্থের ফল প্রদান করেন। একাম্রকানন ভুবনেশ্বর হতে দক্ষিণ সমুদ্রের তটভূমি পর্যন্ত প্রত্যেক পদবিক্ষেপের স্থান উত্তরোত্তর অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ। সিন্ধুতীরে যে স্থানে নীলপর্বত বিরাজমান, পৃথিবীতে সেই স্থানটি গোপনীয়, এমনকি ব্রহ্মারও অতি দুর্লভ।'

কেন দুর্লভ? ইতিহাসে হয়তো যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর মিলবে। একথা ঠিক পুরীর মতো সমুদ্রসৈকত দ্বিতীয় আর নেই। গোল্ডেন বিচ, সুবর্ণ সৈকত। সৈকত থেকে শ্রীমন্দির সামান্য দূরত্ব। শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দিরের বিপুল বৈভবের পশ্চাতে ১৬ জন নৃপতির প্রয়াস রয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রথম নামটি হল অনন্তবর্মন চোড়ঙ্গদেব বা চুড়ঙ্গদেব। তিনি ঘোষণা করেন, ওড়িশার রাজাধিরাজ মহাপ্রভু জগন্নাথ দেব, আমি মহাপ্রভুর সামন্তরাজা, রাউত। রাজাধিরাজ জগন্নাথ দেবের মন্দিরের রূপ হল, যেন সুবিশাল একটি দুর্গ। একাধিক প্রাকার ও বাধা অতিক্রম করতে পারলে তবেই তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে। ১০.৭ একর জমির ওপর এই মন্দির। দুটি প্রাকার দিয়ে ঘেরা। প্রথমটির নাম মেঘনাদ বেড়া, দ্বিতীয়টির নাম কুর্মবেড়া। চারটি প্রবেশ পথ। সিংহ দুয়ার, সিংহ শৌর্যের প্রতীক। অশ্ব দুয়ার, অশ্ব সামরিক শক্তির প্রতীক। ব্যাঘ্র দুয়ার, ব্যাঘ্র তেজের প্রতীক। হস্তী দুয়ার, হস্তী সম্পদের প্রতীক। আর অপর ব্যাখ্যা হল, সিংহ ধর্ম, হস্তী অর্থ, অশ্ব কর্ম, ব্যাঘ্র মোক্ষের প্রতীক।

জগন্নাথ দেবের দুর্গে সর্বত্র রহস্য। প্রতি পদক্ষেপে রহস্য। সিংহদ্বারের দু'ধারে দেবমণ্ডল। এটি অতিক্রম করলেই সামনে বাইশটি সোপান। দেশীয় ভাষায় 'বাইশ পহছা'। শুরু হল রহস্যমণ্ডল। এই বাইশটি সিঁড়ি হল যোগদর্শনের বাইশটি তত্ত্ব। ধাপে ধাপে সাজানো, পঞ্চভূত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ইত্যাদি। জৈনরা বলেন, এই বাইশটি সিঁড়ি হল তাঁদের বাইশজন তীর্থঙ্কর। এঁদের স্পর্শ নিতে নিতে পৌঁছোতে হবে আদি দেব ঋষভনাথের কাছে। আবার এমন যুক্তিও আছে, জগন্নাথ দেব গোলোকবাসী। তলায় পড়ে আছে অষ্ট বৈকুণ্ঠ, তার তলায় চতুর্দশ ভুবন। হিরণ্যগর্ভ পদ্মাসনে প্রভুর আসন। তাঁর বেদির কাছে যেতে হবে এই চতুর্দশ ভুবন আর অষ্ট বৈকুণ্ঠ অতিক্রম করে। সপ্তভুবনে লুকিয়ে আছে তন্ত্রের ষটচক্র। একটি ঊর্ধ্বলোকের উত্থান সোপান। অধোলোকেও সাতটি তল, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহীতল, রসাতল আর পাতাল। এইবার অষ্ট বৈকুণ্ঠের পরিচয় হল শ্রীবৈকুণ্ঠ, কৈবল্য বৈকুণ্ঠ, কারণার্ণব বৈকুণ্ঠ, শেষশায়ী বৈকুণ্ঠ, শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠ, পরব্যোম বৈকুণ্ঠ, গর্ভোদকশায়ী বৈকুণ্ঠ আর কৈলাস।

এই দীর্ঘ, দুস্তর, সাধন-পথ ধরে এগোতে হবে। পথের শেষে 'ওমেগা পয়েন্টে' অপেক্ষায় রয়েছেন ভগবান হাত দুটি বাড়িয়ে। সেই কারণেই বোধহয় প্রভুর হাত

দুটিই সার। আর দূরবিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন জগৎ পথের দিকে জগতের নাথ। 'দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং। রথারূঢ়ো গচ্ছন।' জ্ঞানমিশ্র ভক্তিই ওড়িশার বৈষ্ণবদের সাধন-পথ। বজ্রযানী বৌদ্ধ আর নাথ সম্প্রদায়ের প্রভাবও পড়েছিল। তাঁদের সম্মিলিত দর্শন হল, শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব হলেন পঞ্চমাত্রা, পঞ্চভূত, পঞ্চবীজ, পঞ্চদেব এবং জীব ও পরমাত্মার মিলিত তনু। মানুষ বাইশ রকমের অপরাধে অপরাধী। এই অপরাধ দেবতার কাছে। ওই বাইশটি ধর্ম সোপান উল্লঙ্ঘনে বাইশটি পাপ-স্খলন। বাইশটি ধাপ বাইশটি তীর্থভূমি। পবিত্র থেকে পবিত্রতর হতে হতে পুরুষোত্তম প্রাপ্তি। মূর্তির অভ্যন্তরে আছে ব্রহ্মবস্তু। ব্রহ্মের অপার মহিমা লাভ।

কিন্তু তিনি কে? বৈষ্ণব অথবা শাক্ত। শবরের সেবা অস্বীকার করে রাজা হলেন ওণ্ড্র দেশে। নীল পর্বতে। সমুদ্রের তটে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ। গোপীদের কাঁদিয়ে, বৃন্দাবনে ভাসিয়ে, 'লাল পাগুড়ি দিয়ে মাথে, রাজা হলেন মথুরাতে।' আবার গীতায় বসে অর্জুনকে বললেন, সখা! 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।' যে যেভাবে, যে রূপে আমাকে চায় আমি সেই ভাবে সেই রূপেই তার সেবা, পূজা গ্রহণ করে প্রার্থিত ফল দান করি।

ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট বিষ্ণু বললেন, এটি আমার ক্ষেত্র। এখানে আমি চির আসীন অক্ষয় বট। সমুদ্রতনয়া লক্ষ্মী আমার ক্রোড়ে আসীন। আমি অক্ষয় বট। এখানে পাপ-পুণ্যের বিচার নেই। যমের দণ্ড অচল। এখানে একটা কাকও মৃত্যুর পর সাযুজ্যলাভ করে। তীর্থ-যজ্ঞ, দান-ধ্যানে যে ফল, এই ক্ষেত্রে একদিন মাত্র বাস করলে সেই ফল লাভ। নিমেষমাত্র বাস করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

যমরাজ বললেন, সে তো হল, এই ক্ষেত্রের এমন জগৎ-ছাড়া মহিমা হল কী করে, যেখানে আমার শাসন অচল? শ্রীবিষ্ণু শ্রীলক্ষ্মীকে বললেন, 'বলে দাও'। শ্রী তখন শ্রীক্ষেত্রের শক্তি বলয়ের কথা বললেন, 'এই পঞ্চক্রোশ পরিমিত এলাকায় তোমার দণ্ড অচল। তাহলে শোনো, এই অন্তর্বেদীটি রক্ষার জন্যে আমি আটটি শক্তি কল্পনা করেছিলাম। ইতিমধ্যে মহাদেব উগ্র তপস্যা শুরু করলেন। তখন আমার শরীর থেকে সুন্দরী গৌরীকে তার পত্নীরূপে সৃজন করলুম। গৌরীকে আদেশ করলুম, এই অন্তর্বেদীর চতুর্দিক রক্ষা করো। সেই গৌরী আমার প্রীতির নিমিত্ত অষ্টপ্রকার মূর্তি ধারণ করে অষ্টধা দিক্ষু সংস্থিতা।

বটমূলের অগ্নি কোণে মঙ্গলা, পশ্চিমে বিমলা, শঙ্খের পূর্বভাগ বায়ু কোণে সর্বমঙ্গলা, উত্তর দিকে অর্ধাশনী, ঈশান কোণে লম্বা, দক্ষিণে কালরাত্রী, পূর্বদিকে মরীচিকা, নৈঋতে চণ্ডরূপা। এই ভীষণারূপা অষ্টশক্তির দ্বারা অন্তর্বেদী সর্বতোভাবে রক্ষিত।'

ক্ষেত্রস্বামী ভগবান বিষ্ণু। রুদ্রাণীর অষ্টশক্তির দ্বারা রক্ষিত। এখন রুদ্র কী করেন! তিনি ভগবানকে বললেন, তুমি যেখানে আমিও সেখানে, তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। রুদ্র আটভাগে বিভক্ত হলেন। ক্ষেত্রস্বামী ভগবান সেই অষ্টরুদ্রকে আটদিকে রেখে নিজে বসলেন মাঝখানে।

মহাদেব নিজেকে এই ভাবে সাজালেন, কপালমোচন, কাম, ক্ষেত্রপাল, যমেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, বিশ্বেশ্বর, নীলকণ্ঠ, বটমূলে বটেশ্বর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গৌরী, লক্ষ্মী সবাই এসে গেলেন। লক্ষ্মীদেবী পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন, 'আপনি এই অত্যাজ্য ক্ষেত্রে সুবর্ণ বালুকায় আবৃত হয়ে আমাদের সঙ্গে অবস্থান করবেন। সত্যযুগে বিষ্ণুপরায়ণ ও সকল যোগের আহর্তা, শাস্ত্রজ্ঞ এক রাজা জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁর নাম হবে ইন্দ্রদ্যুম্ন। তিনি এই পুণ্যক্ষেত্রে আসবেন, মহাভক্তি প্রকাশ করবেন। ভগবান তাঁকে অনুগ্রহ করে একটি দারুতে উৎপন্ন হবেন।'

এক পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা সূর্যবংশীয় শ্রী ইন্দ্রদ্যুম্ন মালবদেশে এলেন। অবন্তীনগরে তাঁর রাজধানী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুগ সত্যযুগের সূচনা হল। রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি। ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজসভায় ভগবৎ প্রেরিত এক বৈষ্ণব এসে শ্রীশ্রী নীলমাধবের কথা শুনিয়ে গেলেন। ব্যাকুলের ব্যাকুলতা গেল। দিকে দিকে অনুসন্ধানকারীরা বেরিয়ে পড়লেন অনুসন্ধানে। অনার্যদেশে রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি সুকৌশলে সন্ধান পেলেন শবর পূজিত নীলমাধবের। শবরের নাম 'বিশ্বাবসু'। শুরু হল জগন্নাথ কাহিনী। দীর্ঘ সময় দীর্ঘ কাহিনী।

ফিরে আসি বাইশধাপের তৃতীয় ধাপে। এই ধাপ পবিত্রতম। শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের অভিষেক। এই অভিষেকে উপস্থিত থাকার জন্যে সব দেবদেবী নীলাচলে নেমে এসেছেন। শিব তখনও কাশী থেকে এসে পৌঁছোতে পারেননি। বৃদ্ধ বৃষভ বাহনে চড়ে শিব যখন এলেন জগন্নাথ দেব তখন রত্নবেদিতে আরোহণ করে গেছেন। নেমে শিবকে অভ্যর্থনা করার উপায় নেই। বিশ্বনাথ তৃতীয় ধাপ পর্যন্ত উঠে অপেক্ষা করছেন, জগন্নাথ দেব এসে অভ্যর্থনা করবেন। এদিকে অভিষেক শুরু হয়ে গেছে। জগন্নাথ সিংহাসন ছেড়ে উঠতে পারছেন না। বিশ্বনাথ অপমানিত বোধ করে তৃতীয় ধাপে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, আর এগোচ্ছেন না। কথাটা জগন্নাথ দেবের কানে গেল। জগন্নাথ দেব বললেন, 'শিব ওইখানেই অবস্থান করুন। প্রতিবছর রথযাত্রার সময় আমি তাঁকে দর্শন করব।'

জনমন

জনমত

নলবাহিত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত

কল আছে অথচ জল নেই- এই দুর্ভোগের শিকার ঝাড়আলতা-১'এর ১৫/৬২ এবং ১৫/৬৩ নম্বর পার্টের বাসিন্দারা। অথচ বিভাগীয় দপ্তরের অধিকর্তা থেকে জনপ্রতিনিধি সকলেই নির্বিকার।

জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের অধীনে এই দুই পার্টের বাসিন্দারা টাইমকলের থেকে নিয়মিত পানীয় জল পেতেন। উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি নলবাহিত জল দিতে ভূগর্ভস্থের মেইন লাইনে লিংক করা হয়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, সবই এখন অকেজো অবস্থায় পড়ে। কারও বাড়ির পাইপ উঠে গিয়েছে, তো কারও কল ভেঙে চুরমার।

বছর দুয়েক আগে ধূপগুড়ি থেকে নাথুয়া পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার রাস্তা নতুন করে সম্প্রসারণ করা এবং ডাউকিমারি বাজারে এক কিলোমিটার হাইড্রেন নির্মাণের দরুন ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের লাইনটি কাটা পড়ে যায়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত পানীয় জলের ক্ষতিগ্রস্ত লাইনটি মেরামত করার কোনওরকম তৎপরতা দেখায়নি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ।

কোনওরকম কারসাজি না করে জরুরি ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করে এই দুই গ্রামের মানুষের জন্য পানীয় জলের লাইনটিকে মেরামত করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাহলে অজস্র মানুষের উপকার হবে।

গুরুদয়াল অধিকারী
ডাউকিমারি বাজার, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

এটা নদী না নালা, বিলুপ্তির পথে জোড়াপানি

শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি এলাকায় জোড়াপানি নদীর যেন কদর্যময় পরিবেশ। যে সময় নদী বাঁচাও স্লোগান চলছে, তাতে এই নদীর এমন অবস্থা দেখলে মনে হয় এসব স্লোগান শুধু মুখে মুখে। নদীর আশপাশে শিল্প কারখানা আছে। যত আবর্জনা ফেলা হচ্ছে সব এই নদীতে। ফলে নদীটি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। নদীর জল কালো হয়ে দুর্গন্ধময় হয়েছে। এই নদীর পাশ দিয়ে গেলে দুর্গন্ধ বোঝা যায়।

আমি প্রায়ই এই নদীর পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করি। জোড়াপানি ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে নদীর দুরবস্থা দেখি। নদীর জল বিষাক্ত হয়েছে। চারপাশে কারখানা আছে। তাই সবকিছু ফেলার জন্য সুবিধা হয়েছে।

নদীর উত্তর দিকে মানে জোড়াপানি ব্রিজের উত্তর দিকে এক বছর আগেও প্রচুর গাছপালা ছিল। পুরো এলাকায় শুধু গাছপালা ছিল। এখন সব গাছপালা কেটে পরিষ্কার করে শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার জন্য প্রস্তুতি হচ্ছে। এরপর মনে হয় আর নদীটির কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।

নদীর দুই ধার জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। এই নদীর দিকে কোনও খেয়াল নেই? পরিবেশপ্রেমীকদের কাছে আর্জি, জোড়াপানি নদীটি বাঁচাতে জোরকদমে পদক্ষেপ করুন, না হলে এই নদীটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে মানুষের প্রয়োজন মেটাতে।

পরিবেশ সুস্থ রাখতে নদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষা করতে সবাই এগিয়ে আসুন। পরিবেশ ও প্রকৃতি একমাত্র জীবনের উৎস নদীটিকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর হতে হবে সকলকে। প্রকৃতি থেকে মানুষ আলাদা নয়। একথা বোঝার জন্য সুনাগরিকের অভাব আছে, তাই তো নদীটির জন্য কেউ ভাবছেন না।

কৃষ্ণা দাস
ফুলবাড়ি, শিলিগুড়ি।

রাস্তা নির্মাণে মানুষের সুবিধার কথা ভাবা হয় না কেন?

বর্তমানে গ্রামের প্রত্যেকটি রাস্তাই পথশ্রী, পিএমজিএসওয়াই বা পিডব্লিউডি'র আওতাধীন হয়ে যাচ্ছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আসলে গ্রামীণ এই পথগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যথার্থ থাকলেও এর টেকসই এত কম কেন, তার কারণ জানতে চাওয়ার সাধ্য কারও নেই। সদ্য চৌধুরীহাট থেকে নয়ারহাটের রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হলেও এই দুই এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। এই নয় কিলোমিটার রাস্তাটির নকশা ঠান্ডা ঘরে বসে এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে রাস্তাটি ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গিয়েছে। চৌধুরীহাট থেকে চার কিলোমিটার হওয়ার পর সেটার অভিমুখ পালটে এমন একদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেদিকে রাস্তা সংকীর্ণ ও ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। এমনকি সেই রাস্তায় মানুষের যাতায়াত খুবই কম।

অন্যদিকে আরেকটি রাস্তা নয়ারহাটের দিক থেকে আড়াই কিলোমিটার হয়ে এই রাস্তার অভিমুখ বদল করে আবুতারা দিয়ে নিগমনগর পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু সেই রাস্তাটির অন্য প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকাজ সদ্য সম্পন্ন হয়েছে, তাই এই রাস্তাটি তিন-চার কিলোমিটারের বেশি করা যাবে না।

এই কারণে অথবা অজ্ঞাত কোনও কারণে এই রাস্তাটির কাজও হচ্ছে না। এমনও গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, কেউ কেউ নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে এবং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজে অদৃশ্য বাধা তৈরি করছেন।

পথ সবারই সুবিধার স্বার্থে। এখানে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াস করাটা অনৈতিক। এলাকাবাসী অনেকবার মন্ত্রী-আমলাদের দ্বারস্থ হলেও সুরাহা হয়নি। আশা করি দ্রুত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। এলাকায় উদয়ন গুহ ও নিশীথ প্রামাণিকরা থাকেন। তবু কেন এত উপেক্ষা?

গোলাম মাসুদ হোসেন
নান্দিনা, দিনহাটা।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৫

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। সুন্দরবনের মধু সংগ্রহকারীদের দেবী ৫। যা সেবন করলে নেশা হয় ৬। ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ৮। কামনা ৯। অগ্নিসাক্ষী রেখে বিয়ে করা বউ ১১। যে শহরে শিখদের গুরুদোয়ারা হরমন্দির সাহিব আছে ১৩। বিনাশ বা সমূলে ধ্বংস ১৪। আড়িপাতা।

উপর-নীচ : ১। মোগল সম্রাট ২। ফুল অথবা পাখি ৩। অনীহা, ঔদাসীন্য ৪। পোষা চতুষ্পদ প্রাণী ৬। প্রস্থ বা গভীরতা ৭। ঢাকার বিখ্যাত বাগান ঘেরা এলাকা ৮। প্রমাণ দাখিল করা ৯। জীবনসঙ্গিনী বা ধর্মপত্নী ১০। শ্রীকৃষ্ণের যাদব সেনা ১১। অনিবার্য বা অবশ্যম্ভাবী ১২। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ১৩। তবলা-ডুগির নীচে থাকে।

সমাধান ■ ৪১৭৪

পাশাপাশি : ১। হকদার ৩। সমীহ ৫। বইয়ের পোকা ৬। কাবার ৭। গোলাপ ৯। লেফাফাদুরস্ত ১২। সহিস ১৩। নাকতোলা।

উপর-নীচ : ১। হকচকা ২। রসুই ৩। সস্তর ৪। হলকা ৫। বর ৭। গোস্ত ৮। পরকলা ৯। লেটুস ১০। ফানুস ১১। রসনা।

বিন্দুবিসর্গ

দুই বিজেপিশাসিত রাজ্যের ঘটনায় নিন্দা দেশজুড়ে, দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি

দুই দলিতের অর্ধেক মাথা কামিয়ে নির্যাতন ওডিশায়

ভুবনেশ্বর, ২৪ জুন : এতদিন ডাইনি সন্দেহে হেনস্তার কথা শোনা যেত ওডিশায়। এবার গোরু পাচারকারী সন্দেহে দলিত নির্যাতনের অভিযোগও উঠল উৎকলভূমিতে।

ওডিশার গঞ্জাম জেলায় গোরু পাচারের মিথ্যা অভিযোগ এনে দুই দলিত ব্যক্তিকে দিনের আলোয় নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। তাঁদের মাথা অর্ধেক মুড়িয়ে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করা হয়। শুধু তা-ই নয়, ওই দু'জনকে ঘাস এবং নর্দমার জলও খাওয়ানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে ধড়কোট ব্লকের অন্তর্গত খাড়িগুম্মা গ্রামে। আক্রান্তরা হলেন বুলু নায়ক (৫২) ও বাবুল নায়ক (৪৩)। তাঁরা সিঙ্গিপুর গ্রামের বাসিন্দা। ইতিমধ্যে ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে পণ হিসাবে গোরু ও বাছুর দেওয়ার কথা ছিল। সেই কারণে হরিপুর থেকে একটি গোরু ও দু'টি বাছুর কিনে অটোরিকশায় করে নিয়ে যাচ্ছিলেন বুলু ও বাবুল। খাড়িগুম্মায় স্থানীয় একদল লোক তাঁদের আটকে গোরু পাচারের অভিযোগ তুলে শুরু করে মারধর। দু'জনের মোবাইল ফোন ও টাকা কেড়ে নিয়ে গোরুগুলি ফেরত দেওয়ার বিনিময়ে আরও ৩০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। টাকা দিতে অস্বীকার

করায় বুলু ও বাবুলের হাত-পা বেঁধে শুরু হয় অত্যাচার। মারতে মারতে স্থানীয় এক সেলুনে নিয়ে গিয়ে তাঁদের মাথার চুলের অর্ধেক কামিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তাঁদের প্রায় দু'কিলোমিটার হাঁটু গেড়ে জাহাদা গ্রাম পর্যন্ত হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়। সেখানে তাঁদের জোর করে খাওয়ানো হয় ঘাস ও নর্দমার জল।

ওই ঘটনার পর মারমুখী জনতার হাত থেকে পালিয়ে কোনওক্রমে স্থানীয় থানায় পৌঁছোন আক্রান্তেরা। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে ছ'জনকে আটক করা হয়েছে এবং বাকি অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গঞ্জাম জেলার পুলিশ সুপার শুভেন্দুকুমার পাত্র। তিনি বলেন, এটা গোরক্ষার নামে তোলাবাজি ছাড়া কিছু নয়।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সোমবার সিঙ্গিপুরে প্রতিবাদ সভা করে গঞ্জাম জেলা দলিত মহাসভা। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও গবাদিপশু উদ্ধারের দাবি জানানো হয়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, 'দলিতদের সম্মান পদপিষ্ট করার প্রতিটি ঘটনা সংবিধানের ওপর আঘাত এবং সমতা ও মানবাধিকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। এটা বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতেই ঘটছে।' দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলে তিনি বলেন, 'দেশ চলবে সংবিধান দিয়ে, মনুস্মৃতি দিয়ে নয়।'

উদয়পুর ঘোরানোর নাম করে বিদেশিনীকে ধর্ষণ

উদয়পুর, ২৪ জুন : রাজস্থানের উদয়পুরে এক ফরাসি মহিলা পর্যটককে ধর্ষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এক ক্যাফে পার্টিতে পরিচয়ের পর অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁকে 'শহর ঘুরিয়ে দেখানোর' নাম করে একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে চম্পট দেয়।

কিছুদিন আগেই ভারত সফর নিয়ে পর্যটকদের সতর্ক করে দিয়েছিল মার্কিন প্রশাসন। তারা তাদের নির্দেশিকায় বলেছিল, ভারতে ধর্ষণ, হিংসা, সন্ত্রাস বাড়ছে। বাজার, পর্যটন ইত্যাদি এলাকাগুলিকে কার্যত মুক্তাঞ্চল বানিয়ে ফেলেছে দুষ্কৃতীরা। সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ার সম্ভাবনা মহিলা পর্যটকদেরই। তাই ভারতে একা না ঘোরাই ভালো। আর ঘুরতে গেলেও চূড়ান্ত সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। এরপরই উদয়পুরে বিদেশিনী ধর্ষণের ঘটনা ফের অস্বস্তি বাড়াল রাজস্থান এবং দিল্লির বিজেপি সরকারের।

পুলিশ সূত্রে খবর, ২২ জুন দিল্লি থেকে উদয়পুরে আসেন ওই ফরাসি তরুণী। শহরের অম্বামাতা এলাকায় একটি হোটেলে উঠেছিলেন তিনি। সোমবার (২৩ জুন) রাতে তিনি টাইগার হিলের কাছে 'দ্য গ্রিক ফার্ম ক্যাফে অ্যান্ড রেস্ট্রো'-তে আয়োজিত এক পার্টিতে যোগ দেন। সেখানেই অভিযুক্ত তরুণের সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর।

পার্টি চলাকালীন অভিযুক্ত ব্যক্তি

তাঁকে একান্তে বলে, 'চলো, বাইরে গিয়ে একটু সিগারেট খাওয়া যাক।' কথাবার্তার ফাঁকেই তরুণ ফরাসি তরুণীকে শহর ঘুরিয়ে দেখানোর প্রস্তাব দেয়। বলে, 'এই শহরটা ভারী সুন্দর। চলো, তোমাকে আশপাশের সুন্দর সব দৃশ্য দেখাব।' এরপর ওই তরুণীকে হোটেলে ফিরিয়ে না দিয়ে নিজের ভাড়া করা একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়।

এফআইআরে বলা হয়েছে, তরুণী বারবার হোটেলে ফেরার অনুরোধ জানালেও অভিযুক্ত তা শোনেনি। তাঁর মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি কারও সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেননি সেই সময়ে।

ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে অভিযুক্ত প্রথমে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে চায়। তরুণী বাধা দিলে সে জোর করে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর তরুণী স্থানীয় লোকজনের সাহায্য নিয়ে নিজেই একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও পুলিশকে বিষয়টি জানান। তরুণীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।

উদয়পুরের পুলিশ সুপার যোগেশ গয়াল জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম সিদ্ধার্থ। সে এখনও পলাতক। তাকে ধরার চেষ্টা চলছে এবং তদন্ত এগোচ্ছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি সমস্ত ঘটনা জানানো হয়েছে ফরাসি দূতাবাসকেও।

বোয়িংয়ের জবাব চাইবে সংসদীয় কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পরে ভারতের অসামরিক বিমান পরিষেবায় 'বহু ত্রুটি ও গাফিলতির' অভিযোগ উঠেছে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সংসদের পরিবহণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠক বসতে চলেছে। সেই বৈঠকে তলব করা হয়েছে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক, এয়ার ইন্ডিয়ার পাশাপাশি বোয়িং সংস্থার প্রতিনিধিদেরও। সূত্রের খবর, বোয়িংকে জবাবদিহির মুখে পড়তে হতে পারে ওই বৈঠকে।

আহমেদাবাদে যে বিমানটি ভেঙে পড়েছিল, সেটি ছিল বোয়িংয়ের ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার। দুর্ঘটনার পরে শুধু এয়ার ইন্ডিয়া নয়, একাধিক আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের বোয়িং বিমানে 'টেকনিক্যাল স্ন্যাগ' ধরা পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মাঝআকাশে থেকে ফিরে আসতে হয়েছে বিমানকে অথবা জরুরি অবতরণ করতে হয়েছে।

এদিকে আহমেদাবাদে দুর্ঘটনাগ্রস্ত এয়ার ইন্ডিয়া বিমানের ব্ল্যাকবক্সটি আপাতত দেশেই পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে দাবি করল কেন্দ্র। মঙ্গলবার বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু জানান, এআই ১৭১ উড়ানের ব্ল্যাকবক্সটি ভারতেই রয়েছে। এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) সেটি পরীক্ষা করে দুর্ঘটনার তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। ব্ল্যাকবক্সটি উদ্ধার হলেও দুর্ঘটনার জেরে সেটি এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে তার পরীক্ষা করা কঠিন ছিল। তাই সেটিকে প্রথমে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু এদিন সেই জল্পনা খারিজ করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি জানান, ব্ল্যাকবক্সটি মার্কিন মুলুকে পরীক্ষার জন্য প্রথমে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই সম্ভাবনা বরাবরই কেন্দ্রের তরফে খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

আজ মহাকাশে পাড়ি শুভাংশুর

২০২৯-এ মহাকাশে যাবেন অন্ধ্রের জাহ্নবী

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : সাতবার উড়ানের তারিখ পিছিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে নাসা ঘোষণা করেছে, ভারতীয় গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা আগামীকাল (বুধবার) মহাকাশে পাড়ি দিতে পারেন তাঁর তিন সঙ্গী নভশ্চরকে নিয়ে।

নাসা, অ্যাক্সিয়ম স্পেস ও স্পেসএক্স যৌথভাবে জানিয়েছে, তারা ভারতীয় সময় ২৫ জুন দুপুর ১২টা ১ মিনিটে 'অ্যাক্সিয়ম মিশন-৪' উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে প্রস্তুত। এই মিশনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টারের লঞ্চপ্যাড ৩৯এ থেকে ফ্যালকন-৯ রকেট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে শুরু হবে। নতুন একটি স্পেসএক্স ড্রাগন ক্যাপসুলে চড়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে (আইএসএস) রওনা দেবেন মহাকাশচারীরা। তাঁরা ২৬ জুন বিকাল সাড়ে ৪টা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রে পৌঁছোবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিকে শুভাংশুর পাশাপাশি খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মেয়ে জাহ্নবী ডাঙ্গেটি। বছর তেইশের এই তরুণী ২০২৯ সালে 'টাইটান্স স্পেস'-এর প্রথম

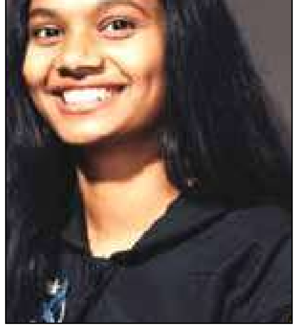

জাহ্নবী ডাঙ্গেটি

কক্ষপথ মিশনে অংশ নেবেন একজন অ্যাস্ট্রোনট ক্যান্ডিডেট হিসাবে।

ইলেকট্রনিক্স এবং কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক জাহ্নবীকে পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী টাইটানস স্পেস অরবিটাল ফ্লাইটে ভ্রমণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত মহাকাশ সফরে তরুণী পৃথিবীর কক্ষপথে দু'বার ঘুরবেন, দেখতে পাবেন দুটি করে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। এই মিশনে প্রায় তিন ঘণ্টা অভিকর্ষহীন অবস্থায় থাকার অভিজ্ঞতা হবে তাঁর। মিশন পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন নাসা নভশ্চর ও মার্কিন সেনাবাহিনীর কর্নেল উইলিয়াম ম্যাকআর্থার জুনিয়ারকে। তিনি বর্তমানে টাইটান্স স্পেসের মুখ্য নভশ্চর।

> আমি গর্বিত আমার শিকড়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে। এই মিশন আমাদের সবার জন্য, যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে অসম্ভব কল্পনা করি।
>
> **জাহ্নবী ডাঙ্গেটি**

নাসার 'ইন্টারন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস প্রোগ্রাম'-এ নির্বাচিত হওয়ার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অন্ধ্র-কন্যা ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন যে, তিনি সম্মানিত এবং উত্তেজিত। তাঁর কথায়, 'আমি গর্বিত আমার শিকড়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে। এই মিশন আমাদের সবার জন্য, যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে অসম্ভব কল্পনা করি।'

আত্মসমর্পণের নির্দেশ

বধূহত্যায় ছাড় নেই 'সিঁদুর' কমান্ডোর

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : অপারেশন সিঁদুর অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য বধূহত্যায় অভিযুক্ত ব্ল্যাকক্যাট কমান্ডোকে ছাড় দেওয়া যায় না। মঙ্গলবার একথা সাফ জানিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, 'অপারেশন সিঁদুরে অংশ নেওয়ার জন্য আপনাকে কোনও ছাড় দেওয়া যায় না।' আদালতের মতে, এটা এমন এক জঘন্য ঘটনা যার জন্য আইনি রেহাই প্রযোজ্য নয়। একই সঙ্গে অভিযুক্ত এক কমান্ডোকে আত্মসমর্পণ করতেও বলেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া এবং বিচারপতি বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ।

অভিযুক্ত কমান্ডোর স্ত্রীর মৃত্যু হয় বিশ বছর আগে। অভিযোগ, পণের জন্য স্ত্রীকে চাপ দিতেন অভিযুক্ত। শেষপর্যন্ত স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগও ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই পুরোনো মামলায় অভিযুক্তকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। তাঁর দাবি ছিল, তিনি গত ২০ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় রাইফেলসে কাজ করছেন। ব্ল্যাকক্যাট কমান্ডো হিসাবে কর্মরত। 'অপারেশন সিঁদুর'-এ যুক্ত ছিলেন। সেই যুক্তিতে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার আর্জি ছিল ওই কমান্ডোর।

কিন্তু বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া কড়া ভাষায় বলেন, 'আপনি কতটা শারীরিকভাবে সক্ষম সেটা বোঝা যায়, নিজের স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করার কতটা ক্ষমতা ছিল আপনার। এই অভিযোগে কিছুতেই আপনাকে ছাড় দেওয়া সম্ভব নয়।' বিচারপতি চন্দ্রনও মনে করিয়ে দেন যে, হাইকোর্ট আগেই এই কমান্ডোকে কোনও ছাড় দেয়নি।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বিধ্বস্ত ইজরায়েল। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি এবং গাড়ি।

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ফের বিভ্রাট

মুম্বই, ২৪ জুন : দুর্ঘটনা, যান্ত্রিক ত্রুটির পর এবার মাঝআকাশে অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটল এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানে। সোমবার লন্ডন থেকে মুম্বই আসছিল এআই-১৩০। কিন্তু মাঝআকাশে বিমানের পাঁচজন যাত্রী এবং দু'জন ক্রু সদস্য হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণেই তাঁরা অসুস্থ হয়েছেন বলে মনে করা হয়েছে। মুম্বই বিমানবন্দরে বিমানটি অবতরণের পর তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। তারপর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। একটি সূত্রের দাবি, এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিমানটি মাঝআকাশে প্রায় ৩৫ হাজার ফুট উচ্চতায় যখন উড়ছিল, তখনই ওই বিপত্তি ঘটে। যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের মধ্যে একজন অজ্ঞান হয়ে যান। বাকিদেরও মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট এবং বমির মতো উপসর্গ দেখা দেয়। কেন এমনটা ঘটল তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, খাদ্যে বিষক্রিয়ার থেকে বমি, মাথা ঘোরার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

৪০০ কেজি ইউরেনিয়ামের খোঁজে টিম ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৪ জুন : গত ১২ দিন ধরে ইরানের ৩টি পরমাণুকেন্দ্রে ধারাবাহিক হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। তাতে যোগ্য সংগত করেছে আমেরিকা। মার্কিন বাংকার বাস্টারের আঘাতে গর্তে পরিণত হয়েছে পরমাণুকেন্দ্রের বিভিন্ন অংশ। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কোনও কেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়ায়নি। অথচ আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার তথ্য বলছে, ইজরায়েলের কাছে কমপক্ষে ৪০০ কেজি (৯০০ পাউন্ড) বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে। যা দিয়ে ১০টি পরমাণু বোমা তৈরি করা যায়। তাহলে কি আমেরিকা ও ইজরায়েলের হামলার আগেই বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম কোনও গোপন জায়গায় সরিয়ে ফেলেছে ইরান? মঙ্গলবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের কথায় সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

তিনি জানান, ইজরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার আগেই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের কাজ বেশ কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ইরান। তাদের কাছে ৪০০ কেজির বেশি বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে। তবে তা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, সেই তথ্য আমেরিকার কাছে নেই। জল্পনা বাড়িয়ে মার্কিন হামলার ঠিক আগে ইরানের নাতাঞ্জ, ফোর্দো ও ইসফাহান পরমাণুকেন্দ্রগুলি থেকে একাধিক ট্রাককে অজানা গন্তব্যের দিকে যেতে দেখা গিয়েছে। ১৯ জুন তোলা এক উপগ্রহচিত্রে শুধু ফোর্দো কেন্দ্র থেকেই ১৯টি ট্রাককে বার হতে দেখা যাচ্ছে।

ভান্স বলেন, 'ইরানের ৩টি পরমাণুকেন্দ্রে বাংকার বাস্টার বোমা ফেলার পর থেকে ৪০০ কেজি বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের খোঁজ নেই। ওই পরিমাণ ইউরেনিয়াম ১০টি পরমাণু বোমা তৈরির পক্ষে যথেষ্ট।' তিনি আরও বলেন, 'ট্রাম্প প্রশাসন আগামী দিনে ওই জ্বালানি নিয়ে সক্রিয় হবে। এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে আমরা ইরানিদের সঙ্গে আলোচনা করব।'

ধ্বংসযজ্ঞে প্রাপ্তিযোগ

ইজরায়েল

ইরানের পরমাণু কর্মসূচিকে কয়েকবছর পিছিয়ে দিয়েছে ১২ দিনের হামলা। বিধ্বস্ত ইরানের ৩ পরমাণুকেন্দ্র। নিহত ১২ জন প্রথমসারির বিজ্ঞানী। প্রাণ গিয়েছে অন্তত ৫ জন শীর্ষ সেনাকর্তার। ধ্বংসস্তূপ তেহরান। ইরানি সেনা ও বায়ুসেনার পরিকাঠামো ধ্বংস করার সুযোগ। ইরানে হামলা চালাতে বাধ্য হয়েছে আমেরিকা। যুদ্ধের সুযোগে গাজায় নিয়ন্ত্রণ জোরদার করেছে নেতানিয়াহুর সেনারা।

ইরান

পশ্চিম এশিয়ার একমাত্র দেশ যারা মার্কিন সেনাঘাঁটিতে হামলা চালানোর ক্ষমতা রাখে। ১২ দিন ধরে সমান তালে টক্কর দিতে পারে ইজরায়েলের সঙ্গে। ইজরায়েল, আমেরিকার হামলার পরেও অক্ষত বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের ভাঁড়ার। পালটা ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় গুঁড়িয়ে গিয়েছে তেল আভিভ, জেরুজালেমের বড় অংশ। ইজরায়েলি হামলার জেরে ইরানে খামেনেই শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বন্ধ। জাতীয়তাবাদের জোয়ারে হাত শক্ত শাসকগোষ্ঠীর।

আমেরিকা

ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে বাংকার বাস্টার বোমা ফেলে শক্তি প্রদর্শন। আরব সাগর, হরমুজ প্রণালী ও এডেন উপসাগরে আরও বেড়েছে আমেরিকার সামরিক উপস্থিতি। ইজরায়েলের মার্কিন নির্ভরতা প্রকট। ভারত-পাকিস্তানের পর ইজরায়েল-ইরান সংঘর্ষ বিরতির কৃতিত্ব দাবি করার সুযোগ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের।

গাজায় হামলা বন্ধের আর্জি

জেরুজালেম, ২৪ জুন : ইজরায়েল ও ইরান সংঘর্ষ বিরতি পরিস্থিতিতে গাজায় ইজরায়েলের তরফে হামলা বন্ধ করাতে নেতানিয়াহুর ওপর চাপ তৈরি করল ইজরায়েলের দুই বিরোধী দল। বিষয়টি নিয়ে দেশের মধ্যেই রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে পড়েছেন। কিন্তু তারপরও মঙ্গলবার ত্রাণের অপেক্ষায় থাকা কয়েকশো বুভুক্ষু প্যালেস্তিনীয়র ওপর ড্রোন হামলা চালাল ইজরায়েলি সেনা। আইডিএফ গুলিও চালিয়েছে। তাতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৫ জনের। তাঁরা পূর্ব-পশ্চিম নেতহারিম করিডরে ত্রাণ বোঝাই ট্রাকের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। ত্রাণ নিতে এগোনোর সময় গুলি লাগে তাঁদের শরীরে। ঘটনায় ১৪৬ জন আহত হয়েছেন।

ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পহলগাম

শ্রীনগর, ২৪ জুন : পহলগামে নারকীয় সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছিল যারা, সেই তিন জঙ্গিকে এখনও ধরতে পারেনি তদন্তকারী সংস্থা। অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় জবাব দেওয়া হলেও পহলগামের পরিস্থিতি ছিল থমথমে। নিরপরাধ পর্যটকদের ধর্মীয় পরিচয় জেনে বেছে বেছে তাঁদের হত্যা করার ধাক্কা লেগেছিল কাশ্মীরের পর্যটনে। ভরা মরশুমে কার্যত খাঁখাঁ করেছে পহলগাম সহ কাশ্মীরের একাধিক পর্যটনস্থল। পর্যটকরা কাশ্মীর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল উপত্যকার পর্যটন ব্যবসায়ী এবং জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের। কিন্তু দু-মাস পর সেই ছবিটা অনেকটাই বদলে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। রবিবার সন্ধ্যায় তিনি এক্সে লিখেছেন, শেষবার যখন পহলগামে এসেছিলাম তখন ফাঁকা বাজার এলাকায় আমি সাইকেল চালিয়েছিলাম। আজ আবার পহলগামে এসে দেখছি মানুষের ভিড় বাড়ছে।

২৭ মে পহলগামে মন্ত্রীসভার বৈঠক বসিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার একমাস পর পহলগামের রাস্তায় গাড়ির ঢল দেখে অভিভূত ওমর। তিনি বলেন, 'এই ঠান্ডা এবং বর্ষণমুখর আবহাওয়ায় স্থানীয় যাঁরা পিকনিক করছেন, তাঁদের সঙ্গে রীতিমতো স্থান দখলের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকরা। আমার ও আমার সহকর্মীদের প্রচেষ্টা যে সফল হয়েছে, সেটা দেখে সন্তুষ্ট।' পহলগাম সহ কাশ্মীরের পর্যটন ফের ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করায় আশার আলো দেখছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। অন্যদিকে কাশ্মীরের পাশে দাঁড়াতে সংসদের স্থায়ী কমিটির বৈঠক পহলগামে করার পরামর্শ দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী। হওয়া উচিত।' ট্র্যাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ কাশ্মীরের সভাপতি রাউফ ট্রাম্বু জানিয়েছেন, পহলগামের পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগবে।

ডোভাল-ওয়াং বৈঠকে সন্ত্রাস দমনের ডাক

বেজিং ও নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : গালওয়ান সংঘর্ষের পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে ভারত ও চিন একাধিক পদক্ষেপ করেছে। সম্পর্ক আরও মসৃণ করতে চায় নয়াদিল্লি ও বেজিং। ২০২০-র সংঘর্ষের পর এই প্রথম চিন সফরে যাচ্ছেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি সাংহাই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। সোমবার বেজিং পৌঁছেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল।

পহলগামের বৈসরণে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করেছিল চিন। আবার চিনের দেওয়া অস্ত্রেই ভারতের বিরুদ্ধে সংঘাতে নামে পাকিস্তান। চিন থেকে যুদ্ধবিমান কিনেছে ইসলামাবাদ। ভারত-পাক সেই সংঘাতের দেড়মাসের মাথায় চিনে পা রেখেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। মঙ্গলবার তিনি চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তাতে সন্ত্রাস দমনের বার্তা দেওয়া হয়েছে।

অজিত ডোভাল সামগ্রিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সব ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তায় জোর দিয়েছেন। সন্ত্রাস মোকাবিলার পাশাপাশি দুই নেতার বৈঠকে ভারত-চিন সম্পর্কের সাম্প্রতিক উন্নয়নের বিষয়টি পর্যালোচিত হয়েছে। তাঁরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সামগ্রিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয়তায় জোর দিয়েছেন। আলোচনায় উঠে এসেছে দু'দেশের জনগণের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়টিও। এর পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক বিষয়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ভারত-চিন পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করেছেন দুই নেতা।

ডোভাল জানিয়েছেন, চিনা বিদেশমন্ত্রীর আগামী ভারত সফরের জন্য তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। চিনের সঙ্গে বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ের (এসআর) ২৪ তম বৈঠক ভারতে হওয়ার কথা। এক্ষেত্রে বৈঠকের জন্য দু'দেশের সুবিধামতো তারিখ নির্ধারিত হবে।

দু'দেশের সম্পর্কের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে ওয়াং জানিয়েছেন, ভারত ও চিনের সভ্যতা বহু প্রাচীন। ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা দিয়েই উভয় দেশের উচিত সংবেদনশীল বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা, যাতে সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। এই বৈঠক ঘিরে আশাবাদী দু-পক্ষই।

বৈঠকের পর চিনা বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে হাসিমুখে অজিত ডোভাল। বেজিংয়ে।

ফড়নবিশের আসনে ভোট চুরির অভিযোগ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটে 'ম্যাচ ফিক্সিং'-এর অভিযোগ তুলে আগেই সরব হয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। এবার মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের আসন নাগপুর দক্ষিণ-পশ্চিমে ভোটার তালিকায় গরমিল ও ভোট চুরির অভিযোগে সুর চড়িয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। একটি ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনকে সামনে রেখে রাহুল সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের কেন্দ্রে মাত্র পাঁচ মাসে ভোটার তালিকায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। কিছু বুথে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ২০ থেকে ২৫ শতাংশ। বুথ লেভেল অফিসার্স বা বিএলও জানিয়েছেন, অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা ভোট দিয়েছেন। সংবাদমাধ্যম জানতে পেরেছে হাজার হাজার ভোটারদের কোনও ঠিকানাই নেই। আর নির্বাচন কমিশন? হয় নীরব নয়তো জড়িত রয়েছে।' সাংসদের তোপ, 'এই ধামাচাপা দেওয়াটাই স্বীকারোক্তি। এই কারণেই আমরা মেশিন রিডেবল ডিজিটাল ভোটার তালিকা দ্রুত প্রকাশের এবং সিসিটিভি ফুটেজের দাবি তুলেছি।'

রাহুলের এই বক্তব্যের পরই নড়েচড়ে বসেছে নির্বাচন কমিশন। পালটা সুর চড়িয়েছেন ফড়নবিশও। ১২ জুন রাহুলের সঙ্গে আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিল কমিশন।

১২ রাজ্যে বোমাতঙ্কের বার্তা ধৃত তরুণী

প্রেমে প্রত্যাখ্যান থেকে প্রতিশোধ

চেন্নাই, ২৪ জুন : কোনও তরুণী কোনও পুরুষকে ভয়ংকরভাবে ভালোবেসে তাঁকে জীবনসঙ্গী হিসেবে চাইতে পারেন। তাতে অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু সেই পুরুষ যদি ওই তরুণীর পরিবর্তে অন্য কোনও নারীকে বিয়ে করেন? কথায় বলে, প্রকৃত ভালোবাসা পাওয়ায় নয়, ত্যাগের মধ্যে। কিন্তু অনেক সময় এই ধরনের ঘটনায় প্রতিহিংসাপরায়ণতাও দেখা যায়।

হ্যাঁ, চেন্নাইয়ের এক বহুজাতিক কোম্পানির সিনিয়ার কনসালট্যান্ট রেনি জোশিলদা প্রতিশোধের রাস্তা নেন। তাঁর পছন্দের পুরুষ গুজরাটের দিভিজ প্রভাকরকে তিনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। ভালোবেসেছিলেন দিভিজকে।

জোশিলদার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন দিভিজ। তিনি অন্য এক তরুণীকে বিয়ে করেন। তাতে

রেনি জোশিলদা

ক্ষিপ্ত জোশিলদা দিভিজকে ফাঁসাতে ভয়ংকর ছক কষেন। কয়েকটি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে সেই সমস্ত অ্যাকাউন্ট থেকে ১২টি রাজ্যে ইমেল করেছিলেন। তাতে বিস্ফোরণ ঘটানোর হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম ও দুটি স্কুলে হুমকিবার্তা পাঠান। বিজে মেডিকেল কলেজেও হুমকিবার্তা পাঠানো হয়। শনিবার পুলিশ চেন্নাই থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

আহমেদাবাদের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার(অপরাধ দমন শাখা) শরদ সিংঘল জানিয়েছেন, জোশিলদা ভুয়ো নাম ব্যবহার করে বেশ কয়েকটি অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি অ্যাকাউন্ট দিভিজ প্রভাকরের নামে ছিল। দিভিজ তাঁকে বিয়ে না করায় ক্রুদ্ধ জোশিলদা তাঁকে ফাঁসাতে বদ্ধপরিকর হন।

তিনি ভুয়ো ইমেল আইডি করে ডার্ক ওয়েব ব্যবহার করেছেন। তরুণী অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে খেলেছেন।

সিংঘল বলেছেন, 'অনেকদিন থেকে তাঁকে আমরা অনুসরণ করেছি। একটা ছোট্ট ভুল করায় আমরা জোশিলদাকে ধরে ফেলেছি।' জোশিলদা কী ভুল করেছিল তা অবশ্য উল্লেখ করেননি সিংঘল।

চেন্নাই থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে রোবটিক্সের ওপরও একটি কোর্স করেছিলেন জোশিলদা। পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, মেয়েটি দিভিজকে নিয়ে জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তা চুরমার হওয়া তিনি মানতে পারছিলেন না।

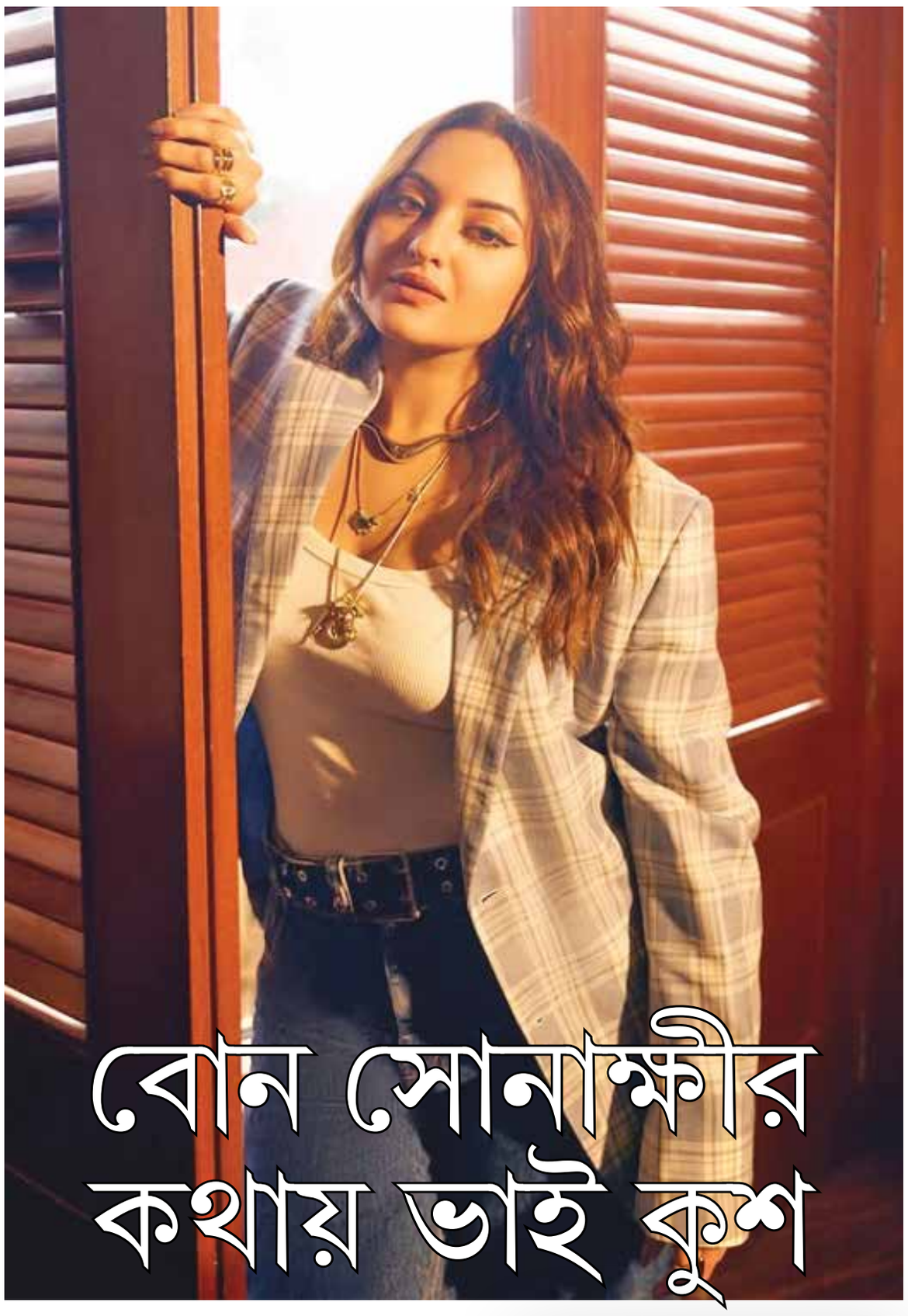

বোন সোনাক্ষীর কথায় ভাই কুশ

সোনাক্ষী সিনহার আগামী ছবি ‘নিকিতা রায়’। পরিচালক কুশ এস সিনহা। ইনি সোনাক্ষীর দাদা। এটি তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি। জাহির ইকবালকে বিয়ে করার পর থেকে সোনাক্ষীর দুই দাদা লব ও কুশের সঙ্গে বোনের সম্পর্কটা একটু শীতল। এই বিয়ে তাঁরা মানতে পারেননি, বিয়েতে নাকি যাননি। জাহির মুসলমান, তাই বিয়েতে তাঁদের আপত্তি ছিল—এসব কথা মিডিয়ায় অনেকবার লেখা হয়েছে। এখন কুশের পরিচালনায় সোনাক্ষী ছবি করেছেন, সেখানে ভাই-বোনের সম্পর্কের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা টেনশন কতটা ছিল, তাই নিয়ে বেশ প্রশ্ন উঠছে। এবার সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কুশ। তাঁর কথায়, ‘সেটে সোনাক্ষী একজন অভিনেত্রী, তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিয়ে কাজ করেছি। আত্মীয় হোক না হোক, সব অভিনেতাকেই এটা দেওয়া উচিত। সোনাক্ষীকে এই চরিত্রে নির্বাচন করা প্রসঙ্গে কুশ বলেন, ‘সোনাক্ষী সিনহাকে জানি, তিনি কত ভালো অভিনেত্রী তা জানি, তাহলে তাঁকে কাস্ট করব না? সঠিক চরিত্রে সঠিক অভিনেতাকে কাস্ট করা দরকার। নিকিতা রায় চরিত্রে সোনাক্ষী অসাধারণ অভিনয় করেছেন।’ এক সাক্ষাৎকারে সোনাক্ষী বলেছেন, ‘আমি পরিবারে সবথেকে ছোটো, সবার আদরের, এর জন্য দাদারা আমাকে হিংসা করতেই পারে।’ ভাই-বোনের মধ্যে ‘প্রতিযোগিতা’-র কথা তখনই ওঠে। এছাড়া জাহিরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে নিয়েও লব-কুশের সমস্যা ছিল তবে কুশ বলেছেন ‘বিয়েতে আমি ছিলাম, যাঁরা এই গল্প রটাচ্ছে, তাঁদের সত্যটা যাচাই করে নেওয়া উচিত ছিল।’ নিকিতা রায় প্রসঙ্গে বলা যায়, এই সুপারন্যাচারাল থ্রিলারে সোনাক্ষী ছাড়া আছেন অর্জুন রামপাল, পরেশ রাওয়াল প্রমুখ। ২৭ জুন সিনেমাহলে ছবি মুক্তি পাবে।

শ্রাবন্তীর অভিনব পদক্ষেপ

শ্রাবন্তী এবার নতুন ভূমিকায়। তিনি এবার পরিবেশক। তা কোন ছবি পরিবেশনা করবেন তিনি? ছবিটির নাম ‘দাঁতের লড়াই’। একেবারে গ্রাম্য পটভূমিকায় গল্প।এই ছবির গল্প ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক বিপ্লব কোয়াল। বুবাই হালদার ক্যামেরা ও সম্পাদনার দায়িত্বে।

গল্পের মুখ্য চরিত্রে ‘খুকু’ নামের এক দরিদ্র মেয়ে। যার প্রিয় ক্যান্ডির নাম ‘দাঁতের লড়াই’। সেই থেকেই ছবির নাম। এই সামান্য লজেন্সকে ঘিরে ‘খুকু’র জীবনের বড় টানাপোড়েনের গল্প উঠে আসবে ছবিতে।

ছবির মূল চরিত্র অর্থাৎ ‘খুকু’র ভূমিকায় শিশুশিল্পী আকাঙ্ক্ষা সেনগুপ্ত। তার বাবা ‘দানু’র চরিত্রে অভিলাষ চক্রবর্তী ও মা চরিত্রে স্বস্তিকা দাস। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে পার্থ ঘটক, চৈতালি জানা, বাবলু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছবি প্রসঙ্গে শ্রাবন্তী বলেন, ‘দাঁতের লড়াই এক হৃদয়স্পর্শী ছবি। পরিচালক বিপ্লব কোয়াল ও তাঁর টিম যখন এই সিনেমাটি প্রেজেন্ট করার প্রস্তাব দেন, তখন আমি আগ্রহ নিয়ে ছবিটি দেখি। দেখার পর মনে হয়, এটা একটা সুন্দর ও মননশীল কাজ, যা মানুষের মন ছুঁয়ে যাবে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিই এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার। এই প্রথম পরিবেশক হিসেবে কাজ করছি, তাই এক নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। বাংলা সিনেমার প্রতি আমার ভালোবাসা থেকেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।’

দিলজিতকে নিষিদ্ধ করতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি

দিলজিৎ সিং অভিনীত সর্দার জি ৩ ছবি নিয়ে এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেল ফোডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ। সংস্থা অনেকদিন ধরে এই ছবি ও দিলজিতের বিরুদ্ধে নিন্দা করছে কারণ ছবিতে পাকিস্তানী অভিনেত্রী হানিয়া আমির আছেন। পহলগামের ঘটনার পরও দিলজিৎ তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন বলেই এই নিন্দা। যদিও নির্মাতারা বলেছেন, এই ঘটনার আগেই শুটিং সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়ে সংস্থা দাবি করেছে দিলজিৎ ও ছবির অন্য কলাকুশলীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। সংস্থা বলেছে, ‘দিলজিৎ ও অন্যরা ভারতীয় নাগরিক হওয়ার সুবিধা নিচ্ছেন। আমাদের দেশের সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে রসিকতা করেছেন হানিয়া, জঙ্গিদের সম্মান দিয়েছেন। তাঁকে ভারতের ছবিতে নেওয়া সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত নয়।’

প্রধানমন্ত্রীর কাছে সংস্থার দাবি দিলজিৎ ও ছবির প্রযোজক-পরিচালকদের পাসপোর্ট বাতিল হোক, তাঁরা যেন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে কোনও সুবিধা না পান।

একনজরে সেরা

মা-নিকিতা

২৭ জুন মুক্তি পাচ্ছে কাজল অভিনীত মাইথোলজিক্যাল থ্রিলার মা ও সোনাক্ষী সিনহা অভিনীত সুপারন্যাচারাল থ্রিলার নিকিতা রায়। দুটি ছবির বক্স অফিসে প্রতিযোগিতার কথায় সোনাক্ষী বলেছেন, একই দিনে দুটি নারীকেন্দ্রিক ছবি আসছে, স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা খুবই ভালো। সবার জন্যই যুদ্ধের মাঠ আছে। দুটি ছবিকেই তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

অবতার আর গোবিন্দা

জেমস ক্যামেরনের ছবি অবতার-এ গোবিন্দার অভিনয়ের প্রস্তাব পাওয়া প্রসঙ্গে গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা বলেছেন, ‘৪০ বছর গোবিন্দার সঙ্গে আছি, এরকম কবে হল জানি না তো। আমি মিথ্যে বলি না, মিথ্যের সঙ্গেও থাকি না।’ প্রসঙ্গত, মুকেশ খান্নার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা দাবি করেছিলেন অবতার-এ অভিনয়ের কথা।

মুম্বইয়ে একতা

টলিউডের পোস্টার কুইন একতা ভট্টাচার্য এবার গেলেন বলিউডে। সোনাক্ষী সিনহা অভিনীত নিকিতা রায় ছবির পোস্টার ডিজাইন তাঁরই। আরো কয়েকটি হিন্দি ছবির কাজ করেছেন, সেগুলি মুক্তি প্রতীক্ষিত। একতার বাবা প্রভাত রায় উচ্ছ্বসিত মেয়ের সাফল্যে। বলেছেন, জানতাম ও পারবে। ও কাজ জানে। অনেক দূর যাবে।

প্রচারে বাদ

জিও হটস্টারের আগামী সিরিজ মিস্ট্রি-র প্রচার থেকে প্রধান অভিনেতা রাম কাপুরকে বাদ দিয়েছে নির্মাতারা ও জিও। এর আগে প্রচারে গিয়ে ক্লান্ত রাম বলেছিলেন, নিজেকে গণধর্ষিত মনে হচ্ছে। এছাড়াও তাঁর নানা যৌনগন্ধী মন্তব্যে অস্বস্তিতে পড়েন তাঁরা। রাম অবশ্য এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

নতুন ধারাবাহিক

স্টার জলসায় ৭ জুলাই শুরু হবে ধারাবাহিক রাজরাজেশ্বরী রানি ভবানী। নামভূমিকায় রাজনন্দিনী পাল। এতে ভবানীর জীবন, তারাপীঠ সংস্কার, মন্দির নির্মাণ, বর্গীদের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা—ইত্যাদি দেখা যাবে। সাড়ে আটটার স্লটে এটি আসবে, ফলে ঊষসী রায়ের গৃহপ্রবেশ-এর প্রদর্শনের সময় বদলে কি হবে, জানা যায়নি।

নতুন শহরে পুরানো বন্ধুর সঙ্গেই নতুন সম্পর্ক?

মুম্বইয়ে গিয়ে নতুন করে নিজের বন্ধুকে চিনতে পারলেন বাংলার মিশমি। বুঝলেন যে, সুজন শুধু বন্ধু নন, বোধহয় আরও অনেক কিছু।

মিশমি দাস। ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’ ধারাবাহিকের কাজ করতে করতে মুম্বই চলে যান। সেখানে হিন্দি ধারাবাহিক ‘রুপু’তে কাজ শুরু করেন। এটাই তাঁর মুম্বইয়ের প্রথম প্রোজেক্ট। কিন্তু নতুন শহর, নতুন কাজ। সবকিছুই যেখানে নতুন, সেখানে পুরনো বলতে একমাত্র সুজন দাশগুপ্ত। সঙ্গীতশিল্পী। মিশমির অনেক দিনের বন্ধু। তবে মুম্বইয়ে গিয়ে অবশ্য বন্ধুত্বটা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। তাঁর সাম্প্রতিক পোস্ট থেকে সে কথাই মনে হচ্ছে। মিশমি স্পষ্ট লিখেছেন যে, সমস্ত যেখানে নতুন, সেখানে মানিয়ে নিতে নিতে একাকীত্বটাও খুব স্বাভাবিক। শান্ত সুরের মতো সেই একাকীত্ব সরিয়ে দিচ্ছেন সুজন। আগলে রাখছেন তাঁকে। মিশমির এই পোস্ট থেকে সকলের মনে হচ্ছে যে, তিনি প্রেমে পড়েছেন। যদিও মিশমি এর বেশি আর কিছু বলেননি। এর আগে অবশ্য রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর নাম জড়ালেও উড়িয়ে দিয়েছিলেন মিশমি। যদিও সৌরভ আর দর্শনার বিয়েতে রণজয়ের সঙ্গেই এসেছিলেম মিশমি। তবে অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন যে, সত্যিই কারও সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হলে সে কথা সবাইকে জানাবেন। তাই কি এই পোস্ট? জল্পনা শুরু হয়েছে টালিগঞ্জে।

কভি খুশি কভি গম-এর সেট। আর সেই সেটে একেবারে সদ্যোজাত সুজানা খানকে নিয়ে এসেছিলেন শাহরুখ। এ কথা কাজলের আজও বেশ মনে আছে। মাত্র এক ঘণ্টার জন্য মেয়েকে এনেছিলেন তিনি। ছোট্ট সুহানাকে দেখে কাজল একেবারে অবাক হয়ে গেছিলেন। মেয়েটা এত মিষ্টি, এত সুন্দর যে, কাজল আর চোখ ফেরাতে পারেননি।

সম্প্রতি একটা অনুষ্ঠানে সুহানার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর। সুহানা একটা সোনালি শাড়ি পরেছিলেন। সেখানে শাহরুখের মেয়েকে দেখেও কাজলের সেই ছোট্ট মেয়েটাকে মনে পড়ছিল। ‘মা’-এর প্রচারে বেরিয়ে শাহরুখের মেয়ের কথা বলতে বলতে নস্টালজিক হয়ে পড়েন কাজল। তাঁর মেহেন্দি অনুষ্ঠানে গৌরী খানকে নিয়ে এসেছিলেন শাহরুখ। আরিয়ান তখন ছোট। সুহানা কোলে। সে ছবিটাও কাজলের চোখে লেগে আছে। কে জানে, শাহরুখের ছেলেমেয়েকে দেখলে কাজলের মনে বোধহয় মাতৃত্বই জেগে ওঠে। তাই ‘মা’ ছবির কাজে তাদের কথাই মনে পড়ছে বারবার।

মাথার অর্ধেক টাক, রণদীপের নতুন লুক

রণদীপ হুড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর নতুন ‘লুক’ শেয়ার করেছেন। ছবিটা ধূষর। তাঁর চোখে চওড়া ফ্রেমের চশমা, মাথার অর্ধেক টাক। এর সঙ্গে তিনি ক্যাপশন করেছেন, চা আজ সকালের পানীয়, কফি এখানে চলে না। স্বাভাবিকভাবেই নেটমহল কৌতূহলী তাঁর ছবি দেখে। সূত্রের খবর, এটি রণদীপের আগামী ছবিতে তাঁর চরিত্রের লুক। তিনি সব সময়েই দর্শককে তাঁর অভিনীত চরিত্র, তাঁর অভিনয়, তাঁর লুক দিয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছেন, এটাও তেমনই কিছু হতে চলেছে। তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল সানি দেওলের বিপরীতে, জাট ছবিতে। তিনি ছিলেন ভিলেন। তাঁর আগামী ছবি ম্যাচবক্স। এই আমেরিকান অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার কমেডির পরিচালক স্যাম হারগ্রেভ।

ট্রেলারে অক্ষরধাম

২০২২-এর গুজরাটের অক্ষরধাম মন্দির হামলার ওপর নির্মিত ছবি অক্ষরধামময়: অপারেশন বজ্রশক্তির ট্রেলার প্রকাশ্যে এল। ঘটনার ভয়বহতা এবং এর পরের প্রতি আক্রমণ দেখানোর ক্ষেত্রে কিছু কাল্পনিক ঘটনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে ছবিতে। ছবির নায়ক অক্ষয় খান্না, তিনি হয়েছেন এনএসজি অফিসার মেজর হানিত সিং। ২০২৫ সালের ৪ জুলাই ছবির মুক্তির কথা আছে। পরিচালক কেন ঘোষ। ট্রেলার শুরু হয় অক্ষয় খান্নাকে দিয়েই। তিনি টেলিফোন মারফত শোনেন এক সন্ত্রাসীর হুমকি—তারপর গুলিবৃষ্টি, গোলমাল, সেনাদের তৎপরতা । অক্ষয়ের অভিনয় নিয়ে নেটমহল প্রশংসা করলেও ছবির বিষয়বস্তুর সমালোচনা হয়েছে কারণ এই বিষয়ে অজস্র ছবি, সিরিজ হয়েছে, ফলে দর্শক এখন এই বিষয়ে আর ছবি দেখতে চায় না—তেমনই জানিয়েছেন তারা। ছবিতে অক্ষয় ছাড়া আছেন সমীর সোনি, গৌতম রোড, অক্ষয় ওবেরয়, প্রমুখ।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমির

অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নদের জন্য বিশেষ প্রদর্শনী হল ‘সিতারে জমিন পর’-এর। এর জন্য মঙ্গলবার আমির খান দিল্লিতে গিয়েছেন এবং সেখানে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মঙ্গলবার ভারতের রাষ্ট্রপতির অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে রাষ্ট্রপতি মুর্মুর সঙ্গে আমির খানের ছবি শেয়ার করা হয়েছে। ক্যাপশন করা হয়েছে, ‘বিশিষ্ট অভিনেতা আমির খান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেছেন রাষ্ট্রপতি ভবনে।’ এই ছবি ২০ জুন মুক্তি পেয়েছে। ছবিতে ১০ জন বিশেষ মানুষকে দেখা গিয়েছে যারা স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তারা সাধারণ মানুষের মতো নয়। তাদের নিয়েই বাস্কেটবল টিম তৈরি করেন কোচ আমির এবং জেতেন।

ছোট্ট তারা

ময়নাগুড়ি মর্নিং স্টার স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র বৈদিক রায়। সে ২০২৪ সালের মিশন ওয়ান ওয়ার্ল্ড মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় রাজ্যে একাদশতম স্থান অধিকার করেছে।

আরও হোমওয়ার্ক প্রয়োজন : ভাইস চেয়ারম্যান

এখনও মেটেনি পার্কিং সমস্যা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন : শহরের রাস্তাঘাট নিয়ে হোমওয়ার্ক না করে পেইড পার্কিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘ কয়েক মাসে শহরের পার্কিং সমস্যা না মেটায় নিজেদের দোষ কার্যত স্বীকার করে নিল পুর কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি পুরসভার বোর্ড মিটিং শেষে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কোনও কাজ করতে হোমওয়ার্কের প্রয়োজন রয়েছে। শহরের পার্কিংয়ের ক্ষেত্রেও আমাদের আরও কিছুটা হোমওয়ার্ক প্রয়োজন। আমরা এই বিষয়ে পুলিশ এবং প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে তারপর সিদ্ধান্ত নেব। আশা করছি অগাস্ট মাস নাগাদ আমরা পার্কিং চালু করতে পারব।'

এদিনের দীর্ঘ প্রায় পাঁচ ঘণ্টার বোর্ড মিটিংয়ে শহরের নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সমস্যা কীভাবে সমাধান করা হবে সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কাউন্সিলারদের একাংশ। এরমধ্যে ছিল পার্কিং ব্যবস্থা এবং টোটোর মতো গুরুতর সমস্যার বিষয়। কারণ, পুরসভা পার্কিং এবং টোটো নিয়ে একাধিকবার বৈঠক করে প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। ফলে বিভিন্ন সময় শহরবাসীর প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে কাউন্সিলারদের। যদিও টোটো প্রসঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'এই বিষয়ে আমাদের কাছে বেশ কিছু অভিযোগ আসছে। আমরা চাইছি টোটো নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে পুলিশ এবং জেলা পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব।' শহরের যানজট সমস্যা মেটাতে বেশকিছু রাস্তাকে একমুখী করার বিষয়ে বৈঠকে প্রস্তাব উঠেছে।

জলপাইগুড়ি পুরসভার বোর্ড মিটিং। মঙ্গলবার।

> কোনও কাজ করতে হোমওয়ার্কের প্রয়োজন রয়েছে। শহরের পার্কিংয়ের ক্ষেত্রেও আমাদের আরও কিছুটা হোমওয়ার্ক প্রয়োজন। আমরা এই বিষয়ে পুলিশ এবং প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে তারপর সিদ্ধান্ত নেব। আশা করছি অগাস্ট মাস নাগাদ আমরা পার্কিং চালু করতে পারব।
>
> **সৈকত চট্টোপাধ্যায়**
> *ভাইস চেয়ারম্যান*

এদিনের বৈঠকে শাসকদলের এক কাউন্সিলার চেয়ারম্যান পরিষদের সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি ভরা মিটিংয়ে বলেন, 'নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত কাজের সুবিধার জন্য চেয়ারম্যান পারিষদের সংখ্যা ৩ থেকে বাড়িয়ে ৫ জন করা হোক।' পরবর্তী বোর্ড মিটিংয়ের আগেই যাতে এই সদস্যসংখ্যা বাড়ানো হয় সেই প্রস্তাবও তিনি দিয়েছেন।

বৈঠক প্রসঙ্গে পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'পানীয় জল, পথবাতি, পার্কিং, টোটো সহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেগুলো কীভাবে দ্রুত সমাধান করা সম্ভব সেই বিষয়ে সকলের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে।'

যদিও ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলার অম্লান মুন্সী বলেন, 'বোর্ড মিটিং হয় শুধু নিয়মরক্ষার জন্য। এখানে যা আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত হয় সেটা বাস্তবে কার্যকর হয় না। যে কারণে মিটিং নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই। আমি কিছু প্রস্তাব দিয়েছি। জানি না সেগুলো আদৌ কার্যকর হবে কি না।'

আলোচনা

- পার্কিং ব্যবস্থা এবং টোটোর সমস্যা
- যানজট সমস্যা মেটাতে বেশকিছু রাস্তাকে একমুখী করার প্রস্তাব
- বাজার এলাকায় রাতে আবর্জনা সংগ্রহের বিষয়ে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত
- ডেঙ্গি প্রতিরোধের প্রসঙ্গ
- চেয়ারম্যান পরিষদের সদস্যসংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা জানান এক কাউন্সিলার

এদিনের বৈঠকে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে বাজার এলাকায় রাতে আবর্জনা সংগ্রহের বিষয়ে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে রাতের আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ব্যবসায়ীদের থেকে কর নেওয়া হতে পারে বলে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

অন্যদিকে, ডেঙ্গি এখন পুরসভার যথেষ্ট মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০। বৈঠকে ডেঙ্গি প্রতিরোধের বিষয়টি উঠে এসেছে। এদিন ডেঙ্গি নিয়ে পুরসভায় একটি বৈঠকও হয়েছে। সেই বৈঠকে পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার দেবদুলাল পাত্রকে বলতে শোনা গিয়েছে, সম্প্রতি তিনি কোন ওয়ার্ডে ডেঙ্গি নিয়ে কেমন কাজ হচ্ছে তা দেখতে আচমকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তখন কোনও একটি বাড়ির সামনে পরিত্যক্ত পাত্রে জমা জলের মশার লার্ভা দেখেছেন। বৈঠক থেকে বাড়ি বাড়ি সার্ভে টিমের কর্মী এবং সুপারভাইজারদের সতর্ক করেছেন। এগজিকিউটিভ অফিসারের কথায় বেশ স্পষ্ট হয়েছে যে, ডেঙ্গি মোকাবিলায় যথেষ্ট খামতি রয়েছে।

করলা নদীতে ভাসছে থার্মোকল। মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে।

থার্মোকল ভাসে করলায়

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন : এমনিতেই করলার দূষণ, নাব্যতা, নদীর ভারসাম্য, জীববৈচিত্র্য নিয়ে মাথায় হাত পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ও শহরবাসীর একাংশের। তবে, সোমবার রাতের বৃষ্টির জলে ফুলেফেঁপে ওঠা করলার জল অনেকেরই চোখকে স্বস্তি দিয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ দিনবাজার এলাকা থেকে ভেসে আসা থার্মোকল ও আবর্জনা যেন দৃশ্য দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এবিষয়ে মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'বিষয়টি দেখছি। সংশ্লিষ্ট সব দপ্তর সহ পুরসভার সঙ্গে কথা বলব।'

জলপাইগুড়ি শহরের ওপর দিয়ে বয়ে চলা করলা নদী শহরবাসীর কাছে আবেগ। করলা নদীতে পরিষ্কার জল দেখে যেমন শহরবাসী খুশি হন, তেমনই অপরিষ্কার থাকলে তাঁদেরও খারাপ লাগে।

এদিন জলের স্রোতে ভেসে আসা থার্মোকলের বাক্স সহ বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা দেখে শহরবাসী তমাল বসাক বললেন, 'মাছ থার্মোকলে আসে বুঝলাম। তারপর ম্যানেজ করে কেন রাখা হয় না তা বুঝতে পারি না। পুরসভা যদি প্রতিদিন এগুলো সংগ্রহ করে কিংবা মাছ ব্যবসায়ীরা এমন জায়গাতে রাখেন, যেখান থেকে জলে ভেসে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না তাহলেই তো করলার জলে এত পরিমাণ থার্মোকল ভাসতে দেখা যাবে না।'

> মাছ থার্মোকলে আসে বুঝলাম। তারপর ম্যানেজ করে কেন রাখা হয় না তা বুঝতে পারি না। পুরসভা যদি প্রতিদিন এগুলো সংগ্রহ করে কিংবা মাছ ব্যবসায়ীরা এমন জায়গাতে রাখেন, যেখান থেকে জলে ভেসে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না তাহলেই তো করলার জলে এত পরিমাণ থার্মোকল ভাসতে দেখা যাবে না।
>
> **তমাল বসাক,** *বাসিন্দা*

শহরবাসীর অনেকেই চাইছেন না জলে এভাবে থার্মোকল ভেসে বেড়াক। এতে নদীর সৌন্দর্যতায় যেমন ব্যাঘাত ঘটছে, তেমনই থার্মোকলে থাকা বর্জ্যের ফলে জল দূষিত হচ্ছে। এ বিষয়ে পদক্ষেপ করতে সকলেই প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	১
ও নেগেটিভ	–	০

মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

পিআরবিসি

এ পজিটিভ	–	২
বি পজিটিভ	–	১
ও পজিটিভ	–	২
ও নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০

কংগ্রেসের প্রতিবাদ

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন : বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজয় উল্লাসে বোমাবাজি এবং নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে কোতোয়ালি থানার সামনে মঙ্গলবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করল জেলা কংগ্রেস। কালীগঞ্জে তৃণমূল জেতার পর শাসকদলের সদস্যদের ছোড়া বোমা ফেটে এক নাবালিকার প্রাণ যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে পুলিশ এবং প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার দিকে আঙুল তুলে এদিন সন্ধ্যায় থানা মোড়ে একটি প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় জেলা কংগ্রেসের তরফে। জেলা সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের জন্যই কালীগঞ্জে একটি নাবালিকার মৃত্যু হয়েছে। পুলিশের ভূমিকাও যথেষ্ট নিন্দনীয়। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা আজ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করলাম।'

সম্মেলন

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন : মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির মনীষী পঞ্চানন বর্মা স্মারক সমিতি ভবনে রাষ্ট্রীয় মুসলিম মোর্চার তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সম্মেলনের মাধ্যমে ওয়াকফ সংশোধনী আইন সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক করিমুল হক, পশ্চিমবঙ্গ নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি বজলে রহমান, রাষ্ট্রীয় মুসলিম মোর্চার অধ্যক্ষ সৈয়দ মাকসুদ, রাজ্য সভাপতি আজিজুল রহমান প্রমুখ।

রথের দিনই শুরু কালীপুজোর প্রস্তুতি

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৪ জুন : এমনিতে আমবাঙালির বছরের সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। ধূপগুড়ির ক্ষেত্রে এর কিছুটা হলেও ব্যতিক্রম রয়েছে বরাবরই। এই শহরে বছরের সবথেকে বড় উৎসব নিঃসন্দেহে শ্যামাপুজো ও দীপাবলি। সেই কারণে এখনও দুর্গাপুজো নিয়ে সেভাবে তোড়জোড় শুরু না হলেও কালীপুজোর প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ততা তুঙ্গে আয়োজকদের মধ্যে।

রথের দিনই ঢাকঢোল পিটিয়ে শহরে শুরু হয়ে যাবে কালীপুজোর প্রস্তুতি এবং মণ্ডপ নির্মাণ। পুজোর ক'দিনের মেজাজ ঠিক কতটা জৌলুসে ভরা হবে তার আভাস মিলছে খুঁটিপুজোর তোড়জোড়েই।

রথযাত্রার দিন সাড়ম্বরে খুঁটিপুজোর মাধ্যমে শুরু হয়ে যাবে শহরের অন্যতম বড় এসটিএস ক্লাবের কালীপুজোর মণ্ডপ নির্মাণ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজন একেবারে তুঙ্গে বললেও কম বলা হয়। খুঁটিপুজো উপলক্ষ্যে বিশাল স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন থাকছে। সঙ্গে থাকছে রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে ইসিজি ও চোখ পরীক্ষা, ওষুধ বিলির কর্মসূচি। আয়োজকদের দাবি, মোট ২৯ জন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকবেন এই স্বাস্থ্য শিবিরে। গতবারের ১৬৪ জনের থেকে এবারে রক্তদাতার সংখ্যাও বাড়বে বলেই দাবি ক্লাব কর্তাদের।

এই যদি হয় খুঁটিপুজো উপলক্ষ্যে সামাজিক কর্মসূচি, তাহলে মণ্ডপ নির্মাণ সূচনার আয়োজনও কম যাবে না। এবারে এসটিএস ক্লাবের পুজোমণ্ডপ গড়া হবে মায়াপুরে নবনির্মিত চন্দ্রোদয় মন্দিরের আদলে। খুঁটিপুজোর পর রথযাত্রার দিন থেকেই নদিয়ার শিল্পীরা শুরু করবেন ৭০ ফুট লম্বা, ১১০ ফুট চওড়া এবং ১০০ ফুট উঁচু সুবিশাল মণ্ডপ নির্মাণের কাজ। এই উপলক্ষ্যে দিনেরবেলায় হবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। ইসকনের মন্দিরের আদলে মণ্ডপ নির্মাণ হবে বলে এবারে শোভাযাত্রার থিমও থাকছে সেই আদলেই। বিশেষ উত্তরীয়, কীর্তনের আদলে হবে শোভাযাত্রা। আলাদাভাবে সেই শোভাযাত্রায় থাকবে রথযাত্রার আবহ। ওই ক্লাবের সম্পাদক রাজেশকুমার সিং বলেন, 'শ্যামাপুজো আমাদের শহরে একটা ঐতিহ্য এবং আবেগ বহন করে। রথের দিন থেকেই আমাদের উদযাপন শুরু হবে। আশা করছি এবারে সার্বিকভাবে জমজমাট হবে ধূপগুড়ির শ্যামাপুজো।'

এছাড়া শহরের আরও অন্তত দুটি কালীপুজোর মণ্ডপ নির্মাণ ও পুজো পরিকল্পনা শুরু হবে রথযাত্রার দিনেই। সবমিলে সেদিন থেকেই শহরে শুরু হবে শ্যামাপুজো ও দীপাবলির দিন গোনা।

পাড়ায় পাড়ায়

জলপাইগুড়ি

ফাঁকা জায়গায় জমে আবর্জনা

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন : জলপাইগুড়ি পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের গরুমারা বস্তি এলাকায় রাস্তার পাশে একটি ফাঁকা জায়গা রয়েছে। সেখানে প্রায় সময়ই দেখা যায় আবর্জনা পড়ে রয়েছে। এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, কাউন্সিলারকে বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি। যাঁরা ওই ফাঁকা জায়গায় আবর্জনা ফেলেন, তাঁদের কিছু বলতে গেলে বচসা বেধে যায়।

এবিষয়ে, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দীনেশ রাউত বলেন, 'ফাঁকা জায়গাটি দ্রুত পরিষ্কার করা হবে। কিন্তু এলাকাবাসীকে পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে আরও সচেতন হতে হবে। প্রতিদিন পুরসভার গাড়ি এসে বাড়ির থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করার পরেও যদি কেউ যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলেন তাহলে কিছু বলার নেই।'

স্থানীয়দের মতে, জায়গাটি পরিষ্কার করে দেওয়া হলে হয়তো সেখানে আবর্জনা ফেলার অভ্যাস বন্ধ হবে। এছাড়াও মাঝেমধ্যেই পথকুকুর সহ অন্যান্য প্রাণী খাবারের খোঁজে ওই আবর্জনার স্তূপ থেকে আবর্জনা টেনে রাস্তায় নিয়ে আসে। আবর্জনার দুর্গন্ধে মাঝেমধ্যে নিজেদের বাড়িতে টিকতে পারেন না তাঁরা।

মালবাজার

মন্দিরের সামনে প্লাস্টিকের স্তূপ

মালবাজার, ২৪ জুন : মালবাজার শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সুভাষ মোড় থেকে ঘড়ি মোড়ে যাওয়ার পথে অবস্থিত রয়েছে একটি দুর্গাবাড়ি। স্থানীয়দের মধ্যে যা অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রতিনিয়ত সেই দুর্গাবাড়ির সামনেই জমা হয়ে থাকছে অজস্র প্লাস্টিকের প্যাকেট। যা শুধু পরিবেশেরই ক্ষতি করছে না, বরং শহর এবং শহরের বাইরের অগণিত ভক্তদের সামনে দৃষ্টিকটু বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপরেও প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরছে। পাশাপাশি, অল্প বৃষ্টিতেই সেই প্লাস্টিক জলের সঙ্গে বয়ে, সুভাষ মোড়ের নানা অঞ্চলের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকছে। মন্দির দর্শনে আসা পর্যটক দীপেন্দু ঘোষ বলেন, 'বহুবার মাল শহরে এসেছি। এখানকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে একসময় খুব গর্ব করতাম। কিন্তু বর্তমানে একটি মন্দিরের সামনে এ ধরনের বিষয় দেখে খারাপ লাগছে।' পরিবেশপ্রেমী স্বরূপ মিত্র বলেন, 'অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সেই প্লাস্টিকের স্তূপের মাঝে খাবার খুঁজতে গিয়ে প্লাস্টিক খেয়ে নিচ্ছে গবাদিপশুরা। সঙ্গে প্লাস্টিক দূষণ তো আছেই। অবিলম্বে পুরসভাকে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' পুরসভার পক্ষ থেকে প্রতিনিয়তই বাঁশিওয়ালা টোটো গাড়িগুলো শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঘোরে এবং নোংরা আবর্জনা তুলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দেয়। কিন্তু কিছু অসচেতন নাগরিক রাস্তায় আবর্জনা ফেলছে। পরিবেশকর্মীদের দাবি, অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে জরিমানার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পুরসভার স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের কনভেনার সুরজিৎ দেবনাথ বলেন, 'পুনরায় সচেতনতার বার্তা তুলে ধরা হবে। তার পরেও কেউ না মানলে তখন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

তথ্য : অনসূয়া চৌধুরী এবং সুশান্ত ঘোষ

জমি দখল করে দোকানঘর তৈরি

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৪ জুন : শহরের ক্ষুদিরামপল্লিতে এক ব্যবসায়ী পূর্ত দপ্তর (সড়ক)-এর রাস্তার সঙ্গে সংযুক্তভাবে দোকান তৈরি করেছেন। এই ঘটনায় পুর কর্তৃপক্ষ এবং পিডব্লিউডি কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। এমনকি ব্যবসায়ী মহলেও ক্ষোভ ছড়িয়েছে। এই অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা পুর কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এ ব্যাপারে ধূপগুড়ি পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'ঘটনা জানা নেই। তবে অভিযোগ এসেছে। সেই ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্ট আসলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

ধূপগুড়িতে সরকারি জমি দখল করে নির্মাণ।

বাসিন্দা মানিক সরকার বলেন, 'সরকারি জমির সঙ্গে লাগোয়াভাবে দোকানঘরের সিঁড়ি ও অন্যান্য নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ভবিষ্যতে নিকাশিনালায় সমস্যা হবে। বারবার ওই ব্যবসায়ীকে জানিয়ে কোনও সুরাহা হয়নি।' তাঁর কথায় সায় জানালেন আরেক বাসিন্দা সৌমেন চট্টোপাধ্যায়। বললেন, 'ব্যবসায়ী অবৈধ নির্মাণ করেছেন। এতে স্থানীয় বাসিন্দারা বাধা দিলেও ব্যবসায়ী কিছুই মানতে চাননি। উলটে রেকর্ডভুক্ত জমির বাইরে গিয়ে নির্মাণ করেছেন। সরকারি জমিও দখল করেছেন।'

শুধু ক্ষুদিরামপল্লিতেই নয়, শহরের বেশ কিছু জায়গায় সরকারি জমির ওপর অবৈধ নির্মাণের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া নিকাশিনালার ওপর নির্মাণ সহ একাধিক দখলের ঘটনা ঘটেছে, যা নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে নানা অভিমত প্রকাশ্যে এসেছে। অনেকেই দাবি করেছেন, পুরসভা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবস্থা নিক। কিন্তু তাদের উদাসীনতার জেরে দখলের ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে। একজনের বিরুদ্ধেও এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে একের পর এক দখলের ঘটনা ঘটছেই। এতে যাঁরা অভিযোগ দায়ের করছেন তাঁরা চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছেন। তারপর তাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট জমি দখলকারীরা রাগ মেটানোর চেষ্টা করছেন। যদিও ভয় না পেয়ে ক্ষুদিরামপল্লির মাস্টারপাড়ার বাসিন্দারা নিজেরাই পুরসভাকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। এখন দেখার পুরসভা বা পিডব্লিউডি কী পদক্ষেপ করে।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা থেকেও শিক্ষা নেয়নি ময়নাগুড়ি

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৪ জুন : একেই জতুগৃহ বাজার। কোথা থেকে কার বিদ্যুতের সংযোগ গিয়েছে বোঝার উপায় নেই। তার উপর বাজারের ভেতরে বিদ্যুতের সব খুঁটিতে এলোমেলোভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে তার। অবিরাম বর্ষণে যে কোনও সময় শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। ঘটনাটি ময়নাগুড়ি শহরের পুরোনো বাজারের। পুর কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই। যদিও এ বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানানো হয়েছে বলে ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় জানিয়েছেন।

এদিকে, ডব্লিউবিএসইডিসিএলের ময়নাগুড়ি কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তথা স্টেশন ম্যানেজার আখতার সর্দার বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে সর্বস্তরে কথাবার্তা হয়েছে। পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে। ব্যবসায়ী সমিতির তরফেও সহযোগিতা করা হবে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বর্ষার পরেই ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে।'

পুরোনো বাজারে ছোট-বড় সব মিলিয়ে প্রায় ৮০০টি দোকানপাট রয়েছে। নব্বইয়ের দশকে ময়নাগুড়ি থেকে ধূপগুড়িগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে খেলার মাঠ মোড়ের ২০টি দোকান বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে রাতভর হিমসিম খেতে হয়েছিল দমকলবাহিনীর কর্মীদের। সবমিলিয়ে ক্ষতি হয়েছিল দু'কোটি টাকারও বেশি। তারপরেও শহরে শর্টসার্কিট থেকে একাধিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

যেমন, ২০০০ সালের গোড়ার দিকে শহরের ট্রাফিক মোড় লাগোয়া রাধিকা লাইব্রেরি সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে বেশ কয়েকটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এরও আগে ট্রাফিক মোড়ে বাসস্ট্যান্ড এবং বাজারের ভেতরে ময়নামাতা কালীবাড়ির সামনে বিদ্যুতের খুঁটিতে শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার। সেই সময় গভীর রাত না হওয়ায় দমকলকর্মীরা অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন। কোনও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি। বারবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও বিদ্যুৎ লাইনের তার সেই একইভাবেই রয়েছে। ব্যবসায়ী সুকুমার সাহা বলেন, 'এমনিতেই বাজারে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা জোরদার নেই। তারপর যেভাবে বিদ্যুতের তার কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে তা যথেষ্ট ভীতিকর।' বহুবার এই বিষয়ে লিখিতভাবে প্রশাসনকে জানিয়েছেন বলে জানালেন ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউত।

কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে বিদ্যুৎবাহী তার। ময়নাগুড়ির পুরোনো বাজারে।

অনেক দোকানের ছাউনি ছুঁয়ে বিদ্যুতের তার গিয়েছে বিভিন্ন দিকে। ব্যবসায়ী রতন সাহার কথায়, 'দোকানের উপর বিদ্যুতের খুঁটিতে বিপজ্জনকভাবে তার ঝুলছে। কখন যে বিপদ ঘটে সেই আশঙ্কায় ঘুম হয় না রাতে। বাজারে বহুবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি পালটায়নি।' ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহার বক্তব্য, 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একাধিকবার বড়-ছোট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ময়নাগুড়ি বাজারে। তা থেকেই শিক্ষা নেওয়া উচিত প্রশাসনের।' পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারা বহুবার এই দাবিতে সরব হয়েছেন। এখন দেখার বিদ্যুৎ দপ্তর কতদূর কী করে।

বর্ষণে বিপর্যস্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

ভূমিধস এবং পাহাড় থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়ায় ভোগান্তি চরমে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : মধ্যরাতে থমকে সমস্ত গাড়ির চাকা। ওয়াইপারের ঘর্ষণেও গাড়ির কাচ পরিষ্কার হচ্ছে না। বৃষ্টির জলের স্রোত বইছে করোনেশন সেতুর ওপর দিয়ে। বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় চালক থেকে যাত্রী, সকলেই। প্রবল বৃষ্টি এবং তিস্তার গর্জনে ওই সময়ই নতুন করে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দানা বেঁধেছিল। তবে রাস্তা বন্ধ হয়নি বটে, কিন্তু ভূমিধস এবং পাহাড় থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়লেন এই পথের যাত্রীরা। এক ঘণ্টার পথ চলতে লেগে গেল তিন ঘণ্টা। এক রাতের বৃষ্টিতেই যদি এমন পরিস্থিতি হয়, তবে বর্ষার টানা বৃষ্টিতে পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে পৌঁছাবে, তা নিয়েও নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

১০ নম্বর জাতীয় সড়কে বোল্ডার গড়িয়ে পড়েছে।

এক রাতের বৃষ্টিতেই...

- সেবক, ২৯ মাইলেও পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়েছে বোল্ডার
- লিকুভির সহ একাধিক জায়গায় ভূমিধসে বসে গিয়েছে রাস্তা
- তীব্র যানজটে এক ঘণ্টার রাস্তা চলতে তিন ঘণ্টা সময় ব্যয়
- ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ভবিষ্যৎ কোন পথে, উঠছে প্রশ্ন
- পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগে সকলে

পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) গত কয়েক মাস ধরে কী কাজ করল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে, এমন অভিযোগ তুলেই এরাজ্যের পূর্ত দপ্তরের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা এনএইচআইডিসিএল-কে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দায়িত্ব দেওয়ার দাবি তুলেছিল সিকিম। এমন দাবিতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির দ্বারস্থ হয়েছিলেন খোদ সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। এমন দাবি তুলেছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্টও। কিন্তু দায়িত্বের হাত বদল ঘটলেও ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের তেমন পরিবর্তন যে ঘটেনি, তা মঙ্গলবারের ছবিতে স্পষ্ট। শ্বেতিঝোরা, লিকুভিরে ধস নামা, ভূমিধস বা এই এলাকাগুলিতে উপর থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়া নতুন কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর ২৯ মাইলেও বোল্ডার আছড়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। বড় বড় পাথর আছড়ে পড়েছে সেবক, বিরিকদাড়ার মতো এলাকায়। পাশাপাশি লিকুভির সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ভূমিধসের জেরে রাস্তা বসে যায়। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত সেবক ও সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে ১৯৬.২ মিলিমিটার। যা এই মরশুমে সর্বোচ্চ হলেও, সেবকের মতো এলাকায় নতুন নয়। এমন পরিমাণ বৃষ্টি যদি টানা ক'দিন হয়, তবে পরিস্থিতি কোথায় পৌঁছাতে পারে, তা সহজেই স্পষ্ট।

রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ায় এদিন সকাল থেকেই যান নিয়ন্ত্রণ করে কালিম্পং জেলা পুলিশ। বিপজ্জনক জায়গাগুলির পরিস্থিতি বুঝেই সেখান দিয়ে গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে সড়কটিতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এদিন কালিম্পং থেকে শিলিগুড়ি ফিরছিলেন স্নেহলতা প্রধান। তাঁর বক্তব্য, 'রাস্তার বর্তমান যা পরিস্থিতি, তাতে যে কোনও দিন রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনাও।' সেবক পাহাড় থেকে কাদাজল গড়িয়ে পড়ায় এই আশঙ্কা করেন শিলিগুড়ির সুদীপ সরকার। তিনি বলেন, 'অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালাতে হয়েছে। বুঝতে পারছি না, কী কাজ হল জাতীয় সড়কটিতে।'

রাজধানীতে আম উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : রাজধানীতে বাঙালিয়ানা ছড়াল আমের সুবাসে। নয়াদিল্লি জনপথের হ্যান্ডলুম হাট প্রাঙ্গণে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল 'বেঙ্গল আম মেলা ও হ্যান্ডলুম-হস্তশিল্প এক্সপো, ২০২৫'-এর একাদশ সংস্করণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসব চলবে ৮ জুলাই পর্যন্ত। দিল্লির বাঙালি ও অবাঙালি সমাজের কাছে আম, হস্তশিল্প ও বাংলার সংস্কৃতির এক অনন্য সমন্বয় হয়ে উঠেছে ১৫ দিনের এই মেলা। প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং এক ট্যাবলোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেসিডেন্ট কমিশনার উজ্জয়িনী দত্ত এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বিকাশ সাহা। এই উৎসবে বাংলার ছয়টি জেলার কৃষকরা প্রায় ৪৪,০০০ কেজি আম নিয়ে হাজির হয়েছেন। প্রদর্শিত হচ্ছে লক্ষ্মণভোগ, আম্রপালি, ল্যাংড়া, গোলাপখাস, কিষণভোগ, মল্লিকা, কোহিতুর, রাজভোগ, রাখালভোগ প্রভৃতি স্বাদে ও ঘ্রাণে অনন্য আমের প্রজাতি। রয়েছে ৭ হাজার টাকা মূল্যের থাই আম, ৫ হাজার টাকার ব্ল্যাক স্টোন ও পৃথিবী বিখ্যাত মিয়াযাকি আমও। ভৌগোলিক স্বীকৃতি-প্রাপ্ত মালদার লক্ষ্মণভোগ, হিমসাগর (খিরসাপাতি) ও মালদা ফজলি আম, যা এই মেলার মূল আকর্ষণ। শুধু আম নয়, মেলায় স্থান পেয়েছে বাংলার জিআই স্বীকৃত হস্তশিল্প ও হ্যান্ডলুম পণ্যও। রয়েছে বাঁকুড়া টেরাকোটা, ডোকরা শিল্প, কুশমণ্ডির মুখোশ, ধনিয়াখালি শাড়ি।

রাজস্থানে বাঙালি হেনস্তা

প্রথম পাতার পর

মোজাহার বলেন, 'আমরা বারবার আটকে রাখার কারণ জানতে চেয়েছি। নিজেদের পরিচয়পত্র দেখিয়েছি। কিন্তু ওরা কোনও কথা শুনতে চায়নি। কয়েক ঘণ্টা চরম আতঙ্কে কেটেছে।'

এই খবর খিসাহার গ্রামে এসে পৌঁছাতেই ওই শ্রমিকদের পরিবার বিষয়টি মারনাই অঞ্চলের প্রধান আঞ্জুয়ারা বিবিকে জানান। প্রধান ইটাহারের বিধায়ককে জানান।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দেন রাজস্থান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সেই দৌত্যের পর শেষপর্যন্ত ওই পরিযায়ী বাঙালি শ্রমিকরা রাজস্থান পুলিশের হেপাজত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান।

কিন্তু দিনটির অভিজ্ঞতায় ভিনরাজ্যে কাজ করতে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। ইটাহারে উদ্বিগ্ন তাঁদের পরিবার, আত্মীয়রা। খিসাহার গ্রামে দুই পরিযায়ী শ্রমিকের বৃদ্ধা মা বাহারন বেওয়া বলেন, 'আমরা গরিব। পেটের জন্য আমার দুই ছেলে ও বৌমারা রাজস্থানে কাজ করতে গিয়েছে। ওখানে ওদের বাংলাদেশি বলে পুলিশ আটকে রেখেছিল। খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম।'

বাহারনের প্রশ্ন, 'কেন এরকম আটকে রাখবে। আমরা কি বাংলাদেশি? আমরা তো ইন্ডিয়ায় থাকি।' বিধানসভায় প্রায় একই সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শুধু বাংলা বলার অপরাধে কাউকে বাংলাদেশি বলা হলে সেটা সংবিধানের অবমাননা। সংবিধান সকল ভাষার মর্যাদা দেয়।' তাঁর ভাষায়, 'তামিলনাড়ুতে অনেকে সিংহলি ভাষায়, আবার কেউ নেপালি ভাষায় কথা বলেন। তাহলে কি তাঁদের শ্রীলঙ্কা বা নেপালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে? বাংলা ভাষার সঙ্গে যেন এক অদৃশ্য শত্রুতা চলছে।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা বাদ দেওয়া হবে বলে আমার কাছে খবর এসেছে। বাংলাকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য টিকবে তো? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি এই ভাষাতেই কথা বলতেন।' ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের অভিযোগ, 'এই রাজ্যের বিজেপি নেতাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মুসলিম পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে।'

এক চুমুকে স্বস্তি।। *মঙ্গলবার গ্রীষ্মের দুপুরে নয়াদিল্লিতে। পিটিআই।*

বছরে একটি ডাকাতিই লক্ষ্য

প্রথম পাতার পর

রবিবার শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে একটি নামী গয়নার দোকানে ডাকাতির পর থেকেই এই 'অপারেশন' সবার চর্চায়। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, দলের সদস্যরা বছরে একাধিক অপারেশনে মোটেও বিশ্বাসী নয়। বরং একটি জায়গাকে চিহ্নিত করে সেই জায়গাতেই মাসের পর মাস রেইকি করে কোটি টাকার গয়না লুট করাটাই এদের লক্ষ্য। এভাবে অপারেশন চালিয়ে যে আয় হয় তাতে তাদের পরিবার ভালোভাবেই চলে বলে ধৃতরা পুলিশকে জানিয়েছে।

গ্যাংটি দেশের নানা প্রান্তে অপারেশন চালালেও কোটি কোটি টাকার গয়না মূলত একজনকেই বিক্রি করে থাকে। সেই ব্যক্তি ভিনরাজ্যের বাসিন্দা।

পুলিশ সেই বিশেষ ব্যক্তির খোঁজ চালাচ্ছে। এই গ্যাংয়ের সঙ্গে বিহারের এক বাহুবলী রাজনীতিবিদের যোগাযোগ রয়েছে বলে মঙ্গলবারই উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

সেই ব্যক্তির হাত মাথায় থাকায় দুষ্কৃতীরা নিশ্চিত হয়ে অপারেশন চালায়। লুটপাটের সময় হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকলেও খুব প্রয়োজন না থাকলে তারা কারও ওপর গুলি চালায় না বা সেভাবে মারধরও করে না।

আবাক করার মতো তথ্য আরও আছে। ধরা পড়লে খুব বেশি হলে কয়েক মাসের কারাবাস।

তারপর ছাড়া পেয়ে ফের এজাতীয় দুষ্কর্ম। গ্যাংটি নাকি এই তত্ত্বেই বিশ্বাসী।

যারা এভাবে কাজ করে তাদের পিছনে পাকা মাথার বহু হিসেবনিকেশ রয়েছে বলেই তদন্তকারীরা মনে করছেন। দলের সদস্যরা এর আগে বিহার, রাজস্থানে এমন দুষ্কর্ম করে ধরা পড়ে। তারপর জেলে যায়। ফের ফিরে এসে তারা আবার এ ধরনের অপরাধে জড়ায়।

সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে পুলিশ আর একটা বিষয়েও পরিষ্কার, গ্যাংয়ের পান্ডাই সবচেয়ে বেশি গয়না নিয়ে পালিয়েছে।

তবে ডাকাতির ঘটনায় ব্যবহার করা অন্য বাইকগুলি কোথায় সে বিষয়ে তদন্তকারীরা এখনও অন্ধকারে। বাকিরা সবাই মিলে বাইকে করেই ভিনরাজ্যে পালিয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা চলছে।

ওবিসি-র বঞ্চনা

কলকাতা, ২৪ জুন : স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) জন্য আলাদা কোনও সুযোগ নেই। ওবিসি হিসেবে কেউ আবেদনও করতে পারবেন না। এসএসসি মঙ্গলবার আগেকার বিজ্ঞপ্তিটি সংশোধন করেছে। ওই সংশোধনী অনুযায়ী জেনারেল ক্যাটিগোরিতে আবেদন করতে হবে ওবিসি প্রার্থীদের। রাজ্য সরকারের নতুন ওবিসি তালিকা কলকাতা হাইকোর্ট আপাতত স্থগিত করে দেওয়ায় এই সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্তের ফলে ওবিসি হিসেবে আবেদনপত্রের মূল্যে যে ছাড় ধার্য ছিল, তা আর পাওয়া যাবে না। জেনারেল ক্যাটিগোরির মতো ওবিসি চাকরিপ্রার্থীদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় ফি দিতে হবে ৫০০ টাকা। আগের বিজ্ঞপ্তিতে ওবিসিদের জন্য ওই ফি ছিল ২০০ টাকা। তাছাড়া ওবিসি হিসাবে সংরক্ষণ থেকেও বঞ্চিত হবেন ওই প্রার্থীরা। সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্টে মামলার নিষ্পত্তি হলে তখন প্রয়োজনে ওবিসি হিসেবে নতুন করে আবেদন করতে হতে পারে বলে এসএসসি জানিয়েছে।

মোরগ লড়াইয়ে উড়ছে কোটি

প্রথম পাতার পর

পুরো বোর্ড পরিচালনা করে স্থানীয় কয়েকজন বাহুবলী। তাদের দায়িত্ব এলাকার পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের সেটিং করা। জানা যায়, মোরগ লড়াইয়ের বোর্ড থেকে প্রতি মাসে মোটা মাসোহারা যায় অনেকের কাছেই। বেলা নামতেই সেখানে আসর বসে মোরগ লড়াইয়ের। এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, 'প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুই দিন আমাদের রুজিরোজগার হয় মোরগ লড়াইয়ের জন্যেই। এলাকায় কেউ এনিয়ে কিছু বলার সাহস পান না। পুলিশে গেলেও কিছুই হবে না। সবাইকেই প্রতি মাসে দেওয়া হয়।'

যারা বোর্ড পরিচালনা করে, তারা ম্যাচ প্রতি ৫০০ টাকা করে পায়। যারা ছুরি বাঁধে, সেই কাইদগাররা মোরগ জিতলে পায় ২০০ টাকা, সঙ্গে বকশিশ। দোকানিরা মদ ও চাকনা বেচে লাভ করে ভরপুর। সাধারণত শীতকালে চা বাগানের আশপাশে মোরগ লড়াইয়ের আসর বসে। এখানে সারাবছর চলে কারবার। গোটা চক্রের যারা পান্ডা, তারা নিরাপত্তা নিয়ে মাথা ঘামায়। বানারহাট থানা এলাকার আম্বাডিপা এবং ধূপগুড়ি থানা এলাকার আংরাভাসায় বসে এজেন্টরা। পুলিশ এমনিতে আসে না। তবে সন্দেহজনক কেউ এলেই খবর দিয়ে দেয় দুই পাশে বসা এজেন্টরা। এজন্য তারা প্রতি মাসে বেতন পায় বলে খবর।

রবিবার সাধারণত তিরিশ থেকে চল্লিশটি ম্যাচ হয়। বুধবার হয় দশ থেকে পনেরোটি ম্যাচ। যাদের মোরগ লড়ে, তারা এক থেকে দেড় লাখ টাকা বাজি ধরে। বাকি বাজি হয় বুকিদের হাত দিয়ে। তারা একেক ম্যাচে ৪ থেকে ৬ লাখ টাকা বাজি ধরেন। এভাবেই রবিবার বসে মোরগের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আসর।

এভাবেই ফি হপ্তায় লাখ লাখ টাকা ওড়ে মোরগ লড়াইয়ে। সব মিলিয়ে কোটি কোটি টাকার কারবার। দিনশেষে লড়াইয়ে পরাজিত মোরগদের লাশ বিক্রি হয় নিলামের মাধ্যমে। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত মোরগের দাম ৫ থেকে ১৫ হাজার। পরাজিত মৃত মোরগ অবশ্য পাঁচ থেকে সাতশো টাকাতেই মেলে। সবাই সব জানে। কিন্তু মুখ কেউই খোলে না। মুখ খুলতে নারাজ পুলিশকর্তারাও।

৪৬টি হেরিটেজে ৩০ কোটির প্রস্তাব

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৪ জুন : ইতিমধ্যে কোচবিহারের ১৫৪টি স্থাপত্যকে হেরিটেজ ঘোষণা করে তার মধ্যে ১৫টি স্থাপত্যের সংস্কারের জন্য রাজ্যের তরফে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১৩টির কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন। দুটোর কাজ বাকি।

এই অবস্থায় কোচবিহারে নতুন করে আরও ৪৬টি হেরিটেজ স্থাপত্যকে সংস্কার করার উদ্যোগ নিল কোচবিহার জেলা প্রশাসন। কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনার কথায়, '৪৬টি হেরিটেজ ভবন ও স্থাপত্যকে নতুন করে সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেগুলির সার্ভে করে মোট ৩০ কোটি টাকার এস্টিমেট রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।'

অনুমোদন এলে খুব শীঘ্রই সেগুলির কাজ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। কোচবিহার হেরিটেজ কমিশনের বেছে দেওয়া তালিকা থেকে রাজ্য হেরিটেজ কমিশন ১৫৪টি স্থাপত্যকে কয়েক বছর আগে হেরিটেজ ঘোষণা করেছে। সম্প্রতি এর মধ্যে ঐতিহ্যবাহী সাগরদিঘি, বৈরাগীদিঘি, জেনকিন্স স্কুল, খাসমহল, লম্বাদিঘি সহ আরও কিছু স্থাপত্য সংস্কারে কাজ শুরু হয়েছে। তার মধ্যেই আবার বরাদ্দে খুশি সকলে।

কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটির সম্পাদক অরূপজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'হেরিটেজ বিভিন্ন স্থাপত্য ও ভবনগুলির দ্রুত সংস্কার করা প্রয়োজন। ফলে অর্থ মঞ্জুর হলে অবশ্যই ভালো হবে। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।'

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই ৪৬টি স্থাপত্যের মধ্যে শুধু আরবান ডেভেলপমেন্ট মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাফেয়ার্স দপ্তরেই ৩৩টি স্কিমের জন্য ২২ কোটি টাকার এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে শিবদিঘি, কাইয়াদিঘি, লালদিঘি, কালিকাগঞ্জ বাজার, অনাথনাথ মন্দির, ভবানীগঞ্জ বাজার, পুরোনো মিউনিসিপ্যালিটি ভবন, ল্যান্সডাউন হল, সাবিত্রী লজ, পুরোনো পূর্ত দপ্তর ভবন, এসডিও অফিস, এসডিএম কোর্ট ইত্যাদি রয়েছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে তিনটি স্কিমের জন্য ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে নরনারায়ণ পার্ক, ডিএফও অফিস ও বনশ্রী আবাসন রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরে তিনটি প্রকল্পের জন্য ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে। তারমধ্যে রয়েছে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিস ও বাংলো এবং এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুরোনো ভবন। উচ্চশিক্ষা দপ্তরে এডুকেশন দপ্তরে তিনটি স্কিমের জন্য ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এস্টিমেট পাঠান হয়েছে। এর মধ্যে ভিক্টোরিয়া কলেজের হস্টেল, বাণী ভবন, এবিএন শীল কলেজের টিনশেড রয়েছে। পূর্ত দপ্তরে ৫৩.২৮ লক্ষ টাকার প্রকল্প, বিসিডব্লিউ দপ্তরে ৬০ লক্ষ, মাস এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ১৮.৬৪ লক্ষ, সংশোধনাগারের জন্য ৫ লক্ষ টাকার এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে।

কোথায় খরচ

আরবান ডেভেলপমেন্ট মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাফেয়ার্স দপ্তরে ৩৩টি স্কিমের জন্য ২২ কোটি টাকার এস্টিমেট

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে তিনটি স্কিমের জন্য ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা এস্টিমেট

স্বাস্থ্য দপ্তরে তিনটি প্রকল্পের জন্য ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা

উচ্চশিক্ষা দপ্তরে তিনটি স্কিমের জন্য ১ কোটি ১০ লক্ষ

এছাড়া আরও বিভাগের জন্যও টাকার এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে

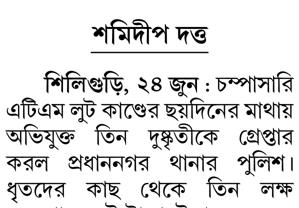

বৈঠক

মেটেলি, ২৪ জুন : তৃণমূল নেতা জোশেফ মুন্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানির আধিকারিকরা। মঙ্গলবার তাঁরা মাটিয়ালি ব্লকের চুলসা চা বাগানে এসে জোশেফের সঙ্গে দেখা করেন। উল্লেখ্য, চা বাগানের মহিলাদের নিয়ে গোষ্ঠী তৈরি করে তাদের নামে বিভিন্ন মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানির থেকে টাকা তুলে নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল। মেটেলি থানার পুলিশ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্তরা মহিলাদের নামে ঋণ নিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করেনি। এদিকে, মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানিগুলির তরফে চা বাগানের প্রতারিত মহিলাদের ঋণ পরিশোধ করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। তৃণমূল নেতা জোশেফ ওই মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়ে যেমন মেটেলি থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তেমনি মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানির আধিকারিকদের সঙ্গে মহিলাদের কাছে ঋণের কিস্তির টাকা আপাতত না নেওয়ার দাবি জানান।

একটাই বাস

প্রথম পাতার পর

বাধ্য হয়েই টোটোতে যাত্রীদের পরিষেবা দিই।' উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ময়নাগুড়ি ডিপো ইনচার্জ ঋষিকেশ বর্মনের কথায়, 'একদিকে বাসের সংখ্যা কম। অন্যদিকে খাগড়াবাড়িতে রেলের আন্ডারপাসে গাড়ি আটকে যায়। সেই কারণে বাস বন্ধ করে দিতে হয়েছে।' রামশাইয়ের বাসিন্দা কলেজ পড়ুয়া বিনোদ রায় বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি রামশাইয়ের। যাত্রী পরিষেবা তলানিতে। ৩০ হাজার মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছেন।' অভিযোগ, যে ধরনের যাত্রীবাহী বাসগুলো আন্ডারপাস দিয়ে যাতায়াত করতে পারে সেই ধরনের পরিষেবা চালু করা হোক। অন্যথায় স্থানীয়রাই আন্দোলনের পথে নামবেন। সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রধান বিশ্বজিৎ ওরাওঁ। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় বলেন, 'নিয়মিত বাস পরিষেবা চালু করার জন্য জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিকের দপ্তরে লিখিতভাবে জানিয়েছি।'

ভাড়া বাড়াল রেল

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : দীর্ঘদিন বাদে যাত্রী ভাড়া বাড়াল ভারতীয় রেল। তবে সেই ভাড়াবৃদ্ধি যৎসামান্য বলে দাবি করা হয়েছে। নন-এসি মেল এবং এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিটের ভাড়া প্রতি কিলোমিটার পিছু ১ পয়সা করে বাড়ানো হয়েছে। ওই ট্রেনগুলির এসি ক্লাসের টিকিটের ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে ২ পয়সা করে বাড়ছে। তবে স্বস্তির খবর হল শহরতলির লোকাল ট্রেন এবং ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণির ট্রেনের টিকিটের ভাড়া বাড়ছে না। মান্থলি সিজন টিকিটেরও ভাড়া বাড়ছে না। দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে ৫০০ কিলোমিটারের অধিক ট্রেন সফরে ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে আধ পয়সা করে বেড়েছে। ১ জুলাই থেকে নতুন ভাড়া কার্যকর হচ্ছে।

খেপে লাল ট্রাম্প

প্রথম পাতার পর

আগে থেকে পরিকল্পনা করা হামলা বন্ধ করার উপায় ছিল না।

ট্রাম্পের ঘোষণায় সোমবার রাত ১২টা থেকে কার্যকর হয় সংঘর্ষ বিরতি। ভারত-পাকিস্তানের মতো ইজরায়েল-ইরান সংঘাত বন্ধের জন্যও কৃতিত্ব দাবি করেন তিনি। ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, 'ইজরায়েল ও ইরান প্রায় একসঙ্গে এসেছিল এবং শান্তির কথা বলেছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এটাই সংঘর্ষ বিরতির ঠিক সময়। এর ফলে দুই জাতিই অসাধারণ শান্তি ও সমৃদ্ধির সাক্ষী হতে পারবে।'

অপর একটি পোস্টে কাতারে হামলা চালানোর বিষয়ে আমেরিকাকে আগাম অবগত করার জন্য ইরানকে ধন্যবাদ জানান ট্রাম্প। কিন্তু পরে ইরান ও ইজরায়েলের আঘাত, প্রত্যাঘাত তাঁকে বিড়ম্বনায় ফেলে। ইরানের ৩টি পরমাণুকেন্দ্রে আমেরিকা বাংকার বাস্টার বোমা বর্ষণের পর ইরানের ওপর প্রতিশোধ নিতে অভ্যন্তরীণ চাপ বাড়ছিল। কাতারে মার্কিন বায়ুসেনার ঘাঁটিতে হামলায় যা অনেকটা লাঘব হয়েছে।

কাতারের সরকারি মুখপাত্রের অবশ্য দাবি, ওই হামলায় তেমন ক্ষতি হয়নি। অনেক আগেই মার্কিন সেনারা সাজসরঞ্জাম নিয়ে চলে গিয়েছিল। সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল যুদ্ধবিমানগুলি। ইরানি সেনা কিন্তু মার্কিন ঘাঁটি ধ্বংসের দাবিই করেছে। ভারতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত ইরাজ এলাহি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ইতিহাসে কোনও দেশ আমেরিকার সামরিক ঘাঁটিকে নিশানা করেনি। ইরান সেটা করে দেখিয়েছে।'

তাঁর কথায়, 'এটিকে প্রতীকী প্রতিশোধ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু আমেরিকা এই বেআইনি পদক্ষেপের পুনরাবৃত্তি ঘটালে আমরা একইভাবে প্রতিশোধ নেব।' ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর ইজরায়েলের অভিযোগ, মঙ্গলবার সকালে তাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ৩ দফায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। তাতে কমপক্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। পরে ইরান হামলা স্থগিত রাখে। ইরানের ইসলামি রেভোলিউশনারি গার্ড সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর হওয়ার পর ইজরায়েলে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। উলটে ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সোমবার রাতে গিলান প্রদেশের আস্তানেহ আশরাফিয়া শহরে ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত্যু হয়েছে দেশের পারমাণবিক শক্তি সংস্থার অন্যতম কর্তা মোহাম্মদ রেজা সিদ্দিকী সাবেরের। তাঁর মৃত্যু ইরানের পরমাণু কর্মসূচির পক্ষে সর্বশেষ ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। এই নিয়ে গত ১২ দিনের সংঘর্ষে ১২ জন পরমাণুবিজ্ঞানীকে হারাল ইরান।

এই প্রথম জোড়া শাবকের জন্ম

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৪ জুন : প্রজনন নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে এখন খুশির হাওয়া দুটি শাবককে ঘিরে। হওয়াটাই স্বাভাবিক, কেননা দুই দশকের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও বন্যপ্রাণীর শাবক জন্ম নিল। তাও আবার এক জোড়া। ১০ বছরের চিতাবাঘ ডালিয়ার দুটি শাবকের চোখ ফুটেছে ২১ দিন পর সোমবার। যা দেখে খুশি সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক থেকে এখানকার বনকর্মীরা।

খুশি বনকর্তারাও। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলছেন, 'চিতাবাঘটি ফালাকাটা ব্লকের দলগাঁও চা বাগান থেকে উদ্ধার হয়েছিল। চিতাবাঘটিকে আনার পর চিকিৎসক ও এখানকার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে যিনি আছেন, তাঁরা বুঝতে পারেন চিতাবাঘটি গর্ভবতী। এরপর থেকেই বিশেষ নজরে রাখা হয়েছিল। দুটো শাবক সুস্থ আছে।'

২০০৫ সালে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র তৈরির পর প্রচুর বাঘ ও চিতাবাঘ বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার করে এখানে আনা হয়েছে। কিন্তু ডালিয়ার আগে কোনও চিতাবাঘ বা বাঘ এই কেন্দ্রে বাচ্চার জন্ম দেয়নি।

কারণ, এখানে প্রজনন নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষিদ্ধ কেন্দ্রেই ডালিয়া এখন মা। যেহেতু উদ্ধারের সময় ডালিয়া গর্ভবতী ছিল, ফলে প্রজনন সংক্রান্ত নিয়মভঙ্গ হয়েছে বলা যাচ্ছে না। যেহেতু বিড়াল প্রজাতির প্রাণীরা একটু এদিক-ওদিক হয়েছে বুঝতে পারলে নিজের শাবককে মেরে ফেলে, তাই এমন প্রাণীর শাবকদের জন্মের ৭ থেকে ২১ দিনকে ডেঞ্জার পিরিয়ড হিসেবে দেখা হয়। শাবক দুটির বয়স ২১ দিন হয়ে যাওয়াতেই মূলত খুশির হাওয়া এখানে। তবে এখনও ৬৯ দিন শাবক দুটিকে নজরে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

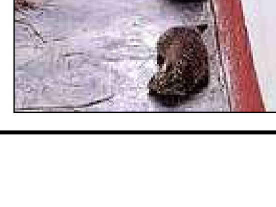

অভিজ্ঞ বনকর্মী পার্থসারথি সিনহা, প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা ও বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাসোয়ানের বিশেষ নজরে ছিল ডালিয়া। প্রথমবার দুটি শাবককে পেয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই খুশি। প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা বলেন, 'মা ও শাবক ভালো আছে। তবে আরও কিছুদিন নজরে রাখা হবে।'

বিচারপতি ভার্মাকে নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : তাঁর বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার হলেও বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের না করায় অসন্তোষ প্রকাশ করল বিরোধীরা। মঙ্গলবার কর্মীবর্গ, আইন ও বিচার বিভাগ সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা হয়।

যাঁর বাড়ি থেকে এত বিপুল নগদ উদ্ধার হয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে এখনও প্রশাসনিক বা আইনি পদক্ষেপ না করায় এবং তাঁকে পদচ্যুত করার প্রস্তাব বিবেচনা না করায় বিরোধীরা প্রশ্ন তোলে। বিরোধী সাংসদরা বিচারপতিদের জন্য আলাদা আচরণবিধি প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন। তাঁদের বক্তব্য, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে অবসরের পর অন্তত পাঁচ বছর কোনও সরকারি পদে যোগ দেওয়া উচিত নয় বিচারপতিদের।

সাংসদদের দাবির ভিত্তিতে বিচারপতিদের আচরণবিধি এবং অবসর পরবর্তী সরকারি পদে নিযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখে ওই বৈঠক থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিচার বিভাগকে। অভিযোগ উঠলে বিচারপতিদের পদচ্যুত করার প্রক্রিয়া সহজতর করার দাবি উঠেছে বৈঠকে।

এটিএম লুটে গ্রেপ্তার হরিয়ানার তিন বাসিন্দা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : চম্পাসারি এটিএম লুট কাণ্ডের ছয়দিনের মাথায় অভিযুক্ত তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে তিন লক্ষ একশো নব্বই টাকা উদ্ধার হয়েছে। প্রত্যেকে হরিয়ানার নূ্য জেলার বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে মহম্মদ খুরশিদের ওপর তিনদিন ধরে নজর রাখার পর নূ্য জেলার গুরনাওয়াট গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের সাদা পোশাকের টিম। বাকি দুই ধৃত মহম্মদ ইজরায়েল ও জাভেদ খানকে শালুগাড়া সংলগ্ন শান্তিনগর থেকে পাকড়াও করা হয়েছে। অসমের শ্রীরামপুর থেকে ইজরায়েল ও জাভেদের পিছু নিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। শেষপর্যন্ত মঙ্গলবার ভোরে তারা পুলিশের জালে ধরা পড়ে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অসমের শ্রীরামপুর কিংবা লাগোয়া আলিপুরদুয়ারে এটিএম লুটের পরিকল্পনা করছিল ওরা।

তদন্তকারীদের এও ধারণা যে, এই গ্যাং অনেকটাই বড়। সারাদেশে ছড়িয়ে তাদের নেটওয়ার্ক। মূলত এরা চালক, খালাসির কাজ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। তবে চম্পাসারির ঘটনায় চারজনই সরাসরি যুক্ত ছিল বলে অনুমান পুলিশের। আর একজনের খোঁজ চলছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ, টাওয়ার লোকেশন, সিভিআর-এর সাহায্য নিয়ে আমরা হরিয়ানা থেকে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করি। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি, দুজন এখানেই রয়ে গিয়েছে। টাওয়ার লোকেশন ও সিভিআর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সূত্র ধরে দেখা যায়, ওরা পার্শ্ববর্তী রাজ্যে ঘোরাফেরা করছে। ট্র্যাকিং করে মঙ্গলবার ভোরে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের।' তবে ধৃতদের কাছ থেকে কোনওধরনের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়নি বলে খবর পুলিশ সূত্রে। ডিসিপি (ওয়েস্ট) জানালেন, ধৃতরা মঙ্গলবার রাতে শহরে এসেছিল।

ময়নাগুড়িতে এটিএম লুটের ঘটনায় ধৃতদের মধ্যেও নূ্য-এর বাসিন্দা রয়েছে। এরা সবাই একই গ্যাংয়ের সদস্য কি না, তা নিয়ে সন্দেহ ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। ডিসিপি (ওয়েস্ট) অবশ্য বলছেন, 'ময়নাগুড়ির ঘটনার সঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনওরকম যোগসূত্র না পাওয়া গেলেও বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' তদন্তের স্বার্থে আরও জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন। গুচ্ছ প্রশ্নের উত্তর পেতে ধৃত তিনজনকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে দশদিনের হেপাজতে নিয়েছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

বুধবার গভীর রাতে এটিএম লুটের পর গাড়িতে করে দুষ্কৃতীদের পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে বিহারে ঢুকে পড়ার বিষয়টি ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু তারপর তারা কোথায় গিয়েছিল? পুলিশ সূত্রে খবর, ওই গাড়ি ঘোষপুকুরের চারমাথা মোড় হয়ে বিহারের ঠাকুরগঞ্জ হয়ে দিল্লি চলে যায়। ঘোষপুকুরে টোল প্লাজা এড়াতে গাড়িটি ঠাকুরগঞ্জের দিকে ঘুরে গিয়েছিল। যদিও জাভেদ আর ইজরায়েল ঠিক কোথায় নেমেছিল, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন পুলিশকর্তারা। দিল্লি পৌঁছে গাড়িটি ছেড়ে দেয় মহম্মদ খুরশিদ এবং তার এক সঙ্গী। এরপর তারা বাসে চেপে হরিয়ানায় নিজেদের গ্রাম গুরনাওয়াটে চলে আসে।

ঋষভকে ওর মতো খেলতে দিন : রাহুল

লিডস, ২৪ জুন : ক্রিকেটার হিসেবে তিনি কতটা প্রতিভাবান, তিনি নিজেই জানেন না!

দিন দুয়েক আগে লোকেশ রাহুলকে নিয়ে এমন মন্তব্য করেছিলেন সুনীল গাভাসকার। হেডিংলে টেস্টে রাহুল প্রমাণ করেছেন সানির মন্তব্য সঠিক।

কখনও ওপেনার, কখনও বা মিডল অর্ডার-রাহুল যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছেন, চেষ্টা করেছেন সেরাটা দেওয়ার। সাফল্যের পাশে ব্যর্থও হয়েছেন। জাতীয় দল থেকে বাদও পড়েছেন। কিন্তু তিনি, রাহুল কখনও হাল ছাড়েননি। যার সেরা প্রমাণ লিডস টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে চাপের মুখে রাহুলের শতরান। তাঁর শতরানের পরও টিম ইন্ডিয়া হেডিংলে টেস্ট জিততে পারবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে রাহুল আপাতত প্রশংসার বন্যায় ভাসছেন। গতকাল রাতে চতুর্থ দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রাহুল বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ক্রিকেটীয় ভাবনা ভিন্ন স্তরের। রাহুলের কথায়, 'যত দ্রুত একজন ক্রিকেটার হিসেবে আপনি বুঝতে শিখবেন যে, মাঠে সেরাটা দেওয়ার পরও সবসময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে না, ততই মানসিকভাবে শক্তিশালী হবেন আপনি।' লোকেশ নিজেও এভাবেই তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, 'মাথা সবসময় ঠান্ডা রাখার পাশে মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে না পারলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে লম্বা সময় খেলতে পারবেন না আপনি। অনেক আগেই এই বাস্তব বুঝে গিয়েছি। এখন একজন ক্রিকেটার হিসেবে দলের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সেই চেষ্টাই করে চলেছি।'

শতরান করে ফেরার পথে ব্যাটে চুমু ঋষভ পন্থের।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের মতো সিনিয়ারদের সঙ্গে দীর্ঘসময় রাহুল কাটিয়েছেন ভারতীয় সাজঘরে। কোহলিদের মতো সিনিয়ারের থেকে অনেক কিছু শিখেছেন তিনি। সেই শিক্ষা এখন কাজে লাগাচ্ছেন। গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়া সফরে রোহিতের অনুপস্থিতিতে রাহুলকে ইনিংস ওপেন করতে হয়েছিল। সেই সময় থেকেই রাহুলের ক্রিকেটে পালাবদলের শুরু। চলতি বিলেত সফরে লোকেশ এখন বিশেষজ্ঞ ওপেনার। নতুন বল সামলানোর দায়িত্ব নিয়ে হেডিংলে টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে শতরান করে রাহুল প্রমাণ করেছেন, তাঁর উপর ভরসা রাখা যেতেই পারে। ভারতীয় ওপেনারের কথায়, 'সিনিয়ারদের থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি। সেই শিক্ষা এখন মাঠে কাজে লাগাচ্ছি। জানি সামনে অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ আসবে। আমি সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি।' হেডিংলের মাঠে গতকাল টেস্ট কেরিয়ারের আট নম্বর শতরান করেছেন রাহুল। টেস্টে তাঁর আট শতরানের মধ্যে সাতটি দেশের বাইরে। অথচ তারপরও তাঁর ব্যাটিং গড় ৩৩.৫৭।

কেন? রাহুলের কাছে সরাসরি কোনও যুক্তি নেই আপাতত। তবে টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার ঠিক করে ফেলেছেন আগামীদিনে তাঁর ব্যাটিং গড় আরও ভালো করতে হবে। নিজের ব্যাটিং গড়ের উন্নতির পরিকল্পনার পাশে ঋষভ পন্থের ব্যাটিং নিয়েও মজে রয়েছেন রাহুল। খুব কাছ থেকে দেখেছেন পন্থের শতরান। এহেন ঋষভকে নিয়ে আবেগে ভাসছেন রাহুলও। টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার রাহুল তাঁর সতীর্থ ঋষভকে নিয়ে দুনিয়ার দরবারে একটি আবেদনও করেছেন। বলেছেন, 'ঋষভ বিশেষ প্রতিভা। ওকে ওর মতো খেলতে দিন।'

কঠিন পরিস্থিতিতে হাল না ছাড়া মনোভাবে নজর কাড়লেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস।

'ড্র' শব্দ পছন্দ নয় স্টোকসদের

লিডস, ২৪ জুন : নিয়ন্ত্রিত বাজবল। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের প্রয়োগ। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সঙ্গে যার দুরন্ত মিশেল ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ে। কিন্তু চতুর্থ দিনে ঋষভ পন্থের বিরুদ্ধে বেন স্টোকসের রক্ষণাত্মক ফিল্ডিং, বোলিং স্ট্র্যাটেজি অবাক করেছে নাসের হুসেনকে। অভিযোগ, ক্রিজে আসার পর ঋষভের ওপর চাপ তৈরি করা দরকার ছিল। যদিও সেই তাগিদের অভাব ছিল ইংল্যান্ডের পরিকল্পনায়।

পন্থকে ছাড়, অবাক নাসের

প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, 'ঋষভের ইনিংসের শুরুতে ইংল্যান্ডের পরিকল্পনা আমার ভালো লাগেনি। ফিল্ডারদের ফাঁকফোকর দিয়ে খুচরো রান নিয়েছে, স্ট্রাইক রোটেট করেছে। যা আটকানো দরকার ছিল। ৪-৫টা বল আটকে দিলে ও কিন্তু ছটফট করত। ঝুঁকি নিতে গিয়ে ভুল করত। উলটে স্লিপ ফিল্ডারও সরিয়ে নেয়। লোকেশও সারাক্ষণ একইভাবে ব্যাট করে গেল। তবে ঋষভের বিরুদ্ধে স্ট্র্যাটেজি অবাক করেছে।'

প্রথম ইনিংসে ৪৭১ রান করে ভারত। যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিলের পর ঋষভ পন্থের শতরান। কিন্তু তারপরও দমে যায়নি ইংল্যান্ড। পালটা জবাবে ৪৬৫। ওলি পোপ, হ্যারি ব্রুকদের পুরো ইনিংস জুড়ে বাজবলের দাপট। মূলত যে কারণেই ফলাফলের দরজা কখনও বন্ধ হয়নি। দলের নবাগত পেসার জোশ টাঙ্গের কথায়, বাজবল অভিধানে ড্র বলে কোনও শব্দ নেই।

জয়ের জন্য ঝাঁপাতে হবে যে কোনও পরিস্থিতিতে, এটাই মন্ত্র ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম-বেন স্টোকসদের। চতুর্থ ইনিংসে ভারতের ছুড়ে দেওয়া ৩৭০ রানের চ্যালেঞ্জের মুখেও ইংল্যান্ডের ইতিবাচক ব্যাটিং। যার ইঙ্গিত চতুর্থ দিনে খেলা শেষে দিয়ে রাখেন পেসার জোশ টাঙ্গ। তাঁর দাবি, ড্র নিয়ে কোনও আলোচনাই নাকি সাজঘরে হয়নি। লক্ষ্য একটাই ৩৭১।

চতুর্থ দিনের শেষে বার্তাটা সাজঘরে পরিষ্কারভাবে সবাইকে দেওয়া হয়েছে। মূল সুর, ইতিবাচক থেকে হেডিংলি টেস্টের 'ফাইনাল শোয়ে' লক্ষ্যপূরণে ঝাঁপাতে হবে। পঞ্চম তথা শেষ দিনে মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি, ঠান্ডা হাওয়ার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বেন ডাকেট, জ্যাক ক্রলিদের ব্যাটিংয়ে সেই ইতিবাচক মানসিকতার প্রতিফলনই মিলল।

ফেডারেশন মহাসচিব পদে নতুনের সম্ভাবনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ জুন : সভাপতির পাশাপাশি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের নতুন মহাসচিব পদ নিয়েও এখন জোর জল্পনা। সাজি প্রভাকরণ নাকি চিরাগ তান্না অথবা অন্য কেউ?

যা পরিস্থিতি তাতে প্রফুল প্যাটেলের নিজের সভাপতি হওয়ার খুব একটা আগ্রহ নেই। যদিও নতুন স্পোর্টস কোড অনুযায়ী তাঁর আর দাঁড়াতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তিনি হয়তো ফেডারেশন সভাপতি হওয়ার ঝামেলাটা আর নিতে চাইবেন না। তবে ক্রীড়ামন্ত্রক ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের

দৌড়ে সাজি ও চিরাগ

সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলছেন তিনিই। ফলে প্রফুলের অপছন্দের কেউ আসার সম্ভাবনা তেমন নেই। বিজেপি-র জাতীয় সম্পাদক ও মুখপাত্র তো বটেই আরএসএসের জাতীয় পর্যায়ের নেতা অরবিন্দ মেননের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো। ফলে তিনিই আপাতত সভাপতি হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে। তবে ক্ষমতার চাবিকাঠি প্রফুলের হাতেই থাকার সম্ভাবনা। তাঁর নিজের লক্ষ্য শুধুমাত্র ফিফার কার্যনির্বাহী সমিতিতে ঢোকা। তিনি সেটাই চেয়ে রেখেছেন অমিত শা-র কাছে। এবারের সভাপতি নিয়োগে কিং মেকার হতে পারে বেশ কয়েকটি রাজ্যের প্রতিনিধিরা। যার মধ্যে আছে বাংলাও।

কিন্তু সভাপতি নয়, আসল কাজ করবেন ফেডারেশনের মহাসচিব। এই অরবিন্দের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো সাজির। দুজনেই কেরলের মানুষ। কিন্তু সমস্যা হল, কল্যাণ চৌবের সময় থেকেই সাজি ফুটবলকর্তাদের অপছন্দের তালিকায় চলে গিয়েছেন। তাছাড়া তাঁকে পছন্দ করেন না প্রফুল প্যাটেল নিজেই। তাই অরবিন্দ চাইলেও সাজির পক্ষে ফেরা মুশকিল। চিরাগ বহুদিন ধরে স্বপ্ন দেখেন ফেডারেশনের মহাসচিব পদে বসার। তাঁর সঙ্গে রিলায়েন্সগোষ্ঠীর সম্পর্ক ভালো। তাঁকে ওই পদে বসানোর জন্য এমনকি এফএসডিএলের বিভিন্ন কাজ থেকেও তাঁকে প্রায় মাস দুয়েক হল অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার পরেও তাঁকে আদৌ মহাসচিব পদে ফেরানো সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে সব মহলেই। যা খবর, তাতে একেবারে নতুন করে আবেদন করতে বলা হতে পারে। তাঁদের প্রেজেন্টেশন এবং কাজের অভিজ্ঞতা দেখার পরেই হয়তো নিয়োগ করা হবে নতুন মহাসচিব। কারণ এখন আর এই পদটি সাম্মানিক নয়। বেতনভুক সচিব নিশ্চিতভাবেই সভাপতি বা শীর্ষকর্তাদের পছন্দের হবেন একথা বলাই যায়। যেখানে এমনকি প্রফুলের সময়ের কোনও পুরোনো মুখকেও দেখা যেতে পারে মহাসচিব পদে।

দোশির প্রয়াণে চমকে যান সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুন : তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল দীর্ঘদিনের। যখনই ইংল্যান্ড যেতেন, দেখা হত দিলীপ দোশির সঙ্গে। ৭৭ বছর বয়সে গতকাল রাতে আচমকাই দিলীপের প্রয়াণের খবর পেয়ে মর্মাহত প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আজ বিকেলে সিএবিতে হাজির হয়ে মহারাজ বলেছেন, 'খুবই খারাপ খবর। গতরাতে ওঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে চমকে গিয়েছিলাম। ভাবিনি এত তাড়াতাড়ি উনি চলে যাবেন। ওঁর পরিবারের প্রতি রইল সমবেদনা।'

শুধু সৌরভই নন, গতকাল রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে লন্ডনে আচমকা দোশির প্রয়াণে শোকের আবহ বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরেও। গত বছর বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের সময়ও কলকাতায় এসেছিলেন দিলীপ। চলতি বছরের শেষের দিকে তাঁর ফের কলকাতায় হাজির হওয়ার কথা ছিল। তার আগে এমন ঘটনায় শোকের ছায়া বাংলা ক্রিকেটে। আজ চলতি বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে সব ম্যাচের আগেই দিলীপের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন হয়েছে।

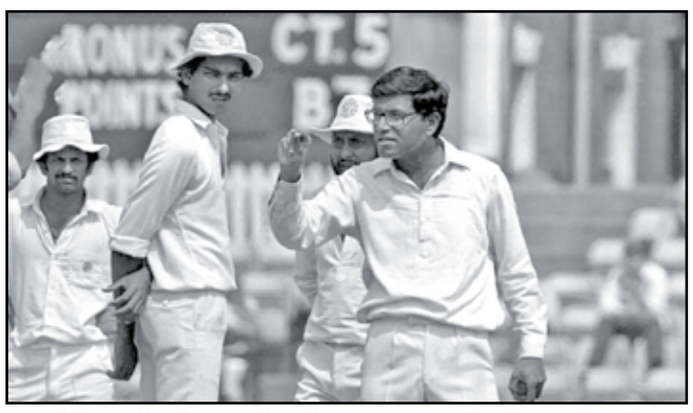

দিলীপ দোশির ক্রিকেট প্রতিভা নিয়ে বরাবরই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন রবি শাস্ত্রী।

শোকপ্রকাশ শচীন, শাস্ত্রীদের

লন্ডন ও মুম্বই, ২৪ জুন : না ফেরার দেশে দিলীপ দোশি। প্রাক্তন ক্রিকেটারের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ক্রিকেট বিশ্ব।

বর্ষীয়ান ভারতীয় ক্রিকেটারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। তাঁর স্মৃতিচারণ করেছেন মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকার। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, 'দিলীপ ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। ওই সফরে এক ঘণ্টারও বেশি নেটে আমাকে বল করেছিলেন। আমার অনুরাগীও ছিলেন। ওঁর অনুভূতিকে আমিও সম্মান জানাই। তবে দিলীপ ভাইয়ের মতো একজন ভালো মানুষকে মিস করব। মিস করব ওঁর সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা।'

শোকপ্রকাশ করে অনিল কুম্বলে লিখেছেন, 'দিলীপ ভাইয়ের মৃত্যুর খবর সত্যিই হৃদয়বিদারক। ঈশ্বর ওঁর পরিবার-পরিজনকে শক্তি দিক।' প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রী লেখেন, 'দিলীপ দোশির মৃত্যুর খবরে সত্যিই দুঃখিত। একজন দক্ষ বোলার, সর্বোপরি একজন আদ্যোপান্ত ভালো মনের মানুষকে হারালাম। ওঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা।' শোকপ্রকাশ করেছেন সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়দেব শা, প্রাক্তন বিসিসিআই সচিব নিরঞ্জন শা।

লোকেশকে 'অভিভাবক' বলছেন ভন

ভারতীয় দলে স্টোকস দরকার : পূজারা

লিডস, ২৪ জুন : প্রতিভার অভাব নেই ভারতীয় দলে।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের অবর্তমানে তরুণ ভারতীয় ব্রিগেড প্রস্তুত দায়িত্বটা নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে। তবে শুভমান গিলের দলে একটাই অভাব- জেনুইন পেস অলরাউন্ডার নেই। হার্দিক পান্ডিয়া আশা জাগিয়ে শুরু করলেও চোটআঘাতে টেস্ট স্কোয়াডের বাইরে। ইংল্যান্ড সফরে শার্দূল ঠাকুরের ওপর আস্থা রাখলেও হেডিংলে টেস্টে হতাশা বাড়িয়েছেন।

চেতেশ্বর পূজারার গলায় সেই সুরটাই ধরা পড়ল। ভারতীয় দলের প্রাক্তন তিন নম্বর ব্যাটারের মতে, ভারতীয় দলে 'মিসিং লিঙ্ক' একজন যথাযথ পেস অলরাউন্ডার না থাকা। শুভমানদের দরকার ছিল বেন স্টোকসের মতো একজনকে। তাহলে ভারতীয় দলের ভারসাম্য অনেক বেড়ে যেত। বিদেশের মাটিতে পেস সহায়ক পরিস্থিতিতে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

> তরুণ ভারতীয় দলে সিনিয়ার সদস্য লোকেশ। দলের অভিভাবকের মতো। বিশেষত ব্যাটিংয়ে। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র। যথাযথ টেস্ট টেকনিক রয়েছে লোকেশের। আমি আগ্রাসী ব্যাটার পছন্দ করি। তবে লোকেশের মতো ব্যাটার দরকার যে কোনও দলের। -মাইকেল ভন

ভারতীয় দলকে নিয়ে পর্যালোচনা পূজারা বলেছেন, 'ভারতের দরকার স্টোকসের মতো একজনকে। যে ব্যাট, বল, ফিল্ডিং- সব বিভাগেই চৌখস। রবীন্দ্র জাদেজা রয়েছে ভারতীয় দলে। কিন্তু ভারতীয় পরিবেশে জাদেজা যথেষ্ট কার্যকর। তিন বিভাগেই প্রভাব রাখতে সমর্থ। কিন্তু বিদেশের মাটিতে তা নয়। দরকার স্টোকসের মতো একজন পেস অলরাউন্ডারকে।'

সুনীল গাভাসকারের পরামর্শ, স্টোকসের মতো কাউকে না পাওয়া গেলে নীতীশ কুমার রেড্ডিকে দিয়ে কাজ চালাতে পারেন গৌতম গম্ভীররা। বলেছেন, 'ভারতীয় দল নীতীশকে নিয়ে ভাবতে পারে। ও যথেষ্ট ভালো ব্যাটার। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শতরান করেছে। বোলিংয়ে আরও কিছুটা উন্নতি করতে হবে। তাহলে কিন্তু পেস অলরাউন্ডারের অভাব অনেকাংশে মেটাতে সক্ষম হবে ও।'

অপরদিকে, লোকেশ রাহুলের দায়িত্বশীল শতরানে মজে মাইকেল ভন। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, ভারতীয় ব্যাটিংয়ে লোকেশ হল 'অভিভাবক'। বলেছেন, 'তরুণ ভারতীয় দলে সিনিয়ার সদস্য লোকেশ। দলের অভিভাবকের মতো। বিশেষত ব্যাটিংয়ে। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র। যথাযথ টেস্ট টেকনিক রয়েছে লোকেশের। আমি আগ্রাসী ব্যাটার পছন্দ করি। তবে লোকেশের মতো ব্যাটার দরকার যে কোনও দলের।'

স্বামীর দুরন্ত ইনিংসে আবেগতাড়িত স্ত্রী আথিয়া শেট্টিও। গর্বিত লোকেশের শ্বশুর সুনীল শেট্টি। সমাজমাধ্যমে নিজেদের প্রতিক্রিয়ায় সেই আবেগ প্রকাশ করেছেন দুইজনে। লোকেশের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে আথিয়া লিখেছেন, 'এটা স্পেশাল'। জামাইকে নিয়ে সুনীল শেট্টি লিখেছেন, 'চুপচাপ খেলে গেল। কিন্তু এই ইনিংস বলে গেল সবকিছু। তোমাকে নিয়ে গর্বিত আমি।' লোকেশের ব্যাটিং পজিশন নিয়ে 'মিউজিক্যাল চেয়ার' পরিস্থিতি প্রসঙ্গে গাভাসকার বলেছেন, 'লোকেশের কথায়, দেশের হয়ে খেলাটাই মূল কথা। কত নম্বরে খেলছি, সেটা বড় ব্যাপার নয়। দলের প্রয়োজনে যে কোনও পজিশনে খেলতে প্রস্তুত। মানসিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। আবেগের জায়গায়-দেশ সবার আগে।'

প্রাক্তন ইংল্যান্ড পেসার স্টিভ হার্মিসন আবার গম্ভীরকে পরামর্শ দিচ্ছেন, ঋষভ পন্থের কানের কাছে যেন 'ঘ্যানঘ্যান' না করে! যুক্তি, ঋষভকে ওর মতো খেলতে দেওয়া উচিত। গম্ভীর যেন নিজের মতামত চাপিয়ে দিয়ে ঋষভকে ঘেঁটে না দেয়। এক সাক্ষাৎকারে হার্মিসন বলেছেন, 'টেস্ট ছক্কা বীরেন্দ্র শেহবাগ ও রোহিতের পরই ঋষভ। ওর ব্যাটিংয়ে নিয়ন্ত্রিত আগ্রাসন দেখলাম। কয়েকটা ছক্কা মারার পর পরিস্থিতির কথায় মাথায় রেখে নিজেকে সংযত করেছে। ভারতীয় দলের কোচদের উচিত, ওকে বিরক্ত না করা।'

ডুরান্ড কাপে হয়তো নেই মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুন : ডুরান্ড কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করতে পারে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ক্লাব ম্যানেজমেন্ট ইতিমধ্যেই নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। যদিও ডুরান্ড আয়োজকদের দাবি, কোনও চিঠি তাঁদের কাছে আসেনি। ফলে মোহনবাগানকে রেখেই সূচি তৈরি হচ্ছে। এইমুহূর্তে দলের একজন সিনিয়ার ফুটবলারও মাঠে নামেননি প্রস্তুতির জন্য। কলকাতা লিগের রিজার্ভ দল খেলানোর ভাবনা থাকলেও ডার্বির কথা মাথায় রেখেই শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদল।

জুলাইয়ের শেষ বা অগাস্টের শুরুতে এএফসি কাপের জন্য প্রস্তুতি শুরু করবেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। তার আগে স্বদেশি বা বিদেশি কাউকেই পাওয়া যাবে না। অথচ জুলাই মাসের মাঝামাঝি ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তুতি শুরু হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে তারা যদি ডার্বিতে পূর্ণ শক্তির দল নামায়, সেই ভাবনাও কাজ করছে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের মধ্যে। রাতের দিকে খবর, ডুরান্ডে খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই বাগানের। যা মৌখিকভাবে তারা আয়োজকদের জানিয়েও দিয়েছে।

দুর্বলতা স্বীকারে নারাজ খোয়াজা

বার্বাডোজ, ২৪ জুন : সাম্প্রতিক সময়ে পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে অজি ওপেনার উসমান খোয়াজার দুর্বলতা বারবার প্রকট হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ সালের পর থেকে পেসারদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যাটিং গড় ২৫.২৯। যেখানে স্পিনারদের বিরুদ্ধে ব্যাটিং গড় ৬৫.৮০।

যদিও পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে নিজের দুর্বলতার কথা মানতে রাজি নন অজি ওপেনার। তিনি বলেছেন, 'আমার যদি পেস বোলিংয়ে সমস্যা থাকত, তাহলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হতাম না। একজন ওপেনার অন্যদের থেকে বেশি পেস বোলিংয়ের মুখোমুখি হয়।'

এদিকে তরুণ ওপেনার স্যাম কনস্টাস ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে খোয়াজার সঙ্গী হতে চলেছেন। এই প্রসঙ্গে অজি তারকা বলেছেন, 'স্যাম খুব প্রতিভাবান ক্রিকেটার। আমার দায়িত্ব ওকে ঠিকঠাক গাইড করা।' বুধবার বার্বাডোজে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট শুরু হচ্ছে।

জন্মদিনের আগের রাতে ইন্টার মায়ামিকে জেতাতে না পেরে হতাশ লিওনেল মেসি।

ড্র করেও মেসিরা শেষ ষোলোয়

ফ্লোরিডা, ২৪ জুন : ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় ইন্টার মায়ামির জায়গা নিশ্চিত হল। তবুও জন্মদিনের আগের রাতটা ফিকে হয়ে গেল লিওনেল মেসির জন্য।

আটকে গেল ইন্টার মায়ামি। পালমেইরাসের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র। গ্রুপ পর্ব শেষে দুই দলের ঝুলিতেই ৫ পয়েন্ট। গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকার সুবাদে গ্রুপ 'এ'-র শীর্ষে থেকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করল ব্রাজিলের ক্লাব পালমেইরাস। দ্বিতীয় দল হিসাবে নক আউটের ছাড়পত্র পেলেন মেসিরা।

নকআউটে পিএসজি, বোটাফোগো

১৬ মিনিটে আর্জেন্টাইন ফুটবলার তাদেও আয়েন্দের গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। যদিও আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতে শুরু থেকেই ব্রাজিলের ক্লাবটিরই আধিপত্য ছিল। ৬৫ মিনিটে ২-০ করেন লুইস সুয়ারেজ। পিছিয়ে পড়া পালমেইরাস অল আউট আক্রমণে ঝাঁপানোয় কিছুটা গুটিয়ে যায় মায়ামি। তারই ফায়দা তোলে ব্রাজিলের ক্লাবটি। ৮০ ও ৮৭ মিনিটে পরপর দুই গোল করে ম্যাচ ড্র করে তারা। গ্রুপের অন্য ম্যাচে রুদ্ধশ্বাস লড়াই হল আল আহলি ও পোর্তোর মধ্যে। যদিও ৮ গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচ ড্র হল ৪-৪ ফলে।

অন্যদিকে, সিয়াটেল সাউন্ডার্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে 'বি' গ্রুপের শীর্ষে থেকেই শেষ ষোলোর ছাড়পত্র আদায় করল প্যারিস সাঁ জাঁ। ম্যাচের দুই অর্ধে ইউরো চ্যাম্পিয়নদের হয়ে গোল দুইটি করেন কভিচা কাভারাৎস্কেইয়া (৩৫) ও আচরাফ হাকিমি (৬৬)। অন্যদিকে, বোটাফোগোর বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জিতেও গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ৮৭ মিনিটে জয়সূচক গোলটি আতোঁয়া গ্রিজম্যানের করা। তিন ম্যাচ শেষে বোটাফোগো, অ্যাটলেটিকো দুই ক্লাবের ঝুলিতেই ৬ পয়েন্ট। তবে গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকায় 'বি' গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে নকআউট নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটি।

সিয়াটেল সাউন্ডার্স ০-২ প্যারিস সাঁ জাঁ
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ১-০ বোটাফোগো
ইন্টার মায়ামি ২-২ পালমেইরাস
পোর্তো ৪-৪ আল আহলি

কাউন্টি ক্রিকেটে শতরান তিলকের

লন্ডন, ২৪ জুন : প্রথম সুযোগেই বাজিমাত। বিলেতের মাটিতে প্রথমবার কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে নেমেই শতরান করলেন তিলক ভার্মা। হ্যাম্পশায়ারের হয়ে অভিষেক ম্যাচে এসেক্সের বিরুদ্ধে শতরান করেছেন তিলক। চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে গতকাল ৯৮ রানে অপরাজিত ছিলেন তিলক। আজ হ্যাম্পশায়ার বনাম এসেক্সের ম্যাচের তিন নম্বর দিনে চার নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে সেঞ্চুরি করে নজর কেড়েছেন তিলক। ১০০ রানের পর সিমন হার্মারের বলে ডিন এলগারের হাতে ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফেরেন তিলক। ২৪১ বলের ইনিংসে ১১টি চার ও তিনটি ছক্কা মেরেছেন তিলক।

মোনাকোতে যোগ দিচ্ছেন পোগবা

প্যারিস, ২৪ জুন : অবশেষে ফুটবলে ফিরছেন ফরাসি তারকা পল পোগবা। শোনা যাচ্ছে, ফরাসি ক্লাব মোনাকোতে যোগ দিতে পারেন এই বিশ্বজয়ী তারকা। এর আগে সৌদি প্রো লিগের একটি দলের সঙ্গে পোগবার কথাবার্তা হলেও শেষপর্যন্ত চুক্তি হয়নি। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ডোপিংয়ের দায়ে ফরাসি তারকাকে চার বছরের জন্য ফুটবল থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। তবে গত অক্টোবর মাসে সেই সাজার মেয়াদ কমিয়ে ১৮ মাস করা হয়েছিল। চলতি বছরের মার্চ মাসে পোগবার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠেছে। তারপর থেকেই ফুটবলে ফিরতে মরিয়া ছিলেন ফরাসি তারকা।

গায়ানায় পুষ্পার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুন : আইএফএ-এর সিইও পুষ্পার্ঘ্য চট্টোপাধ্যায় এবার নতুন ভূমিকায়। সম্প্রতি তিনি গায়ানা ফুটবল ফেডারেশনের সচিব পদে নিযুক্ত হয়েছেন। ১ অগাস্ট থেকে পুষ্পার্ঘ্য দায়িত্ব নেবেন। নতুন দায়িত্বে পাওয়ার পর আইএফএ-র সিইও পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। আপাতত নোটিশ পিরিয়ডে রয়েছেন তিনি।

১৭ রানে আউট বৈভব সূর্যবংশী।

স্বপ্নভঙ্গ তরুণ ভারতের

ভারত : ৪৭১ ও ৩৬৪
ইংল্যান্ড : ৪৬৫ ও ৩৭৩/৫
(৫ উইকেটে জয়ী ইংল্যান্ড)

লিডস, ২৪ জুন : স্বপ্নের অপমৃত্যু। দুই ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটারদের পাঁচ-পাঁচটা সেঞ্চুরি। প্রথম ইনিংসে জসপ্রীত বুমরাহর বল হাতে ম্যাজিক। শুভমান পক্ষের শুভ সূচনার মঞ্চ প্রস্তুত। উঁকি মারছিল ২০০২ সালে শচীন তেন্ডুলকারদের হেডিংলে জয়ের সোনালি অতীতের পুনরাবৃত্তির।

যদিও তরুণ ভারতের তিলেতিলে তৈরি সাজানো মঞ্চ ভেঙে খানখান। বছর তেইশ আগের সোনালি অতীত নয়, বদলে ফিরল ২০২২ সালে সফরে বার্মিংহাম টেস্টে ৩৭৭ রানের পুঁজি নিয়ে হারের তিক্ত স্মৃতি। সেদিন জনি বেয়ারস্টো, জো রুটের যুগলবন্দি ভারতের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল। আজ হেডিংলে দ্বৈরথে জয় ছিনিয়ে নিয়ে গেল বেন ডাকেট-জ্যাক ক্রলির ওপেনিং জুটি। প্রথম দল হিসেবে একটি ম্যাচে পাঁচটি শতরান করেও হারের তিক্ততা নিয়ে মাঠ ছাড়ল ভারত।

ইংল্যান্ডের সামনে লক্ষ্য ৩৭১। চতুর্থ দিনের শেষে ২১/০। শেষদিনে আজ দরকার ৩৫০। ভারতের প্রয়োজন ১০ উইকেট। মাথার ওপর মেঘলা আকাশ। মাঝেমধ্যে বৃষ্টি। সঙ্গে ঠান্ডা হাওয়া। ছিল পঞ্চম দিনের উইকেটে ক্ষতচিহ্ন। বোলিংয়ের আদর্শ পরিবেশ। যদিও ডাকেটের (১৪৯) দুরন্ত ব্যাটিংয়ে এলোমেলো সব অঙ্ক। ক্রলির (৬৫) সঙ্গে ডাকেটের রেকর্ড ১৮৮ রানের যুগলবন্দিতে বেলাইন ভারত।

শুভমান গিলরা শেষদিকে চেষ্টা চালিয়েও যে স্ক্রিপ্ট বদলাতে পারেননি। ১৮৮/০ থেকে ২০৬/২। তারপর ২৫২/২ থেকে ২৫৩/৪। প্রসিধ কৃষ্ণ ও শার্দূল ঠাকুরের জোড়া ধাক্কায় ম্যাচে অবিশ্বাস্য কিছু ঘটার আশা দেখাচ্ছিল। বেন স্টোকসকে (৩৩) যখন রবীন্দ্র জাদেজা ফেরান ইংল্যান্ড ৩০২/৫। কিন্তু রুট-প্রাচীর ভাঙতে পারেননি ভারতীয় বোলাররা।

২০২২ সালের বার্মিংহামে ৩৭৮ জয়লক্ষ্যে ভারত-বধের অন্যতম কারিগর ছিলেন রুট। আজ চাপের মুখে অপরাজিত ৫৩-তে গৌতম গম্ভীরদের আশায় জল ঢাললেন। জেমি স্মিথ অপরাজিত থাকেন ৪৪ রানে। নিটফল, ৫ উইকেট হাতে রেখে ভারত-বধ। বিজয়োৎসবের বদলে সুযোগ হাতছাড়ার আফসোস নিয়ে ফেরা। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮৩৫ রান করেও হার তরুণ ভারতের!

খেলা শুরুর আগে এদিন ১ মিনিটের নীরবতা পালন। দুই দল কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামে প্রয়াত দিলীপ দোশিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। তবে ইংল্যান্ড-বধে প্রাক্তনকে যথাযথ শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ ছিল শুভমানদের। দিনের প্রথম ঘণ্টা গুরুত্বপূর্ণ। নতুন বল সবে ৬ ওভার পুরোনো। চতুর্থ দিনের শেষে লোকেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন, বোলাররা প্রস্তুত।

ডাকেট শোয়ে যদিও আগাগোড়া উলটো ছবি। ইংল্যান্ডের তারকাখচিত ব্যাটিং লাইনআপে ডাকেট অনেকটা 'খেটে খাওয়া' ডাকাবুকো সদস্য। বল ছাড়ার বদলে মারতে বেশি পছন্দ করেন। প্রথম আধঘণ্টা বাদ দিয়ে বাকি সময়ে তারই প্রদর্শনী।

ডাকেটের যে বাজবলের বিচ্ছুরণে খেই হারালেন জসপ্রীত বুমরাহও (৫৭/০)। ১৯ এদিন ১ মিনিটের ওভার বল করে উইকেটহীন! আর বুমরাহ ব্যর্থ হলে কী হাল হবে ভারতীয় বোলিংয়ে, তা চোখের সামনে। অনায়াসে মাঠের চতুর্দিকে শট খেললেন ডাকেট। প্রথম সেশনে অবিচ্ছিন্ন থেকে দলকে ১১৭/০-তে পৌঁছে দেন ডাকেট-ক্রলি। লাঞ্চের পর গিয়ার বদল। ১২১ বলে ষষ্ঠ সেঞ্চুরিতে পা রাখেন ডাকেট। হাফ সেঞ্চুরি ক্রলিরও। মাঝে ডাকেটদের 'রান ডাকাতিতে' কিছুক্ষণের জন্য ব্রেক লাগে বৃষ্টিতে। শুভমানদের জন্য শাপে বর। বৃষ্টির পর অল আউট ঝাঁপায় ভারত। প্রসিধের হাত ধরে প্রথম উইকেট ক্রলির (৬৫)। নিজের পরের ওভারে প্রসিধের ঝোলায় ওলি পোপ (৮)। দমবন্ধ পরিবেশে কিছুটা স্বস্তির অক্সিজেন।

বাঁহাতি ডাকেটকে কিন্তু রোখা যাচ্ছিল না। অফস্টাম্পের বাইরে বুমরাহ-মহম্মদ সিরাজদের বল পেলে অনায়াসে বাউন্ডারি হাঁকাচ্ছিলেন। রিভার্স সুইপে বিগড়ে দিলেন জাদেজার লাইন লেংথ। যার সুবাদে ৫৪তম ওভারেই আড়াইশো পার ইংল্যান্ডের। দরকার আর ১২১। হাতে আট উইকেট, ৪৩ ওভার। ঠান্ডা ও বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মাঠে উপস্থিত ভারতীয় সমর্থকরা হয়তো বৃষ্টির প্রার্থনা করছিলেন।

ফের টুইস্ট। এবার শার্দূলের জোড়া শিকার। পরপর দুই বলে সাজঘরে 'বিপজ্জনক' ডাকেট (১৭০ বলে ১৪৯) ও হ্যারি ব্রুক (০)। ম্যারাথন ইনিংসের ক্লান্তি। পা ঠিকঠাক যায়নি। শট হাওয়ায় চলে যায়। ইতি ২১টি চার ও ১টি ছক্কা সাজানো ডাকেট-শোয়ে। উদ্দীপনা বাড়িয়ে পরের বলেই ব্রুক-শিকার শার্দূলের। হ্যাটট্রিক আটকান স্টোকস। ২৫৩/৪। দরকার ছিল দ্রুত স্টোকস-রুটকে ফেরানো।

যদিও তা হয়নি। স্টোকস (৩৩) যখন ফেরেন তিনশো পার ইংল্যান্ড। তবে তখনও ইংল্যান্ডের জয়ের জন্য প্রয়োজন ৬৯ রান। কিন্তু কোন দুর্বোধ্য কারণে বুমরাহকে বল হাতে দেখা গেল না, তা নিয়ে সমালোচকরা ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। যার সুযোগে ভারতের ক্ষীণ আশায় জল ঢেলে অবিচ্ছিন্ন ৭১ রানে জুটিতে বৈতরণি পার রুট-স্মিথের। আসলে পঞ্চম দিনে ডাকেট শোয়ের অনেক আগেই ম্যাচ হাতছাড়া করেছিল ভারত। প্রথম ইনিংসে গোটা চারেক ক্যাচ মিস। এদিন জোড়া ক্যাচ। একটা যশস্বী জয়সওয়াল ফেলেন। সবমিলিয়ে ম্যাচে যশস্বীর একারই চার-চারটি ক্যাচ হাতছাড়া! এরপর ইংল্যান্ডের মাটিতে থ্রি লায়ন্স শিকার- আশাটা বাড়াবাড়ি। চুকোতে হল প্রথম ইনিংসে ৪৩০/৩ থেকে ৪৭১-এ গুটিয়ে যাওয়ার খেসারতও। নাহলে ছবিটা হয়তো অন্যরকম হত। রুটদের বদলে হয়তো শুভমানরাই ভিকট্রি ল্যাপ দিতেন ঐতিহাসিক হেডিংলেতে।

ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রানতাড়া

লক্ষ্য	স্কোর	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
৩৭৮	৩৭৮/৩	ইংল্যান্ড	বার্মিংহাম	২০২২
৩৭১	৩৭৩/৫	ইংল্যান্ড	লিডস	২০২৫
৩৩৯	৩৪২/৮	অস্ট্রেলিয়া	পারথ	১৯৭৭
২৭৬	২৭৬/৫	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	নয়াদিল্লি	১৯৮৭
২৪০	২৪৩/৩	দক্ষিণ আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ	২০২২

সর্বাধিক রান তুলেও হার (দুই ইনিংস মিলিয়ে)

রান	পরাজিত দল	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
৮৬১	ইংল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া	হেডিংলে	১৯৪৮
৮৪৭	পাকিস্তান	ইংল্যান্ড	রাওয়ালপিন্ডি	২০২২
৮৩৭	নিউজিল্যান্ড	ইংল্যান্ড	ট্রেন্ট ব্রিজ	২০২২
৮৩৫	ভারত	ইংল্যান্ড	হেডিংলে	২০২৫

শুভমানের কাঠগড়ায় লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং ও ক্যাচিং

লিডস, ২৪ জুন : ঝুলে যাওয়া কাঁধ। ঝুলে যাওয়া চোয়াল। মুখচোখে বিস্ময়ের ঘোর!

প্রথম ইনিংসে ৪৭১। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৬৪। তারপরও পাঁচ উইকেটে হেডিংলে টেস্টে হার। পাঁচটি শতরান করেছেন ভারতীয় ব্যাটাররা। তারপরও পরাজিতর দলে টিম ইন্ডিয়া।

কেন? হেডিংলে টেস্টে হেরে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল তাঁর দলের 'অবাক' হারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নিয়মিতভাবে ক্যাচ মিসের পাশে দুই ইনিংসেই দলের মিডল-লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং বিপর্যয়ের ঘটনাকেই কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছেন তিনি। নয়া ভারত অধিনায়ক শুভমানের কথায়, 'দুর্দান্ত একটা টেস্ট ম্যাচ হল। আমাদেরও জেতার সুযোগ ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি। এতগুলো ক্যাচ মিসের পাশে লোয়ার অর্ডার যেভাবে দুই ইনিংসেই ডুবিয়ে দিল, সেটা নিয়ে আমাদের আরও ভাবতে হবে।' টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত শুরু হয়ে গিয়েছে। বার্মিংহামে দ্বিতীয় টেস্টের আগে পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে দলের ব্যর্থতার পর্যালোচনা চলবে। কিন্তু ভুল শুধরানো যাবে কি?

জবাব দেবে সময়। ভারত অধিনায়ক শুভমান আশাবাদী। তাঁর কথায়, 'দ্রুত ভুল শুধরে নিতে হবে আমাদের। এই দলটা তরুণ, অনভিজ্ঞ। হয়তো একটু সময় লাগবে। কিন্তু আমরা ফিরে আসবই। ইতিমধ্যেই ক্যাচ মিস ও লোয়ার অর্ডারের বিপর্যয় নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা। দেখা যাক কী হয়।' যশস্বী জয়সওয়াল শতরান করলেও ধারাবাহিকভাবে ক্যাচ ছেড়ে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে ম্যাচ কা মুজরিম হয়ে গিয়েছেন তিনি। সঙ্গে রয়েছে জসপ্রীত বুমরাহর উপর অত্যধিক নির্ভরতা। বুমরাহ কি সিরিজের বাকি থাকা চার টেস্টেই খেলবেন? এমন প্রশ্নেরও স্পষ্ট জবাব দেননি হতাশায় ডুবে থাকা ভারত অধিনায়ক। শুভমান ধোঁয়াশা রেখে বলেছেন, 'এখনও কিছুই সিদ্ধান্ত হয়নি। সবে প্রথম টেস্ট শেষ হল। পরের টেস্টের আগে সময় রয়েছে। দ্বিতীয় টেস্টের আগেই বুমরাহ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব আমরা।' হতাশার ফিল্ডিংয়ের পাশে বুমরাহ না খেললে টিম ইন্ডিয়ার বোলিংয়ের হাল যে আরও বেহাল হবে, সেই কথা এখনই বলে দেওয়া যায়।

রিভার্স সুইপে বেন ডাকেট। তুরীয় মেজাজে ব্যাট ঘোরালেন সারাদিন।

দুরন্ত প্রয়াস। তারপরও বেন ডাকেটের ক্যাচ ধরে রাখতে পারলেন না যশস্বী জয়সওয়াল। ৯৭ রানে থাকা ডাকেট শেষপর্যন্ত ফেরেন ১৪৯ রানে।

ব্যর্থ বৈভব-আয়ুষ

অনূর্ধ্ব-১৯ ভারত ৪৪৪

লাফবোরো, ২৪ জুন : ইংল্যান্ড সফরের শুরুটা ভালো হল না বৈভব সূর্যবংশী-আয়ুষ মাত্রের। ইংল্যান্ড ইয়ং লায়ন্সের বিরুদ্ধে আমন্ত্রণী ৫০ ওভারের ম্যাচে ওপেন করতে নেমে আয়ুষ আউট হলেন ১ রানে। বৈভব ১৭ রানে ফিরে যান। দলের দুই তারকার ব্যর্থতার পরও অনূর্ধ্ব-১৯ ভারত ৯ উইকেটে ৪৪৪ রান তুলেছে। ৯ নম্বরে নেমে হরবংশ পাঙ্গালিয়া ৫২ বলে ১০৩ রান করে অপরাজিত থেকে যান। তিনটি অর্ধশতরানের ইনিংস এসেছে লোয়ার অর্ডার থেকে। ৬ নম্বরে নামা রাহুল কুমার (৭৫), ৭ নম্বরে নেমে কণিষ্ক চৌহান (৭২) ও ৮ নম্বর ব্যাটার আরএস অম্বরিশ (৭২) – প্রত্যেকেই সফল হয়েছেন।

জবাবে ইংল্যান্ড ইয়ং লায়ন্সকে ৪১.১ ওভারে ২১১ রানে অল আউট করে বড় জয় ছিনিয়ে নেয় অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দল।

সেরা সার্না হাইস্কুল

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুন : রবিকান্ত হাইস্কুলের সহযোগিতায় প্রি-সুব্রত কাপের আলিপুরদুয়ার পশ্চিম কেন্দ্রের অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফোসকারডাঙ্গা সার্না আদিবাসী হাইস্কুল। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে নির্মলা গার্লস হাইস্কুলকে। গোলস্কোরার ঊষা খেরিয়া। অন্যদিকে ছেলেদের বিভাগে নেতাজি বিদ্যাপীঠ টাইব্রেকারে ২-০ গোলে পাঁচকোলগুড়ি প্রমোদিনী হাইস্কুলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

জিতল বান্ধব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার গ্রুপ 'এ'-তে বান্ধব সংঘ ৫-২ গোলে জিতেছে অগ্রগামী সংঘের বিরুদ্ধে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে বিকু থাপা জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য তিনটি গোল সৌমিত বর্মন, প্রিয়াংশু প্রধান ও প্রথম রানার। অগ্রগামীর গোলস্কোরার আশিস রায় ও দেবাশিস রায়। ম্যাচের সেরা হয়ে বিকু পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। বুধবার গ্রুপ 'এ'-তে খেলবে এনআরআই ও শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়ন।

মর্নিংয়ের ড্র

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার মর্নিং বয়েজ ফুটবল অ্যাকাডেমি ও টাউন ক্লাবের ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। সূর্যনগর মাঠে গোল করেন মর্নিংয়ের আরিয়ান কুল্লু ও রাহুল ওরাওঁ। অন্যদিকে, টাউনের গোলস্কোরার সুজিত মুর্মু ও বিজয় সরকার।

অস্ট্রাভা মিটেও চ্যাম্পিয়ন নীরজ

৮৫.২৯ মিটার ছুড়ে খেতাব জয় নিশ্চিত করেন নীরজ চোপড়া।

অস্ট্রাভা, ২৪ জুন : প্যারিস ডায়মন্ড লিগের পর অস্ট্রাভা গোল্ডেন স্পাইক টুর্নামেন্টেও চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়া। তবে প্যারিসের মতো প্রথম থ্রোয়েই জয়ের রাস্তা গড়ে নেওয়া নয়, ফাউল করে চিন্তাতেই ফেলে দিয়েছিলেন ভারতের একনম্বর জ্যাভলিন থ্রোয়ার। এই প্রতিযোগিতাটির ডিরেক্টর আবার নীরজের বর্তমান কোচ জান জেলেজনি। তাঁকেও দেখা যায় ছাত্রকে কিছু বলতে। এরপরই ধাক্কা সামলে নীরজ দ্বিতীয় প্রয়াসে ৮৩.৪৫ মিটার থ্রোয়ে প্রথম তিনে জায়গা করে নেন। সামনে তখন শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার ডোউ স্মিথ ও গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স। ছন্দে ফেরা নীরজ সেখানেই সন্তুষ্ট না থেকে তৃতীয় থ্রো করেন ৮৫.২৯ মিটারের। যা তাঁকে প্রতিযোগিতায় একনম্বর স্থান এনে দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী তিন প্রয়াসে নীরজ সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি। চতুর্থটিতে ৮২.১৭ মিটার ও পঞ্চমে ৮১.০১ মিটার ছোড়ার পর শেষ প্রয়াসে আবার ফাউল করেন।

তাতে অবশ্য নীরজের চ্যাম্পিয়ন হওয়া আটকায়নি। ৮৪.১২ মিটারের ব্যক্তিগত সেরা থ্রোয়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন ডোউ। ৮৩.৬৩ মিটার থ্রোয়ে পিটার্স থামেন তৃতীয় স্থানে।

জলপাইগুড়ি সাইয়ে ট্রায়াল

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন : সাইয়ের জলপাইগুড়ি ট্রেনিং সেন্টারে নতুন অ্যাথলিটদের ভর্তির জন্য ৩ ও ৪ জুলাই ট্রায়ালের আয়োজন করা হয়েছে স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। জলপাইগুড়ি সাইয়ের কোচ ওয়াসিম আহমেদ জানিয়েছেন, ফুটবল, তিরন্দাজি, অ্যাথলেটিক্স, টেবিল টেনিস এবং জিমন্যাস্টিকের ট্রায়াল হবে। যারা ট্রায়াল দিতে ইচ্ছুক তাদের সেদিন সকালেই রেজিট্রেশন হবে। ফুটবলে রেসিডেন্সিয়াল এবং নন রেসিডেন্সিয়াল মিলে মোট ১১টি আসন রয়েছে। জলপাইগুড়ি সেন্টারের মোট ১১০টি আসনের মধ্যে ২৫টি আসন বর্তমানে খালি রয়েছে। সেই আসনেই ট্রায়ালের মাধ্যমে অ্যাথলিটদের নেওয়া হবে। ট্রায়ালের রেজাল্ট জানানো হবে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তিতে। মেরিট লিস্টের মাধ্যমে নতুন খেলোয়াড়দের সুযোগ মিলবে বলে খবর।

এটিও-র ড্র

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার জেওয়াইসিসি এবং মালবাজার এটিও-র ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। গোল করেন জেওয়াইসিসি-র দীপঙ্কর রায় এবং এটিও-র আমির হোসেন। ম্যাচের সেরা হয়েছেন মালবাজারের সরোজ রাই।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির বিজ্ঞাপন

₹১কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

09.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 61K 27301 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি অসংখ্য বিজয়ী তৈরি করে আসছে এবং আমিও তাদের সাথে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে পেরে খুবই আনন্দিত বোধ করছি। আমি প্রথম পুরস্কারের এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ জিতেছি এবং সকলকে কোটিপতি হওয়ার এই অভাবনীয় সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমার সমস্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার

জয়ী জনকল্যাণ ক্লাব

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন সাগর বর্মন। ছবি : প্রতাপ ঝা

জামালদহ, ২৪ জুন : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে দলকে। জনকল্যাণের গোলস্কোরার সাগর বর্মন, রবিজিৎ বর্মন ও মৃণাল অধিকারী। মাথাভাঙ্গার গোল করেন সমর বর্মন ও রাহুল হোসেন। ম্যাচের